রাঁচি

(তিন অঙ্ক নাটক)

কৃষ্ণদাস বিরচিত

প্রাপ্তিস্থান—
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চরিত্র।

ধননাথ	মৃতদার। বয়স ৫০ বৎসর। বৎসরখানেক হইল স্ত্রী মারা গিয়াছে। ভাব-প্রবণ লোক।
জ্ঞাননাথ	ঐ প্রথম পুত্র। বৈজ্ঞানিক।
সুরনাথ	ঐ দ্বিতীয় পুত্র। সাহিত্যিক।
বলনাথ	ঐ তৃতীয় পুত্র। বালক।
সরমা	ঐ কন্যা। বলনাথের বড়। যুবতী।
সরলা	ঐ ভগিনী। বিধবা। নিঃসন্তান। বয়স ৪৫ বৎসর।
দীননাথ	সরলার দেবর। মৃতদার।
মৈত্রেয়ী	দীননাথের কন্যা। যুবতী।
মাতঙ্গিনী ওরফে লালিমা	জনৈক অভিনেত্রী। বয়স ৪৫ বৎসর।
শান্তা	লালিমার কন্যা। যুবতী।
বিশ্বনাথ	ধননাথের বন্ধু পুত্র। যুবক। ইঞ্জিনিয়ার।
রাজারাম	ধননাথের ভৃত্য।

দৃশ্যসূচী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

ধননাথের খাবার এবং বসিবার ঘর। সময় রাত্রি আটটা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ববৎ। সময়—পরদিন প্রাতে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

পূর্ব্ববৎ। সময়—সেই দিন দ্বিপ্রহরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ববৎ। এক ঘণ্টা পরে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

বাড়ির সম্মুখের বারান্দা। সন্ধ্যা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ধননাথের খাবার এবং বসিবার ঘর। অল্প রাত্রি।

তৃতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ববৎ। কয়েক মিনিট পরে।

যবনিকা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ধননাথের বাড়ির খাবার এবং বসিবার ঘর। ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ খাবার টেবিল। টেবিলটী ষ্টেজের পশ্চাৎদিক হইতে সামনের দিকে লম্বালম্বি বসানো হইয়াছে। পশ্চাতে ২ খানি চেয়ার। দক্ষিণ এবং বামদিকে ২ খানি করিয়া ৪ খানি চেয়ার। সামনের দিক খালি। দেওয়ালের গায়ে আরও কয়েকখানি চেয়ার। পশ্চাতের দিকের বামপার্শ্বের চেয়ারের উপর কয়েকটা কুশান রাখিয়া টেবিলের সমান উঁচু করা হইয়াছে যাহাতে তাহার উপর একখানি ছবি রাখিলে তাহাকে ভালভাবে দেখা যায়। টেবিলের ঠিক পশ্চাতে দেওয়ালে ধননাথের মৃত স্ত্রীর একখানি ছবি ঝুলানো। হাতেই নাগাল পাওয়া যায়। পশ্চাৎদিকে ডাইনে ঘরে ঢুকিবার বড় দরজা। তাহাতে পর্দ্দা ঝুলানো আছে, পর্দ্দার সামনে লাঠি রাখিবার আলনা। তাহাতে কয়েকটি লাঠি। পশ্চাৎদিকে বামে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। সিঁড়ীর পার্শ্বে একটি জানালা। সহরতলীতে বাড়ি, সুতরাং জানালা দিয়া কিছু গাছপালা দেখা যাইতেছে। ষ্টেজের দক্ষিণ দেওয়ালে বাড়ির অন্দর হইতে আসিবার একটী দরজা। বাম দেওয়ালের সম্মুখে কয়েকটি বসিবার সোফা ইত্যাদি। দেওয়ালের গায়ে একটি বড় পর্দ্দা বিশেষ দ্রষ্টব্য। তাহার পশ্চাতে একসঙ্গে চার পাঁচ জন লোক লুকাইয়া থাকিতে পারে।

দেওয়ালের গায়ে যে কোনও স্থানে একটি সাইডবোর্ড। তাহার উপর কিঞ্চিৎ বাসন-পত্র, আট দশটী কাঁসার গেলাস, একটী ছোট টেবিল ক্লথ, এবং একটি ঝাড়ু।

সময়—রাত্রি আটটা (সিন উঠার সঙ্গে সঙ্গে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ছয়খানি কাঁসার থালা কাঁধে লইয়া পাশের দরজা দিয়া ভৃত্য রাজারামের বেগে প্রবেশ। তাহার কাঁধে ঝাড়ন)।

রাজারাম। (সুর করিয়া)

ওরে বাবারে, বাবারে, আটটা গেল বেজে,
বাবুরা সব আসবে এবার নীচে।

সশব্দে টেবিলের উপর থালাগুলি রাখিয়া দরজার কাছে আসিয়া—কাণের পিছনে হাত দিয়া

ও ঠাকুর, ঠাকুর গো!

নেপথ্যে। কিগো?

ভাত যেন হয় নরম।
বুঝেছ? ভাত যেন হয় নরম।

(দর্শকের প্রতি) আমাদের কর্ত্তাবাবুর মেজাজ ভারি গরম।

তাড়াতাড়ি সাইডবোর্ড হইতে ঝাড়ু লইয়া দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো ছবির ধুলা ঝাড়িয়া

গিন্নী মাগো! আজ বছরখানেক গেছ তুমি স্বর্গে
যত ধমকানি সব পড়ছে আমার ভাগ্যে।

এক একটী থালা পাতিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া

বড়দাবাবু, মেজদাবাবু,
দিদিমণি, ছোড়দাবাবু।

পঞ্চম থালাটি তুলিয়া

কিন্তু একি?

থালাতে থুতু দিয়া পরে ঝাড়ন দিয়া ঘসিতে লাগিল

থুঃ।

ঝকমারি সব বাসন-পত্র মাজা।
হয়েছি চাকর, তবু নামটি আমার রাজা।
নামেরই বা দোষ কি বলুন ?
আমরা সবাই কলকাতাতেই আছি।
তবু, মোদের নাটকখানির নামটী হ'ল রাঁচি।

(ধননাথ যেখানে বসিবে সেখানে থালাটী রাখিল)

(দরজার কাছে) ও ঝি, ঝিগো !

নেপথ্যে। কিগো ?

গিন্নীমায়ের ভোগ আছে তো তৈরি ?
বুঝেছ ? গিন্নীমায়ের ভোগ আছে তো তৈরি ?
(দর্শকের প্রতি) ঠাকুর আর ঝি দুটোই আমার বৈরী।

আর একটী থালা লইয়া

তার উপর, বাবুর দেখুন সৃষ্টিছাড়া রোগ।
গিন্নীমায়ের ছবির মুখে নিত্য দেবেন ভোগ।

এই বলিয়া থালাটি সশব্দে বাকি চেয়ারের সামনে পাতিল। সঙ্গে সঙ্গে সরলার প্রবেশ, বিধবার বেশ, স্নেহময়ী মূর্ত্তি। হাতে একটা সেলাইএর কাজ।

সরলা। তুই যে সব ভেঙ্গেচুরে সাবাড় করলি।

রাজারাম। (অপ্রস্তুত হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) না পি-পি-পিসীমা। আটটা বেজে গিয়েছে। এক্ষুনি সবাই খেতে চাইবেন কি না তাই একটু হাত চালিয়ে কাজ করছিলাম।

সরলা। কেন, আগে থাকতে ক'রে রাখতে পারিস্ না ?

রাজারাম। জানেনই তো পিসীমা। একটা হাতের উপর সব কাজ।

রান্না থেকে সুরু করে বাসন মাজা পর্য্যন্ত সব কাজ এই একটা হাতের উপর।

একটি একটি করিয়া গেলাস থালার পার্শ্বে রাখিল।

সরলা। কেন, ঠাকুর আর ঝি কি করছে?

রাজারাম। সে সব কথা যদি বলি, পিসীমা, তাহ'লে আপনিই বলবেন আমি বড্ড ঝগড়াটে।

সরলা হাসিয়া ফেলিল। রাজারাম ক্ষুণ্ণ হইল।

এই জন্যই আমি কিছু বলিনা পিসীমা। কিছু বললেই আপনি ভাববেন আমি মিছে কথা বলছি। যদি একটু আগে আসতেন তো দেখতেন ঝি কি রকম বাসন মেজেছিল। কর্ত্তাবাবুর থালাটা তুলেই দেখি তাতে —(মুখ বিকৃত করিয়া) কি আর বলব পিসীমা? তখন তাকে আবার নিজের হাতে মাজতে হ'ল ধুতে হ'ল, পুঁছতে হ'ল।

সরলা। আচ্ছা বুঝেছি। খাবার দাবার সব ঠিক আছে তো?

রাজারাম। এই তো দেখুন হুজুর। চৌদ্দ টাকার মাইনের ঠাকুর রয়েছে তবু আমাকেই দেখতে হবে ভাত নরম হ'ল কি শক্ত হ'ল। কাল আপনি ছিলেন না পিসীমা। গেলাস ছুঁড়ে কর্ত্তাবাবু আমার মাথাটাই ভেঙ্গেছিলেন আর কি।

সরলা। কেন, কি হ'য়েছিল?

রাজারাম। হবে কি আর হুজুর। গিন্নীমা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তিনি নরম ভাত খেতে' ভাল বাসতেন। কাল ওঁর ভোগের ভাত একট শক্ত ছিল ব'লে কর্ত্তাবাবু এই মারেন কি সেই মারেন। ছবি তো আর সত্যি সত্যি খেতে আসছেন না হুজুর। একটু শক্ত হওয়াতে এমন কি দোষ হয়েছিল?

সরলা। আচ্ছা, তুই গিয়ে সব ঠিক কর। ওরা এখুনি আসবে। একটা চেয়ার এদিকে দে।

একটি চেয়ার দিয়া রাজারামের প্রস্থান। সরলা দর্শকের দিকে মুখ করিয়া চেয়ারে বসিয়া সেলাই করিতে লাগিল। ধননাথের প্রবেশ, তার পাকা একগাল দাড়ি, উস্কোখুস্কো পাকা চুল, চোখে উদাসীন ভাব, পরিধানে ধুতি, গায়ে হাফ সার্ট। ধননাথ সরলার অলক্ষ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া মৃতা স্ত্রীর ছবির কাছে গিয়া কিঞ্চিৎ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছবিখানিকে হাতে লইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সরলা টের পাইয়া ঘুরিয়া চাহিল।

সরলা। সত্যি, তুমি ভারি বাড়াবাড়ি করছ দাদা।

ধননাথ। তুই কি ক'রে বুঝবি সরলা আমার ভিতরটায় কি হচ্চে।

সরলা। কেন বুঝব না বল। আমারও তো স্বামী মরেছে। তোমার তো তবু ছেলে মেয়ে রয়েছে। আমার তাও নাই। কিন্তু আমি তো তোমার মত হায় হুতাশ ক'রে লোক হাসাই না।

ধননাথ। তা হ'লে তুই তোর স্বামীকে ভালবাসিস্ নি।

সরলা। (ঈষৎ হাসিয়া) যত ভালবাসা এসে জুটেছিল তোমারই পেটে। তোমার ছেলে মেয়েগুলিও তোমার ন্যাকামীতে অস্থির হয়ে উঠেছে।

এতক্ষণ ধননাথ তাহার স্ত্রীর ছবি চেয়ারে বসাইয়াছে।

ধননাথ। তুই এটাকে ন্যাকামী বলছিস্?

সরলা। শুধু ন্যাকামী নয়। বৌদির ছবির সামনে রোজ রোজ এই ভোগ দেওয়ার খেলাটা সেরেফ্ পাগলামী এবং অতিশয় খেলো। কোথায় ছেলে মেয়েদের বিয়ে থা দিয়ে সংসার করবে না দিনের পর দিন খালি ছেলেখেলা হচ্ছে।

ধননাথ। (চটিয়া) কেন, আমি কি ওদের বিয়ে করতে বারণ করেছি?

সরলা। তার চাইতে বেশী করেছ। মরে যাওয়ার পরও এত হাঙ্গামা পোহাতে হবে এই কথা ভেবে ভয়েই কেউ বিয়ে করতে চাইবে না।

জ্ঞাননাথের প্রবেশ, তাহার চোখে মস্ত একটি চশমা

এই তো এসেছে তোমার বড় ছেলে, ওকেই জিজ্ঞেস্ কর না।

ধননাথ। ওটা একটা নাস্তিক। লেখাপড়া শিখে একটা আস্ত গাধা হয়েছে। স্বর্গ মানে না, নরক মানে না, পরলোক মানে না, এমন কি ভুত পর্য্যন্ত মানে না, তুই বলছিস্ জিজ্ঞেস করতে ওকে?

জ্ঞাননাথ। কিন্তু বাবা, এসব মেনেই বা তোমার কি লাভ হয়েছে? এই এক বছর মা মারা গেলেন, এর মধ্যে তুমি একবারও চুল এবং দাড়িটা পর্য্যন্ত কাটলে না।

ধননাথ। (উত্তেজিত হইয়া) সে তুমি কি ক'রে বুঝবে নাস্তিক? তোমাকে দেখে মনে হয় মা মরার পর তোমার সাজ পোষাকের বাবুগিরিটা আরও বেড়েছে, তোমার মাথায় টেড়ি উঠেছে, চোখে চশমা উঠেছে, ঝকঝকে তকতকে জামা, জুতো যেন নবাব বাদশার নাতজামাই। তোমার লজ্জা করে না এইসব পরতে? তোমার গর্ভধারিণীর প্রেতাত্মা যদি আজ এখানে এসে দেখেন যে তুমি তার জন্য একটুকুও দুঃখ করছ না তা হ'লে কি ভাববেন উনি? অকৃতজ্ঞ সন্তান। অমন ছেলের মুখ-দর্শনও করা উচিত নয়।

জ্ঞাননাথ। কিন্তু বাবা, মা কোনও দিন বড় বড় চুল দাড়ি পছন্দ করতেন না। তোমার এই বীভৎস চেহারাটা দেখলে মার প্রেতাত্মা যদিও আসেন তো ঘেন্নায় পালিয়ে যাবেন।

ধননাথ। শুনেছ ব্যাটার কথা!

জ্ঞাননাথ। সত্যি কথা বললেই তুমি চট।

ধননাথ। (একটা গেলাস লইয়া মারিতে উদ্যত হইল) তবে রে শূয়ার।

সরলা। (চীৎকার করিয়া) দাদা !

ধননাথ সংযত হইল

তোমরা রোজ রোজ এ রকম পাগলামী করবে তো আমি বলে দিচ্ছি যে আমি তোমাদের বাড়িতে আর থাকব না।

জ্ঞাননাথ। আচ্ছা পিসীমা, এই আমি চুপ করলাম। কিন্তু রোজ খেতে ব'সে মার ছবির সামনে একথালা ভাত ধরবার কোনও অর্থ হয় না।

ধননাথ। তুমি দেখতে না পার অন্যত্র খাওয়ার ব্যবস্থা করলেইতো পার।

জ্ঞাননাথ। বেশ কাল থেকে তাই হবে। মার প্রেতাত্মাও তোমার দাড়ি দেখে যেমন খুশি হবেন আমাকে না দেখেও তেমনি খুশি হবেন।

ধননাথ। (সরলাকে) দেখছিস্ (ছবি দেখাইয়া) ওঁর কাছে আমাকে জব্দ করার জন্য এরা কি রকম ষড়যন্ত্র করছে ?

একখানা খাতা হাতে করিয়া পড়িতে পড়িতে সুরনাথের প্রবেশ।

বেশ ! তাহ'লে তোমরা চাও যে আমিও খুব ফূর্ত্তি করি ?

জ্ঞাননাথ নিরুত্তর

সুরনাথ। বাবা, একটা কবিতা লিখেছি আজ।

ধননাথ। (সুরনাথের কথায় কর্ণপাত না করিয়া জ্ঞাননাথের প্রতি) জবাব দাও। তাহ'লে তোমরা চাও আমি তোমাদের মাকে একদম ভুলে যাই ?

সুরনাথ। বাবা, এটা একটা গীতি কবিতা হয়েছে, সুর দিয়ে বেশ গাওয়া যায়।

ধননাথ। (সুরনাথকে) চুপ কর। (জ্ঞাননাথকে) জবাব দাও। তাহ'লে তুমি চাও……

সুরনাথ। (সুর করিয়া)

তুমি যে গিয়াছ, তুমি যে গিয়াছ চ'লে।
হাড়গোড় ভেঙ্গে আমি রয়েছি প'ড়ে।

ধননাথ। (সুরনাথকে গেলাস লইয়া মারিতে উদ্যত) এই শূয়ার।

সরলা। দাদা!

ধননাথ। (সংযত হইয়া) দেখছিস না কি গাইছে এটা! (সুরনাথকে) হস্তীমূর্খ কোথাকার! চ'লের সঙ্গে কখনও প'ড়ের মিল হয়?

সুরনাথ। (সভয়ে) আজকাল তাও হয় বাবা।

ধননাথ। তোর মাথা হয়। বাড়ি নয় তো একটা পাগলা গারদ। যত সব পাগল এসে জুটেছে আমার ঘরে।

স্ত্রীর ছবি ভাল করিয়া বসাইল। থালা ঠিক করিয়া বসাইতে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল

রাজারাম, রাজারাম! এই রাজারাম!

রাজারামের প্রবেশ

রাজারাম। বাবু।

ধননাথ। ব্যাটা বদমায়েস্, টেবিলের চাদর কোথায়? তোকে বলেছি না বারবার যে ভোগের থালা চাদরের উপর রাখবি?

রাজারাম। (সাইড বোর্ড হইতে চাদর লইয়া পাতিয়া দিয়া) আমি চাদরটা টেবিলেই তো রেখেছিলাম হুজুর। কে যেন আবার সরিয়ে রেখেছে।

ধননাথ। (ব্যঙ্গস্বরে) একটা ভুত এসে সরিয়েছে। ব্যাটা মিথ্যাবাদী জোচ্চোর, নিমকহারাম, শয়তান।

রাজারাম। কিন্তু হুজুর এটা ভুতুরে কাণ্ড বলেই মনে হয়। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) আমি স্বচক্ষে চাদরটা দেখেছি হুজুর।

ধননাথ। (ভ্যাংচাইয়া) স্বচক্ষে দেখেছিস তো সরালো কে ?

রাজারাম। কি জানি হুজুর। গিন্নীমা তো কোনদিন টেবিলে খেতেন না। তাই আজ ভোগ খেতে এসে এঁটো চাদরটাকে দেখে হয়তো নিজেই সরিয়ে রেখেছেন।

জ্ঞাননাথ এবং সরমা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। ধননাথ রাগে গড়গড় করিতে লাগিল। রাজারাম কান্নার ভাণ করিতে লাগিল।

সুরনাথ। (কিয়ৎকাল ভাবিয়া) অসম্ভব নয় বাবা। অন্ধকারে প্ল্যান্‌চেট্‌ নিয়ে বসলে টেবিল চেয়ার পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করে। এটা অনেক বড় বড় সাহিত্যিকও নিজের চোখে দেখেছেন। বিলিতী সাহিত্যিক কনান্‌ডয়েল্‌.........

বেগে সরমার প্রবেশ। হাতে একখানি বই।

সরমা। ভাত চাই ভাত। শীগ্‌গির চাই। (একটী চেয়ারে উপবেশন) রাজারাম! (টেবিল থাবরাইয়া) ভাত চাই, ভাত।

রাজারামের প্রস্থান

সুরনাথ। আঃ একটু আস্তে বল না। দেখছিস্‌ না কথা বলছি। বিলিতী সাহিত্যিক কনান্‌ডয়েল্‌............

সরমা। ভাত, ভাত। পরীক্ষা আছে পরশু। ইতিহাস পরীক্ষা।

সুরনাথ। কনান্‌ডয়েল্‌ নিজে প্রত্যক্ষ ক'রে......

সরমা। (বই খুলিয়া এবং টেবিল থাবরাইয়া) ভাত, ভাত। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস......

সুরনাথ। কানান্‌ডয়েল জোর করেই বলেছেন.........

সরমা। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ

সুরনাথ। আঃ···একটু চুপ কর না। কনান্‌ডয়েল্‌ জোর করেই বলেছেন যে পৃথিবীর চারিদিকে প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন······

সরমা। ইংরাজগণ মাত্র কয়েকশত সৈন্য লইয়া পলাশীতে আমাদিগকে মারিয়া কাটিয়া শেষ করেন।······

সুরনাথ। (চোখ রাঙ্গাইয়া) আর পথ পেলেই প্রেতাত্মারা পৃথিবীতে নেমে আসেন।

সরমা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজা আমাদিগকে প্রজা বানাইয়া তাঁহার বুকে লইলেন······

সুরনাথ। আঃ চুপ কর না।

সরমা। তুমি চুপ কর।

সুরনাথ। প্রেতাত্মাকে বুঝবার মত ক্ষমতা যদি আমাদের থাকে তাহ'লে ওঁরা আমাদের মধ্যে অনায়াসেই এসে পড়েন।

সরমা। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজা তিন হাজার টাকা মাসোহারা দিয়া আমাদিগকে মন্ত্রী বানাইলেন······।

সুরনাথ। কিন্তু সকলের পক্ষে প্রেতাত্মাকে বুঝে উঠা সহজ নয়।

সরমা। সকলের পক্ষে মন্ত্রী হওয়াও সম্ভব নয় ····।

সুরনাথ। অতএব আমরা যেন প্রেতাত্মাকে অবিশ্বাস করি না······

সরমা। (টেবিল চাপড়াইয়া) মন্ত্রিত্বকে অবিশ্বাস করি না।

ধননাথ। (গেলাস দিয়া টেবিল ঠুকিয়া) এই শূয়ার! তোমরা থামলে?

সকলে নির্ব্বাক হইল, ধননাথ এদিক ওদিক চাহিয়া

বাড়ি নয়তো পাগলা-গারদ। যত সব পাগল এসে জুটেছে আমার ঘরে। (সরলাকে) বল্‌তো এ রকম কি করে হ'ল? তোর বৌদির তো কোনো দিন মাথা খারাপ ছিল না।

সকলে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। সরমা আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। ধননাথ ক্রোধের রক্তিম সরমার দিকে তাকাইল

বড্ড বাড় বেড়েছে তোমার।

সরমা। (সভয়ে) না বাবা।

ধননাথ। আলবৎ বেড়েছে। তুমি হাসলে কেন? বল তুমি হাসলে কেন? তোমরা বুঝি ভাবছ আমিই পাগল হ'য়ে গিয়েছি। (সকলের দিকে তাকাইয়া পরে টেবিল থাবড়াইয়া) বল, আমি কি পাগল হ'য়ে গিয়েছি?

(সঙ্গে সঙ্গে হাফ্ প্যাণ্ট পরিহিত বলনাথের প্রবেশ। তাহার পায়ে এবং হাঁটুতে রবার জড়ানো, মাথায় ব্যাণ্ডেজ)

বলনাথ। ঠিক বলেছ বাবা, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

ধননাথ। তবে রে শূয়ার!

(উঠিয়া গিয়া বলনাথকে মারিতে উদ্যত হইল)

সরলা। দাদা! (ধননাথ সংযত হইল।)

ধননাথ। ডেঁপো ছোক্‌রা। আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছি?

বলনাথ। (সভয়ে) আমি তো তোমাকে পাগল বলিনি বাবা।

ধননাথ। এই যে বল্‌লি "ঠিক বলেছ বাবা"।

বলনাথ। আমি ফুটবল ম্যাচের কথা বলছিলাম।

ধননাথ। ফুটবল ম্যাচ?

বলনাথ। হ্যাঁ, আজ যে মোহনবাগানের খেলা ছিল।

ধননাথ। মোহনবাগানের খেলা ছিল?

বলনাথ। হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে—মোহনবাগান পাঁচ গোলে জিতবে। তারা পাঁচ গোলেই জিতেছে, আমি তো তাই বলছিলাম।

ধননাথের মুখের ভাব বদলাইয়া হাসি ফুটিয়া উঠিল

ধননাথ। এঁ্যা, পাঁচ গোলে জিতেছে? পাঁচ গোলে জিতেছে? (বাম হাতের তেলোতে ডান হাতে ঘুষি মারিয়া) ব্যস্ হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

সঙ্গে সঙ্গে বলনাথের হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে বলিয়া চীৎকার। স্কোর লিখিবার কাগজ ধননাথের পকেটেই ছিল, পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া নিজের চেয়ারে বসিয়া টেবিলে কাগজ পাতিয়া

তাহ'লে কত পয়েণ্ট হ'ল বলনাথ? ছিল বাইশ, বাইশ আর দুইয়ে চব্বিশ, আর শত্রুপক্ষ বিশ। কেল্লা মার দিয়া। (জ্ঞাননাথকে ঘুষি দেখাইয়া) আরো বলবে মোহনবাগান খেলতে জানেনা?

জ্ঞাননাথ। মা চলে যাবার পর থেকে তুমি তো আর খেলা দেখনি, বুঝবে কি করে? কিন্তু ওরা মোটেই ভাল খেলছে না বাবা।

ধননাথ ছবির দিকে তাকাইয়া তাড়াতাড়ি কাগজ ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া মুখ ভার করিল

সরলা। তোর মাথায় কি হ'য়েছে?

বলনাথ। ফেটে গিয়েছে পিসীমা।

সরমা। ওমা, কে ফাটালো?

সরলা। কি করে ফাট্‌লো?

বলনাথ। খেলা দেখতে গেলে ওসব হ'য়েই থাকে পিসীমা। শত্রুপক্ষের একটা খেলোয়ার প'ড়ে যেতে আমার পাশে একটা লোক বলল মোহন-বাগান ফাউল করেছে। আমি বললাম করেনি। সে বলল 'নিশ্চয় করেছে'। আমি বললাম 'নিশ্চয় করেনি'। তারপর লেগে গেল হাতাহাতি। আমি তার মাথা ফাটালাম, তাই সেও আমার মাথা ফাটিয়ে দিল।

সরলা। মাথা ফাটাফাটি করতে হয় অমন খেলা না দেখাই ভাল।

ধননাথ। (গড়গড় করিতে করিতে) তাই ব'লে, মোহনবাগানের নামে মিছে কথা বলবে, সেটাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে ?

সরমা। (চীৎকার করিয়া পড়িতে লাগিল) ১৯৩৫ সাল হইতে আমরা স্বায়ত্ব শাসন পাইয়াছি। হিন্দুরা হিন্দু মন্ত্রী পাইয়াছে, মুসলমানরা মুসলমান মন্ত্রী পাইয়াছে, নমঃশূদ্ররা নমঃশূদ্র মন্ত্রী পাইয়াছে। পূর্ব্বে কখনও এবংবিধ হরেক রকম লোক মন্ত্রী হইবার এমন সুযোগ পান নাই। এখন হইতে আমাদের মন্ত্রীগণ যাহা খুশি তাহাই করিতে পারিবেন।

একখানা চিঠি হাতে লইয়া রাজারামের প্রবেশ।

রাজারাম। (সুরনাথকে) বাবু, একটা চিঠি এসেছে।

সুরনাথ চিঠি লইয়া খুশি হইয়া পড়িতে লাগিল।

ধননাথ। কার চিঠি ?

সুরনাথ। বাবা, কাল সকালে আমাদের বাড়িতে দুজন অতিথি আসছে।

সরলা। অতিথি ? বলা নেই কওয়া নেই, অমনি এলেই হ'ল ?

সুরনাথ। বলছি পিসীমা বলছি। তাদের দেখলে খুশি হবে তোমরা।

সরমা। নামটাই বলে ফেল না ছাই। অত ভূমিকার দরকার কি ?

সুরনাথ। শান্তা এবং তার বোন্ আসছে।

সরলা। শান্তা ? সেই সিনেমা য়্যাক্‌ট্রেস্‌টার মেয়েটা ?

সুরনাথ। চট কেন পিসীমা ? গোবরেও তো পদ্মফুল ফোটে।

সরমা। কিন্তু তার তো কোনও বোন্ আছে ব'লে জানিনা। তুমিতো দিনরাত খালি শান্তার কথাই বলেছ। তার আবার বোন্ আছে ব'লে তো তুমি কখনও বলনি।

সুরনাথ। আছে রে আছে। নইলে লিখবে কেন ?

সরলা। সে সব আমি শুনতে চাইনি বাপু। আমি যে আমার দেওর দীননাথকে বলেছি তার মেয়েকে নিয়ে কাল বেড়াতে আসতে।

সুরনাথ। বেশ তো, তাতে দোষ কি হয়েছে? বেশী লোক হ'লে আমোদটাও হবে বেশী।

সরলা। কিন্তু আমার তাতে আপত্তি আছে। ওসব বায়স্কোপের লোকের সঙ্গে আমি মৈত্রেয়ীকে মিশতে দেব না।

জ্ঞাননাথ। আমারও এতে আপত্তি আছে।

সুরনাথ। দেখতো বাবা। সিনেমা করে মা। তার সঙ্গে তার মেয়ের কি সম্পর্ক?

ধননাথ। তোমারই বা কি সম্পর্ক তার সঙ্গে?

সুরনাথ। না, এমন আর কি, মানে, পরিচয় আছে, মানে, রাস্তা ঘাটে দেখা হয়ে যায়, এই আর কি।

সরমা। রাস্তায় এত লোক থাকতে খালি ওর সঙ্গেই তোমার দেখা হয়ে যায়? তুমি বেশ আছ দাদা।

সুরনাথ। তুই কেন কথা বলছিস এতে?

সরমা। (রাগ করিয়া) বেশ করছি।

বলনাথ। আজ যা খেলা হয়েছিল বাবা, তুমি যদি তা দেখতে···

ধননাথ। খুব ভাল খেলা হয়েছিল, নারে? সর্ট পাশ না লং পাশ খেলেছিল রে?

বলনাথ। দুই-ই বাবা। একটা বল বাবা, ব্যাক থেকে একটা সট্ মারাতে শোঁ ক'রে একেবারে লেফ্‌ট্ আউটে এসে: পড়ল। লেফ্‌ট্ আউট সেটাকে নিয়ে একদৌড়ে······

ধননাথ এমন ভাবে হাত পা নাড়িতে লাগিল যেন সেইই খেলিতেছে।

ধননাথ। বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। একদৌড়ে একেবারে কর্ণারে নিয়ে······

বলনাথ। সে কি সট্ বাবা। কামানের গোলার মত একেবারে গোল পোষ্টের সামনে যেমনি পড়া অমনি……

ধননাথ। (যেন বল হেড্ করিতেছে) আঃ, অমনি হেড্ ক'রে গোল পোষ্টের কোণাটি দিয়ে…চোঁ……। কে হেড্ করেছিল রে? সেণ্টার ফরওয়ার্ড?

বলনাথ। হাঁ।

ধননাথ। আমি আগেই জানতাম। খেলা নয়তো ছবি। কাল কাদের খেলা আছে রে?

বলনাথ। ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান, তুমি যাবে বাবা?

ধননাথ। আলবৎ যাব।

সকলে অবাক্ হইয়া ধননাথের দিকে চাহিল। ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলিয়া ধননাথ অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

সরমা। হুর্‌রে। রাজারাম, একটা নাপিত ডেকে নিয়ে আয়।

রাজারাম। রাত্তিরে নাপিত কোথায় পাব দিদিমণি?

সরমা। (উঠিয়া) তা হ'লে চল বাবা সেভিং সেলুনে। (রাজারামকে) যা, ড্রাইভারকে বল শীগ্‌গির গাড়ী বের করতে।

রাজারাম যাইতে উদ্যত।

ধননাথ। (অতিশয় গম্ভীর ভাবে) রাজারাম!

রাজারাম। হুজুর।

ধননাথ। গিন্নীমার ভোগ নিয়ে আয়।

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

সরমা। তুমি এই একগাল দাড়ি নিয়ে খেলা দেখতে যাবে নাকি?

ধননাথ। খেলা আমি দেখতে যাব না।

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

সরমা। (আবার বসিয়া এবং চীৎকার করিয়া) ১৯৪১ সালে সরকার বলিলেন—তোমাদিগকে আমরা এবার স্বাধীন না করিয়া ছাড়িব না। তোমরা ভাই-ভাই আর ঝগড়া করিও না। আমরা ভাই-ভাই আর ঝগড়া না করিলেই এবাব স্বাধীন হইতে পারি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পূর্ব্ববৎ।

সময়—পরদিন প্রাতে।

বলনাথের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে সরমার সিঁড়ী দিয়া অবতরণ। নীচে নামিয়া বলনাথ ঘুষি বাগাইল। বলনাথের মাথায় ব্যাণ্ডেজ আছে এবং নাটকের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে।

বলনাথ। (ঘুষি বাগাইয়া) এস, একবার এস।

সরমা। আচ্ছা বথাটে ছেলে হয়েছিস তো।

বলনাথ। (ঘুষি বাগাইয়া) এস, একবার এস।

সরমা। কি রকম চাষা তুই? মেয়েদের গায় হাত তুলছিস্?

বলনাথ। হাত নামালেই তো কাণে ধরবে। তাই হাত তুলতে হচ্ছে। এস, একবার এস।

সরমা। তাই ব'লে তুই মেয়েদের গায়ে হাত তুলবি?

বলনাথ। তুলব না কি প'ড়ে প'ড়ে মার খাব?

সরমা। এমন ছোটলোক ভাই আমি আর দেখিনি। (সরমা রাগ করিয়া সিঁড়ীতে বসিয়া পড়িল। বলনাথও ঘুষি নামাইল।)

বলনাথ। শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

সরমা। তোর সঙ্গে আমি আর কথা বলতে চাই না। তুইও আমার কাছে আর আসিস না।

বলনাথ। তুমিও অত ভাই ভাই করে আমাকে আদর করতে এস না।

সরমা রাগ করিয়া মাথা ঝাঁকাইয়া অন্যদিকে তাকাইল।

অমন বোন্ ঢের ঢের পাওয়া যায়। (সরমা নিরুত্তর) আমি একা একাই খেলতে পারি। (সরমা নিরুত্তর) আমি একা একাই কথাও বলতে পারি। (সরমা তথাপি নিরুত্তর) বেশ! আমি আজ থেকে একা একাই গান করব।

—গান—

এমনি এক প্রভাতে
একটী ছোট বোঁটাতে
ফুটিয়াছিল দুটি ফুল।
(নিজেকে দেখাইয়া) একটী ছিল ভালো
(সরমাকে দেখাইয়া) একটী বিষম কালো।
তার বাইরে কালো, ভিতরে কালো
একটু তবু ফর্সা ছিল
কালো মাথার চুল।

সরমা। (ঈষৎ হাসিয়া) ঠিক বলেছ ভাই
তোমার মতন অমন কালো
আর তো দুটি নাই।

বলনাথ। যাঃ, আমি কি কালো ?
আমার মতন রং তো কারুর নাই।

সরমা। তুমি ঠিক বলেছ ভাই
অন্ধকারে দেখলে পরে
চিনতে পারাই দায়।

বলনাথ। (গোসা করার ভাণ করিয়া)
যাঃ, ওসব মিছে কথা
তোমার শুধু আড়ি।
সবাই বলে আমার গায়ের
রংটি মিষ্টি ভারি।
না হয় হ'লেম আমি কালো
কিন্তু এমন মাজা কালো
কোথায় পাবে বল ?
আমার কপাল বড় কালো,
নইলে, সবাই বলে ভালো,
খালি তুমিই বুঝলে ভুল।

সরমা। (দাঁড়াইয়া) এমনি এক প্রভাতে
একটি ছোট বোঁটাতে
ফুটিয়াছিল দুটি ফুল।
(নিজেকে দেখাইয়া) একটী ছিল ভালো
(বলনাথকে দেখাইয়া) একটী বিষম কালো
তার বাইরে কালো····· চুল। ইত্যাদি।

বলনাথ অতিশয় রুষ্ট হইয়া মুখ ফিরাইল।

সরমা। (নরম সুরে) কিন্তু তারে যত কালোই বলো
সে যে আমার নয়ন-আলো।

বলনাথ হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং সরমার গানের তালে মৃদু
নাচিয়া সরমার বুকে মাথা রাখিল।

হ'লই না সে কালো
(আমার) কালোই লাগে ভালো।
তার বাইরে কালো, মনটি ভালো
চোখ দুটি তার কেমন কালো
বনের হরিণ তুল।

উভয়ে। এমনি এক প্রভাতে·····ইত্যাদি।

গান শেষ হইবার ঈষৎপূর্ব্বে ভিতরের দরজা দিয়া সুরনাথের প্রবেশ।
তাহার এক হাতে মোটা একটা বই, অন্য হাতে একটী
ছিপ এবং মাছ ধরিবার সরঞ্জাম।

সুরনাথ। এই সকাল বেলা তোরা দুটোতে মিলে কি করছিস্ বল্‌তো ?

সরমা। কি আবার করছি, গান করছি দুজনে।

সুরনাথ। গান্ করছিস্! এই সকাল বেলা পড়া নেই শুনো নেই তোরা গান করছিস্? এদিকে মহামূল্য সময় যে নষ্ট হ'চ্চে সেদিকে বুঝি খেয়াল নেই ?

একবার সরমা এবং একবার বলনাথের দিকে গম্ভীর ভাবে তাকাইল।

জানিস্, সময় মানে জীবন। সময় নষ্ট করাও যা জীবন নষ্ট করাও তা। যে সময়টা গান করে নষ্ট করলি সেটা আবার ফিরে পাবি না তা জানিস্ ?

সরমা এবং বলনাথের চোখে দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল।

হুঁ! তোদের কাছে ভাল কথা বলাও বৃথা। তবু আমি তোদের দাদা, তাই তোদের সাবধান ক'রে দেওয়াই আমার কাজ। হয়তো উলো বনে

মুক্তো ছড়াচ্চি। (ছিপ উঁচু করিয়া) কিন্তু মনে রাখিস্ যারা খেলা ক'রে সময় নষ্ট করে তাদের কখনও লেখাপড়া হয় না, উন্নতিও হয় না।

এই বলিয়া সুরনাথ প্রায় দরজার কাছে পৌঁছিল। এমন সময় অদৃশ্য থাকিয়া উপর হইতে ধননাথ তাহাকে ডাকিল।

ধননাথ। (নেপথ্যে) সুরো! (ধননাথের গলা শুনিয়া সুরনাথ থমকিয়া উল্টাইয়া প্রায় পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল।)

সুরনাথ। বাবা!

ধননাথ। (নেপথ্যে) তুই নাকি মাছ ধরতে যাচ্ছিস্?

সুরনাথ। না বাবা, ঠি-ঠি-ঠিক মাছ ধরা নয়, মানে, আজকে আবার কত লোকজন আসছে বাড়িতে, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড বাবা, তাই ভাবছিলাম·· ···

ধননাথ। (নেপথ্যে ও ব্যঙ্গ সুরে) হ্যাঁ, তুমি তাই ভাবছিলে পুকুর পারে ব'সে নিরিবিলিতে একটু পড়াশুনা করবে। (ধমকাইয়া) কেমন?

সুরনাথ। এ-এ-এ-মানে, ঠিক বলেছ বাবা। বই আমার হাতেই রয়েছে (বই দেখিয়া) য়্যারিষ্টটল্ বাবা, একটু নিরিবিলি না হ'লে আবার মাথায় ঢোকে না।

ধননাথ। (নেপথ্যে) ঢুকাবার চেষ্টা আর ক'রো না। ঢুকবেও না কোনো দিন। তিন তিন বার ফেল করেছ, আর কেন? মা সরস্বতীকে এবার রেহাই দাও।

সুরনাথ। আমি ভাবছিলাম, বাবা, কত সব লোকজন আসছে, পুকুরে ভাল ভাল মাছও রয়েছে, মানে ছিপ্‌টা ফেলে রাখলে মাছও ধরা হ'ত, বইটাও পড়া হ'ত।

ধননাথ। (নেপথ্যে) রথও দেখা হ'ত, কলাও বেচা হ'ত। চুলোয় যাও, কুষ্মাণ্ড কোথাকার! যত সব পাগল এসে জুটেছে আমার বাড়িতে।

সুরনাথ আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য সরমা ও বলনাথের প্রতি বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বলনাথ। (গম্ভীরতার ভাণ করিয়া) জানিস্, সময় মানে জীবন। সময় নষ্ট করাও যা জীবন নষ্ট করাও তা। মনে রাখিস্ খেলা করে সময় নষ্ট করলে উন্নতি হয় না।

সরমা। (গম্ভীরতার ভাণ করিয়া) অতএব তোমার ছিপ্ ফেলিয়া অধ্যয়ন করিবে।

বলনাথ। কারণ তাহাতে মাথাও ভরিবে পেটও ভরিবে।

উভয়ের হাস্য।

বলনাথ। কিন্তু এত ভোর বেলাতে মাছ ধরা কেন দিদি?

সরমা। কাল রাত্তিরে শুনিস নি, কারা সব বেড়াতে আসছে?

বলনাথ। ওঃ সেই নাচনেওয়ালীর মেয়েরা?

সরমা। নাচনে-ওয়ালী তোকে কে বল্‌ল?

বলনাথ। কেন, পিসীমা বল্‌লেন তারা সেই য়্যাক্‌ট্রেস্‌টার মেয়ে। না নাচলে আবার য়্যাক্‌ট্রেস কি? জান দিদি, এই সব ভাল ভাল য়্যাকট্রেসদের দেখে দেখে আমারও য়্যাকটার হ'তে ইচ্ছে করে।

সরমা। তুই আবার য়্যাকট্রেস্ দেখলি কবে?

বলনাথ। আঃ, বলতেই দাও না ছাই। দিনরাত এত ছবি বেরুচ্চে তা না দেখেছে কে?

সরমা। তুই বুঝি দিনরাত সেই সব ছবি দেখছিস্?

বলনাথ। বেশ করছি। সব্বাই মিলে ভাল ভাল ছবি দেখাচ্ছে, আর আমি চোখ বুজে থাকব?

সরমা। (চটিয়া) তাই ব'লে চোখে আঙুল দিয়ে কেউ তোমাকে দেখাচ্ছে না।

বলনাথ। নিশ্চয় দেখাচ্ছে, নইলে চকোলেটের বাক্সের মধ্যে য়্যাক্‌ট্রেসদের ছবি দেবে কেন?

সরমা। (রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া) যাঃ, তোর সঙ্গে আমি কথাই বলব না।

বলনাথ। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) তোমার খালি কথায় কথায় রাগ। বড় বড় লোকেরা সব ছবি বেচ্‌ছে, কিন্তু দেখেছি বলে দোষ হ'ল আমার।

সরমা। কিন্তু বেছে বেছে তুই সেই চকোলেটটাই কিন্‌লি কেন?

বলনাথ। (কান্নার সুরে) আমি তো কিনতে চাইনি মোটেই। কিন্তু দোকানদার বল্‌ল-বল্‌ল-বল্‌ল ····

সরমা। কি বল্‌ল?

বলনাথ। বল্‌ল—খোকা এইটাই নিয়ে যাও। ওটাতে পেটও ভরবে, মাথাও খুলবে।

সরমা। আজকেই সেই দোকানদারকে দেখাচ্ছি মজা। কিন্তু তুমিও ভারি ব'খে উঠেছ ছেলে। তোমাকে বাবা থিয়েটার সিনেমা দেখতে দেন না, আর এদিকে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে য়্যাকট্রেসদের ছবি দেখ্‌ছ? তুমি জান, তোমাকে বাবা কেন সিনেমা দেখতে দেন না?

বলনাথ। জানি তো।

সরমা। (ধমকাইয়া) কি জানিস্‌?

বলনাথ। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) ওতে চরিত্র খারাপ হয়।

ধননাথ। (নেপথ্যে ও কর্কশভাবে) খোকা কাঁদছিস না কি রে?

বলনাথের গলা দিয়া আর আওয়াজ বাহির হইল না। কিন্তু মুখ দেখিয়া মনে হয় সে "বাবারে বাবারে" বলিয়া চীৎকার করিতে চাহিতেছে। বলনাথ অদৃশ্য-ধননাথের দিকে বার বার আঙুল দেখাইয়া সরমাকে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। ভাব্—বাবার হাত হইতে বাঁচাও।

ধননাথ। (নেপথ্যে) বলনাথ! (বলনাথ আবার ইঙ্গিত করিল।)

সরমা। আমরা খেলা করছি বাবা।

ধননাথ। (নেপথ্যে) কিন্তু কান্না শুনলাম যে?

সরমা। আমরা "কান্না কান্না" খেলছি বাবা।

ধননাথ। (নেপথ্যে, ব্যঙ্গস্বরে) কেন "হাসি হাসি" খেলতে পার না? যত সব পাগল এসে জুটেছে আমার ঘরে।

সরমা বলনাথের হাত ধরিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত। এমন সময় দরজায় ইলেক্‌ট্রিক্‌ ঘণ্টার শব্দ। সরমা চমকাইয়া উঠিল এবং আর একবার আওয়াজ হইতেই বলনাথের হাতে টান মারিয়া দৌড়াইয়া বলনাথের সহিত পর্দার আঁড়ালে লুকাইল। পুনঃ পুনঃ ঘণ্টার শব্দ। ভিতর হইতে ছুটিয়া রাজারাম দরজা খুলিয়া দিল। লালিমা এবং শান্তার প্রবেশ। সিনেমা য়্যাকট্রেসএর যে রকম হওয়া উচিত লালিমার সেই রকম সাজ-পোষাক। বয়স পঁয়তাল্লিশ হইলেও পনেরো বলিয়া চালাইবার চেষ্টা আছে। শান্তার চলন-সই পরিচ্ছদ। শান্তা কিঞ্চিৎ ভীতু।

রাজারাম। হুজুর, আপনারাই কি সেই-সেই-সেই যাদের আসবার কথা ছিল সেই তারা?

লালিমা। (মুচ্‌কি হাসিয়া) কাদের কথা ভাবছ?

রাজারাম। হেঁ-হেঁ-হেঁ-সেই-সেই, যারা······(নৃত্যের ভঙ্গী করিয়া দেখাইল)

লালিমা। (আবার হাসিয়া) না আমরা সে নই, আমরা তার মেয়ে।

রাজারাম। একই কথা হুজুর। বসুন বসুন। আমি এক্ষুণি খবর দিচ্ছি।

লালিমা। সুরনাথ বাবু বাড়ি আছেন তো?

রাজারাম। আছেন হুজুর। পুকুর পারে ছিপ্‌ ফেলে বসে আছেন। আপনাদের জন্য মাছ ধরছেন হুজুর, কিন্তু কর্ত্তাবাবুকে বলেছেন—বই

পড়ছি—(চোখ টিপিল)—হেঁ-হেঁ-হেঁ—(আবার চোখ টিপিয়া) আমি এক্ষুনি চুপি চুপি ডেকে দিচ্ছি হুজুর।

প্রস্থান।

লালিমা। তুই দেখি ভয়েই মরছিস্।

শান্তা। আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে মা ····

লালিমা। (ধমক দিয়া) ফের মা বলছিস্?

শান্তা। তা হ'লে কি ব'লে ডাকব তোমাকে?

লালিমা। ডাকার দরকার কি? যেমন দেখছি, তুই আমার ব্যবসাটাই নষ্ট করবি।

শান্তা। কিন্তু মা—

লালিমা। ফের মা। তোর মতন ধিঙ্গী একটা মেয়ে আছে জানলে আমার নাচ কেউ দেখবে?

শান্তা। তারা দূর থেকে দেখে তাই। কিন্তু কাছাকাছি ব'সে কি ক'রে বয়স ভাঁড়াবে?

লালিমা। সেই ভাবনাটা তুই না-ই করলি। তোর মতন হাবাগঙ্গারাম মেয়ে তা বুঝবে না। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) বেশ গুছানো বাড়ি। টাকাকড়ি আছে।

শান্তা। (বিমর্ষভাবে) আমার না আসাই উচিত ছিল।

লালিমা। তোর ভাল না লাগে তুই চলে যাবি। সেই বুড়োটার সঙ্গে আলাপ হ'লেই তোর ছুটি।

শান্তা। তুমি কি তারও পেছনে লাগবে না কি? সে যে ভীষণ কড়া লোক।

লালিমা। সেই ভাবনা তোর করতে হবে না। আজকালকার মেয়েগুলোই যেন কি রকম হয়েছে। নিজেরাও যেমন মিন্‌মিনে তেমনি মিন্‌মিনে মানুষ না হ'লে পছন্দ হয় না।

শান্তা। কিন্তু সুরনাথ কি ভাববে ?

লালিমা। (বিরক্ত হইয়া) সত্যি তোর মতন মেয়ে থাকাও বিড়ম্বনা।

শান্তা। (চটিয়া) কিন্তু তুমি চট আর নাই চট আমাকে বলতেই হবে যে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করছ।

লালিমা। আমি সর্ব্বনাশ করছি ? শোনো মেয়ের কথা। এত খেটে মানুষ করলুম, কলেজে পড়ালুম। গাড়ী ঘোড়া, গয়নাগাটি দিলুম, এখন কি না আমি সর্ব্বনাশ করছি।

শান্তা। গয়নাগাটি আমি চাই না। এর চাইতে এক বেলা খেয়ে বেঁচে থাকাও ভাল ছিল।

লালিমা। (দাঁড়াইয়া থিয়েটারী ভঙ্গীতে) অকৃতজ্ঞ সন্তান! বিন্দু বিন্দু বুকের রক্ত দিয়ে যাকে মানুষ করলাম, যার জন্য মান অপমান তুচ্ছ ক'রে, জীবন যৌবনের সকল আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়ে, তিলে তিলে খেটে মরেছি, সেই কিনা বলে আজি সর্ব্বনাশ করেছি তাহার! (দেহ বাঁকাইয়া) আরে আরে ক্ষুদ্রমতি······

শান্তা। রক্ষে কর মা। এখানেও য়্যাক্‌টিং সুরু করলে আমি এক্ষুনি পালাব।

লালিমা। আরে আরে ক্ষুদ্রমতি···আরে আরে—

লালিমা নূতন একটা পোজ লইবার জন্য পা তুলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না কারণ শরীরকে বেশী রকম বাঁকাইতে গিয়া কোমরে বাতের খিল ধরিয়াছে।

ওমা শান্তা, আবার যে খিল ধরেছে, আমার গা যে নাড়াতে পারছি না।

শান্তা। (হাসিয়া) পারবে কি ক'রে ? বয়সটা যে পঞ্চাশের কাছাকাছি হ'ল। আমি ধরব না, তুমি এই রকম পোজ দিয়েই দাঁড়িয়ে থাক।

লালিমা। রক্ষে কর মা। তুই যা বলবি আমি তাই শুনব। উঃ, শীগ্‌গির ধর।

শান্তা দুই একটা টান এবং ধাক্কা টাক্কা দিল। বিকৃতভাবে হাত পা ছুড়িয়া লালিমা সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

বাবাঃ, বাঁচা গেল।

ব্যস্ত ভাবে ছিপ্ এবং বই হাতে সুরনাথ এবং পশ্চাতে রাজারামের প্রবেশ।

সুরনাথ। এই যে শান্তা (হাত খালি করিবার জন্য লালিমার হাতে ছিপ এবং বই দিল) ওঃ ভুল হ'য়ে গিয়েছে। (ছিপ্ এবং বই লইয়া) রাজারাম, এ গুলো রেখে আয়।

ছিপ্ এবং বই লইয়া হাসিতে হাসিতে রাজারামের প্রস্থান।

মস্ত বড় একটা মাছ ধরেছিলাম শান্তা। ওঃ সে কি ভীষণ টানাটানি। একদিকে মাছ টানে আর একদিকে আমি টানি। এমন সময় রাজারাম গিয়ে হাজির। তাই ছেড়ে দিতে হ'ল। (লালিমা হাসিল) ওঃ এই বুঝি তোমার বোন ?

শান্তা। হাঁ।

সুরনাথ। বড় না ছোট ?

লালিমা। (লজ্জায় লাল হইবার চেষ্টা করিল) ছোট।

সুরনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিল।

আপনিই বুঝি সুরনাথবাবু ? কদ্দিন থেকেই (শান্তাকে দেখাইয়া) দিদিকে বলছি······

পর্দ্দা ঈষৎ ফাঁক করিয়া সরমা এবং বলনাথ হাসিয়া আবার লুকাইল।

লালিমা চমকাইয়া এদিক ওদিক তাকাইল।

ও দিদি কারা যেন হাস্ছে।

শান্তা। কে আবার হাসবে মা ?······(জিভ্ কাটিল)।

সুরনাথ। মা !

লালিমা। (শান্তার প্রতি রুদ্র কটাক্ষ করিয়া পরে হাসিয়া) মা নয়, মা নয়।

ও বলছিল মা মণি, আমার ডাক নাম মামণি। খুব ছোট্ট ছিলাম কি না। যখন দিদি বড় হয়ে গিয়েছে তখন আমি এই এত্তটুকু ছিলাম। মা ডাকতেন মামণি তাই দিদিও মামণি ডাকে।

সুরনাথ। (কপালের ঘাম মুছিয়া) ওঃ তাই হবে, আমি ভাবলাম বুঝি আমার চোখের ভুল।

উপর হইতে ধননাথের প্রবেশ। তাহার চুল দাড়ি পূর্ব্ববৎ।

ধননাথ। সুরো!

সুরনাথ। (চমকাইয়া) বাবা?

ধননাথ। (কাছে আসিয়া একটু রুক্ষভাবে) এরাই বুঝি তারা?

সুরনাথ। হাঁ বাবা। এর নাম শান্তা। ইনি শান্তার মা, মা-মা-মানে ছোট বোন্। এর নাম, মানে ডাক নাম মামণি।

লালিমা ধননাথের প্রতি চোখ মারিল। ধননাথ কটাক্ষ দেখিয়া ভীত হইয়া এবং অবাক্ হইয়া এক আধবার চোখ বুজিয়া লালিমার দিকে তাকাইয়া রহিল, সুরনাথ তাহা লক্ষ্য করিল।

চ-চ-চল শান্তা, আমরা গিয়ে মাছ ধরি।

শান্তার হাত ধরিয়া টানিয়া প্রস্থান।

ধননাথ। আ-আ-আচ্ছা, আপনি বসুন। আ-আ-আমি আসছি।

পশ্চাৎ দিকে সরিতে লাগিল।

লালিমা। (অভিমানের সুরে) আমি বুঝি একলা থাকব?

ধননাথ। (পশ্চাতে সরিতে সরিতে) না-না-না আ-আ-আমি আমি আমার মাকে, মানে আমার দিদিকে, মা-মা-মানে আমার বোন্‌কে পাঠিয়ে দিচ্চি।

কিয়ৎদূর পশ্চাতে সরিয়া ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া উপরে যাইবার উপক্রম করিল।

লালিমা। (যেন ভীষণ চোট লাগিয়াছে) উঃ।

ধননাথ সিঁড়ীতে পড়িয়া যাইবার মত হইল। লালিমা একপা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একটা চেয়ারে বসিল এবং উঃ আঃ করিতে লাগিল। ধননাথ কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। ভদ্রতার খাতিরে কাছেও আসা দরকার এদিকে আবার কটাক্ষ দেখিয়াও ভয় পাইয়াছে।

ধননাথ। লে-লেগেছে বুঝি ?

লালিমা। (প্রায় কাঁদিবার উপক্রম করিল) ভেঙ্গে গিয়েছে পাটা। উঃ কি নিষ্ঠুর আপনি। একটু ধরতেও পারছেন না।

ধননাথ। তাই তো, কাউকে ডেকে আনছি।

লালিমা। ততক্ষণে আমার পাটা ফুলে ঢোল হ'য়ে যাক্। উঃ একটু টিপে দিলে হয়তো সেরে যেত। কেন এসেছিলাম বাবা এমন লোকের বাড়িতে।

ধননাথ। আঃ কাঁদবেন না, কাঁদবেন না। (কাছে আসিয়া) দিচ্ছি টিপে, বলুন কোথায় টিপব (এদিক ওদিক চাহিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) দেখি কোথায় ?

ধননাথ লালিমার পা ধরিল। এমন সময় সরলার প্রবেশ। ধননাথকে একটী স্ত্রীলোকের পায়ে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে অতিশয় বিরক্ত হইল।

সরলা। (তীব্রভাবে) দাদা !

ধননাথ। য়্যাঁ।

ধননাথ চমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখের ভাব অপরাধীর মত।

সরলা। এসব কি হচ্চে ?

ধননাথ। মা-মা-মানে এই ভদ্রমহিলাটীর পাটা ভেঙ্গে গিয়েছে তাই টিপে দিচ্ছিলাম।

সরলা। তুমি কেন ? পা টিপ্‌বার আর লোক নেই বাড়িতে ?

ধননাথ। চো-চো চোখের সামনে পাটা মট্ করে ভেঙ্গে গেল, তাই……

সরলা। তাই তুমি নিজেই লেগে গেলে। কেন আমাদের ডাকতে পারলে না ?

ধননাথ। ত-ত-ততক্ষণে পাটা যে ফুলে ঢোল হ'য়ে যেত।

সরলা। (একবার লালিমার দিকে তাকাইয়া) তোমার মাথা হ'ত। কে এই ভদ্রমহিলা ?

ধননাথ। ওর নাম, মা-মানে ডাকনাম মামণি।

সরলা। মামণি ! (লালিমার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া) ওমা, এ যে মাতঙ্গিনী।

লালিমা চমকাইয়া উঠিল।

ধননাথ। মা-মা-মাতঙ্গিনী ! কি যে বলছিস্ তুই। ওর নাম মামণি, আমাদের শান্তার ছোট বোন্।

সরলা। আমাদের শান্তা আবার কে ?

ধননাথ। আমাদের শান্তা, সে-সে-সেই যে, সুরনাথের সঙ্গে যার ভাব।

সরলা। ওঃ এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।

অতিশয় ঘৃণার সহিত তাকাইল। সিঁড়ী দিয়া তাড়াতাড়ি জ্ঞাননাথের প্রবেশ।

জ্ঞাননাথ। পিসীমা, আমি বলে দিচ্চি বারবার ওসব য়্যাক্‌ট্রেস্ ক্যাক্‌ট্রেসের সঙ্গে……(লালিমাকে দেখিয়া থামিয়া গেল। ঢোক গিলিয়া) ওঃ ইনি কে পিসীমা ?

সরলা। কি জানি বাপু, আমি তো জানতাম মাতঙ্গিনী ব'লে। তোর বাবা বলছে ওর নাম মামণি। হ্যাঁ রে, তুই শান্তাকে কখনও দেখেছিস্ ?

জ্ঞাননাথ। না, আমি তো কখনও দেখিনি।

সরলা। সুরনাথ কি একটা বুড়িকে বিয়ে করতে চাইছে ?

লালিমা। শান্তা বুড়ি? ওর বয়স মোটে আঠারো।

সরলা। কিন্তু তুমি তার ছোট বোন হ'লে তার বয়স পঞ্চাশের একটি দিনও কম নয়।

ধননাথ। (প্রতিবাদ করিয়া) কি যে বলছিস তুই, আমি যে নিজের চোখে তাকে দেখেছি।

সরলা। (চটিয়া) তোমার চোখের কথা ছেড়ে দাও।

ধননাথ। সবটাতেই তোদের বাড়াবাড়ি, যত সব পাগল·········

সরলা। পাগল আমরা নই। পাগল তুমি। (জ্ঞাননাথকে) গেন্টু, তুই-ই বলতো এর বয়স কখনও পঞ্চাশের কম হ'তে পারে?

জ্ঞাননাথ। (মুখ কাঁচুমাচু করিয়া) দাঁত না দেখলে তো বলতে পারিনা পিসীমা।

এই বলিয়া লালিমার কাছে আসিতে লাগিল যেন সত্যি সত্যি দাঁত দেখতে চায়।

লালিমা। ওমা কি ঘেন্নার কথা। আমি কি একটা ঘোড়া যে আমার দাঁত দেখে বয়েস ঠিক করবেন?

জ্ঞাননাথ। (মুখ কাঁচুমাচু করিয়া) কি আর করি বলুন। দাঁত দেখা ছাড়া কোনও বৈজ্ঞানিক উপায় তো আর নেই।

লালিমা। (ধননাথকে) আমাকে বাঁচান এদের হাত থেকে।

ধননাথ ছটফট করিতে লাগিল।

সরলা। (জ্ঞাননাথকে) তুই ছাখ ওর দাঁত।

ধননাথ। খবরদার বলছি। (লালিমাকে) তুমি আমার কাছে এস।

লালিমা ধননাথের কাছে আসিল। ধননাথ একহাতে তাহাকে বেষ্টন করিল।

দেখি কে তোমার দাঁত দেখে। আমি বলছি আমি নিজের চোখে শান্তাকে দেখেছি। শান্তার বয়স আঠারো। মামণি তার ছোট বোন সুতরাং এর বয়স সতেরো।

লালিমা। (কাঁদো কাঁদো সুরে) সতেরো নয় ষোলো।

ধননাথ। য়্যাঁ?

বয়সটা ধননাথের পক্ষেও বিশ্বাস যোগ্য না হওয়াতে সে আর একবার লালিমাকে দেখিল এবং তাহার গা এক আধটুকু টিপিয়া মুখ বিকৃত করিল—

হঁা ষোলো।

জ্ঞাননাথ। কিন্তু বাবা ওর দাঁত দেখলেই সব ঠিক………।

ধননাথ। চুপরাও বেয়াদব। ওর বয়স ষোলো। আমি যখন ষোলো বলেছি তখন ওর বয়স ষোলো, তার একটি দিনও বেশী নয়, ব্যস্।

সরলা। (কটমট করিয়া তাকাইয়া) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড আমি দেখতে পারব না। আমি চল্লাম এই বাড়ি ছেড়ে।

প্রস্থান।

জ্ঞাননাথ। পিসীমা যেওনা, আজকে যে মৈত্রেয়ীরা আসছে—পিসীমা!

জ্ঞাননাথের প্রস্থান।

লালিমা। (ধননাথের দাড়িতে হাত বুলাইয়া) আমার জন্য আপনি বোনকে হারালেন।

ধননাথ। (লালিমার গা হইতে হাত সরাইয়া) যা'ক্‌গে! যে থাকতে চায় না তার স'রে পড়াই ভাল। দিন রাত খালি চোখ রাঙানো!

লালিমা। কিন্তু লোকে কি বলবে?

ধননাথ। (চটিয়া) থোরাই কেয়ার করি আমি।

লালিমা। না না না, সে আমি হ'তে দেব না। আমিই বরং চলে যাচ্ছি।

ধননাথ। চলে যাবে? ওরাও চলে যাচ্ছে, তুমিও চলে যাবে! সমস্ত দুনিয়াটাই কি পাগল হ'য়ে গেল? কিন্তু সব্বাই পাগল হয়েছে ব'লে আমিও পাগল হ'তে পারি না। তো-তো-তোমাকে থাকতেই হবে।

লালিমা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু থাকব তো একটা দিন, তার জন্য কি বোনের সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত ?

লালিমা কাছে আসিয়া ধননাথের দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিল।

ধননাথ। এ-এ-একদিন কেন ? একদিন কেন ? মানে, সরলা যখন চলেই যাচ্ছে ত-ত-ত-তখন বাড়িঘর দেখবার জন্যও তো একটা লোক চাই।

লালিমা। (অভিমানের সুরে) ওসব তোমার মুখের কথা।

ধননাথ। (কটাক্ষপাত করিয়া) না, না, মুখের কথা কেন। মনের কথাও তো হতে পারে। (দাড়িতে আঙ্গুল দিয়া) কিন্তু, কিন্তু……।

লালিমা। (অভিমানের সুরে) আমি আগেই জানতাম, একটা কিন্তু বেরোবে।

ধননাথ। আরে শোনই না। আমি বলছিলাম কি এই ধর গিয়ে (ঢোঁক গিলিয়া) তোমার বয়সটা যে বড্ড কম।

লালিমা। (কাঁদিয়া). সেটাও বুঝি আমার অপরাধ ? এর চাইতে আমার মরণই ভাল।

ধননাথ। আঃ কেঁদোনা—কেঁদোনা।

লালিমা। যাকে কেউ ভালবাসে না তার কাঁদাই উচিত।

ধননাথ। কে বললে তোমাকে কেউ ভালবাসে না ?

লালিমা। তুমি মোটেই ভালবাস না। আমার চলে যাওয়াই ভাল

(যাইতে উদ্যত)

ধননাথ। যেওনা মামণি, আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি, অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু……

লালিমা। (চটিয়া) আবার কিন্তু কি ?

ধননাথ। না, এমন কিছু নয়। এই ইয়ে, আমার ছেলেটা তোমার দিদিকে বিয়ে করতে চাইছে। যদি ক'রেই ফেলে, তাহ'লে—মানে—তুমি আর

আমিও যদি এই ইয়ে মানে একটা কিছু করেই ফেলি, তাহ'লে ছেলেটা যে আমার ভায়রাভাই হ'য়ে যাবে।

লালিমা। ওমা, কি ঘেন্নার কথা। সে কখনও হতে পারে না।

ধননাথ। তাহ'লে উপায়?

লালিমা। ওদের বিয়ে বন্ধ করতে হবে।

ধননাথ। লোকে কি বলবে?

লালিমা। এই তোমার ভালবাসা? আমি চল্লাম।

যাইতে উদ্যত।

ধননাথ। যেওনা মামণি, আমি ওদের বিয়ে বন্ধ করব, আমি ওকে ত্যাজ্য-পুত্র করব।

লালিমা। (কাছে আসিয়া আদর করিয়া) আমার জন্য তুমি ছেলেকেও ত্যাগ করতে পার?

ধননাথ। সব পারি মামণি, তোমার জন্য আমি সব কটাকে তাড়িয়ে দিতে পারি। আমি সব কটাকে তাড়িয়ে দেব। দিন রাত খালি চোখ রাঙানো! আমি এবার দেখে নেব।

লালিমা। এমন সুন্দর চেহারাটা তুমি চুল দাড়ি রেখে নষ্ট ক'রে রেখেছ।

ধননাথ। হেঁ-হেঁ-হেঁ ও তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। তুমি বল্‌লে আমি এক্ষুনি সব কেটে ফেলে দেব।

লালিমা। সত্যি বলছ?

ধননাথ। একবার দেখ না পরীক্ষা ক'রে।

লালিমা। বেশ তা হ'লে কেটেই ফেল। তারপর আমি নিজের হাতে তোমার গালে স্নো মেখে দেব, পাউডার মেখে দেব, সেণ্ট মেখে দেব।

এক একটা কথা শুনিয়া ধননাথ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল—

চল আর দেরী করা নয়।

ধননাথ। (হাসিতে হাসিতে) পাউডারও মাখতে হবে, সেণ্টও মাখতে হবে?

লালিমা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

ধননাথ হাসিতে লাগিল। লালিমা তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। তাহারা অদৃশ্য হইলেই পর্দার আঁড়াল হইতে বলনাথ ও সরমার প্রবেশ। সরমা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, বলনাথ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছে।

বলনাথ। (কাঁদো কাঁদো স্বরে) বাবা কি সত্যি সত্যি ওটাকে বিয়ে করবে নাকি দিদি?

সরমা। (ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে) করুক্‌ গে।

বলনাথ। (কাঁদিয়া) আমাদের তাড়িয়ে দেবে নাকি?

সরমা। (বলনাথকে বুকে ধরিয়া) কেঁদো না ভাই, কেঁদোনা।

বলনাথ। (কাঁদিয়া) আমাদের মা থাকলে কক্ষণো এরকম হ'ত না।

সরমা। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) কেঁদো না ভাই, কেঁদোনা। পিসীমা! পিসীমা!

সরলার প্রবেশ

সরলা। কেন শুধু শুধু পিসীমা পিসীমা করছিস্? আমি তোদের এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

সরমা ও বলনাথ সরলাকে জড়াইয়া ধরিল এবং কাঁদিতে লাগিল।

তোরা কাঁদাছিস্ কেন? কি হয়েছে?

উভয়ে। বাবা ঐ বেটিটাকে বিয়ে করবে।

সরলা। (চমকাইয়া) বিয়ে করবে!

বলনাথ। বাবা ওটাকে বলছিল মেজদাকে ত্যজ্যপুত্র করবে, আমাদের সবাইকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে আর ওকে বিয়ে করবে।

সরলা। করাচ্চি বিয়ে। তোরা কাঁদিস্ না। আমি থাকতে তোদের কোনও ভয় নেই।

সরমা। কিন্তু তুমি যে চলে যাচ্চ।

সরলা। কিন্তু তোদের এই পাগলাগারদে একলা রেখে যাচ্চি না এটা ঠিক।

বলনাথ। জান পিসীমা, ঐ যে শান্তা বলে মেয়েটা এসেছে এই ডাইনীটা তার মা।

সরলা। আমি জানিরে, সব জানি। যা, তোরা খেলা করগে। আমি ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছি।

সরমা। (যাইতে যাইতে) কিন্তু শান্তাকে আমার খুব ভাল লাগে।

সরমা ও বলনাথের প্রস্থান।

সরলা। রাজারাম!

রাজারামের প্রবেশ।

রাজারাম। হুজুর?

সরলা। এই যে এরা এসেছে?

রাজারাম। (হাসিয়া) হুজুর।

সরলা। ওরা যাতে রাত্রিবেলা খাবার পরেই চলে যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজারাম। (বিমর্ষ হইয়া) হুজুর।

সরলা। যে ঘরটা খালি আছে ওটাতে কয়লা ঘুঁটে এইসব রেখে দে।

রাজারাম। তাতেও যদি থাকতে চান, হুজুর?

সরলা। (চিন্তা করিয়া) বলবি বিছানা নেই।

রাজারাম। (বিমর্ষ হইয়া) হুজুর।

সরলা। বরং এক কাজ কর। ঐ ঘরের বিছানাটায় এক বালতি গোবর জল ঢেলে দে।

রাজারাম। হুজুর।

অসন্তুষ্ট হইয়া রাজারামের প্রস্থান।

সরলা। বিয়ে করাচ্চি তোমাকে। (উচ্ছ্বাসের সহিত) পুরুষমানুষগুলি এমনিই হয়। আজ এক বছর জ্বালিয়ে মেরেছে বাড়াবাড়ি ক'রে আবার আজ যেই মেয়ে মানুষের গন্ধ পেয়েছে অমনি একেবারে উল্টো সুর। কিন্তু আমিও দেখে নিচ্চি।

রাগের সহিত প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—পূর্ব্ববৎ।

কিন্তু টেবিলের দুইধারে আরও কয়েকখানি চেয়ার লাগানো হইয়াছে।

সময়—দ্বিপ্রহর।

বলনাথের প্রবেশ। তাহার হাতে পায়ে রবারের ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা।

বাহিরে যাইবার জন্য সে ছট্‌ফট্ করিতেছে।

বলনাথ। রাজারাম!

রাজারামের প্রবেশ।

রাজারাম। দাদাবাবু!

বলনাথ। খেতে দিবি না?

রাজারাম। আজ একটু দেরী হবে দাদাবাবু। অনেক কিছু রান্না হচ্চে যে।

বলনাথ। চাই না ওসব খেতে। খেলা আছে। সকাল সকাল না গেলে মাঠে ঢুকতে পাব না। আমাকে আগে দে।

রাজারাম। হবার জো নেই দাদাবাবু। পিসীমার নিষেধ আছে।

বলনাথ। (ছট্‌ফট্ করিতে করিতে) কিন্তু আজ যে জোর খেলা আছে।

রাজারাম। কিন্তু খাওয়াটাও যে আজ বড্ড জোর আছে।

বলনাথ। আজকেই কেন এত জোর খাওয়া?

রাজারাম। তা বুঝি জান না তুমি? শোনো। কর্ত্তাবাবু এসে চুপি চুপি বলে গেলেন,—(এদিক্ ওদিক চাহিয়া) সাবধান, কাউকে ব'লোনা কিন্তু।…

বলনাথ। না রে না, তুই বল্।

রাজারাম। কর্ত্তাবাবু এসে চুপি চুপি হুকুম করলেন দশটা পদ।

বলনাথ। বুঝেছি, সেই ডাইনীটার জন্য।

রাজারাম। ডাইনী আবার কে গো?

বলনাথ। সে তুই জানিস্ না। তারপর আর কি বল্।

রাজারাম। তারপর মেজদাবাবু এসে বল্লেন ছ'টি পদ, হ'ল—ষোলোটি।

বলনাথ। অতগুলো খেতে হবে?

রাজারাম। শোনই না, আরও আছে।

বলনাথ। বলিস্ কি?

রাজারাম। শোনই না। বড়দাবাবু……

বলনাথ। বড়দাবাবু!

রাজারাম। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তুমি জান না বুঝি পিসীমার দেওর আর তার মেয়ে আসছেন?

বলনাথ। ওঃ বড়দা বুঝি সেই দিকে?

রাজারাম। ঠিক ধরেছ খোকাবাবু, বড়দাবাবু সেই দিকে। বড়দা এসে চুপি চুপি হুকুম করলেন আরও আটটা পদ; তা হ'লে হ'ল ষোলো আর আটে চব্বিশ।

বলনাথ। ও বাবা, অত খাব কি ক'রে?

রাজারাম। শোনই না একবার, আরও আছে।

বলনাথ। বলিস্ কি?

রাজারাম। তারপর পিসীমা এসে চুপি চুপি……

বলনাথ। সর্ব্বনাশ! পিসীমাও চুপি চুপি আরম্ভ করলেন?

রাজারাম। হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

বলনাথ। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) তা হ'লে দিদিকে আর আমাকে কেউ চায় না। আমরা আজই চলে যাব যে দিকে দুচোখ যায়। দিদি!

ও দিদি! পিসীমাও চুপি চুপি আরম্ভ করেছে যে।

যাইতে উদ্যত।

রাজারাম। শোনো, খোকাবাবু শোনো।

বলনাথ। আমি আর শুনতে চাই না।

রাজারাম। পিসীমা চুপি চুপি কি বল্লেন তা তো শুনলে না।

বলনাথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

রাজারাম। পিসীমা বল্‌লেন—যার যা খুশি হোক্, কিন্তু আমার খোকনের জন্য যদি দুটি জিনিষ না হয়, তা' হ'লে তোদের সক্কলকে কাণ ধরে বের ক'রে দেব।

বলনাথ। (হাসিয়া) সত্যি বলছিস্?

রাজারাম। হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

বলনাথ। (কাছে আসিয়া) কি জিনিষ রে?

রাজারাম। সেটি আমি বলচিনি।

বলনাথ। বল না ভাই লক্ষ্মীটি।

রাজারাম। উঁ হুঁ। সেটি আমি বলচি নি।

বলনাথ। আচ্ছা, নাই-ই বল্‌লি। দুটো দেনা, একটু চেখে দেখি।

রাজারাম। (স্নেহের সহিত হাসিয়া) দুটো চাখ্‌বে? আচ্ছা দাঁড়াও। আমি চুপি চুপি নিয়ে আস্‌ছি।

সন্তর্পণে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

বলনাথ। (অন্য দরজার কাছে গিয়া মুখের পাশে হাত দিয়া আস্তে ডাকিবার ইঙ্গিত করিয়া) দিদি! দিদি!

সরমা। (নেপথ্যে) কি ভাই?

বলনাথ। একবারটি এস না।

সরমার প্রবেশ।

সরমা। (বলনাথকে ভাল করিয়া দেখিয়া) তুই আজও খেলা দেখতে যাবি বুঝি?

বলনাথ। যাব না! আজ ইষ্টবেঙ্গল মোহনবাগান।

সরমা। তোর পায় ওগুলো বেঁধেছিস কেন?

বলনাথ। এ আর জান না? দৌড়োতে সুবিধে হয়। (লাফাইয়া লাফাইয়া একটু দৌড়াইয়া) বলা যায় না তো, বাঙালরা চটে গেলে মারামারিও হ'তে পারে।

সরমা। তুই বুঝি তাই পালাবার ব্যবস্থা করছিস্?

বলনাথ। আঃ ওসব বাজে কথা রেখে দাও দিদি। তোমাকে যে জন্য ডেকেছি শোনো। রান্নাঘর থেকে রাজারাম দুটো জিনিষ আন্‌চে, আমাদের চাখ্‌তে দিচ্ছে।

সরমা। কি জিনিষ রে?

বলনাথ। নাম আমি জানি না।

সরমা। নিশ্চয় জানিস্।

বলনাথ। সত্যি জানি না দিদি।

সরলা। যাঃ, তোর সঙ্গে আড়ি।

বলনাথ। বেশ। আমারও আড়ি।

দুজন দুদিকে গেল। কিছুক্ষণপর বলনাথ গান ধরিল।

গান।

বলনাথ। জানিনা, জানিনা,
আমি জানি না তার নাম।
হ'তেও পারে মিষ্টি
কিংবা তেঁতো কিংবা ঝাল।

আমি জানিনা
জানে শুধু রাজারাম।

সরমা। ওসব তোমার ফাঁকি
আমি জানি, ওসব তোমার ফাঁকি।
তোমার কাছে এসব খবর
রয়না কিছু বাকি।

একথালা খাবার লইয়া রাজারামের প্রবেশ। রাজারাম, সরমা এবং বলনাথের অলক্ষ্যে থাকিয়া গানের তালে তাল ঠুকিতে লাগিল।

বলবে না? থাক্,
করব না আর গান।
পাঁচদিন, সাতদিন, দশদিন
রইবে আমার মান।

বলনাথ। জানিনা, জানিনা,
আমি জানিনা তার নাম।
হ'তেও পারে মিষ্টি
কিংবা তেঁতো কিংবা কষ্টি।
আমি জানিনা
জানে শুধু রাজারাম।

রাজারাম পুলকিত হইল। কিন্তু সরমার অভিমান কমিল না।

কিন্তু যদি আসে মিষ্টি
কোথায় যাবে ফষ্টি নষ্টি।
আমি দেবো না, নিজেই খাব
পাঁচটা, সাতটা, দশটা।

তাল ঠুকিতে ঠুকিতে রাজারাম আত্মহারা হইয়া কয়েকটা খাবার মুখে পুরিল।

সরমা। ওসব তোমার ফাঁকি
আমি জানি (রাজারামকে দেখিয়া)
রাজারাম!

বলনাথ এবং সরমা অবাক্ হইয়া রাজারামের দিকে চাহিল। রাজারাম বাক্-রোধ হইয়া পলায়ন করিল।

উভয়ে। (হাসিয়া) জানিনা, জানিনা
আমি জানিনা তার নাম।
হ'তেও পারে মিষ্টি
কিংবা তেঁতো কিংবা কষ্টি
আমি জানি না
জানে শুধু রাজারাম।

রাজারাম যেদিকে গিয়াছে সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।
শান্তার হাত ধরিয়া সুরনাথের প্রবেশ।

সুরনাথ। কি রে, তোরা এখনও সময় নষ্ট করছিস্? জানিস্ মহামূল্য সময় একবার গেলে আর ফিরে আসে না।

আর একথালা খাবার লইয়া রাজারামের প্রবেশ। কিন্তু সুরনাথকে দেখিয়াই রাজারাম চট্ করিয়া ঘুরিয়া বলনাথ ও সরমাকে ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেল। সুরনাথ খাবারের থালা লক্ষ্য করিল।

বৃথা সময় নষ্ট ক'রে তোরা......

বলনাথ। (সরমার হাত ধরিয়া) চল দিদি, আর বৃথা সময় নষ্ট করব না।

উভয়ের রাজারামের পশ্চাদ্ধাবন।

সুরনাথ। (গলা উঁচু করিয়া উহাদের দিকে তাকাইয়া পরে শান্তাকে বলিল) তুমি এইখানে ব'স। আমি এক্ষুণি আসছি।

অন্দরে প্রস্থান। শান্তা বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সুরনাথ একথালা খাবার লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল।

সুরনাথ। গরম গরম চুটো নিয়ে এলাম। ধর একটা।

শান্তা। না, (এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া) লোকে কি বলবে ?

সুরনাথ। এতে বলবার কি আছে ? ভাত খাওয়ার এখনো অনেক দেরী। ধর।

শান্তা। না, এখন থাক। পরেই খাব।

সুরনাথ। ভয় কিসের ? এগুলো তোমার জন্যই অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছি। ধর।

শান্তা একটী ধরিল। সুরনাথ একটী মুখে দিবে এমন সময় বাহিরের দরজার অন্তরালে ধননাথ ডাকিল 'সুরো'। সুরনাথের আর খাওয়া হইল না। সে হাঁ করিয়া কিঞ্চিৎ দাঁড়াইয়া শান্তার হাত ধরিয়া টানিয়া অন্দরে প্রস্থান করিল। হাত ধরাধরি করিয়া ধননাথ ও লালিমার প্রবেশ। ধননাথ দাড়ি কামাইয়াছে ও চুল ছাঁটিয়াছে।

ধননাথ। সুরোটাতো এইখানেই ছিল। ব'স, তুমি এই চেয়ারটাতে ব'স।

যাহাতে লালিমা তাহার মৃতা স্ত্রীর ছবি না দেখিতে পারে এইরূপভাবে লালিমাকে বসাইল।

হাঁ তুমি এই দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'স। তোমার দিদিটি আচ্ছা মেয়ে যা হোক্। সেই যে আমার ছেলেটার পিছু লেগেছে, একমিনিট ছাড়বার নামটি নেই। ছেলেটারই বা কি আক্কেল! লজ্জা নেই, সরম নেই, খালি মেয়েটার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্চে! কথা কইবার একটা ফুরসৎ পেলাম না।

লালিমা। কিন্তু বলতে তো হবেই।

ধননাথ। আলবৎ বলব। কি আস্পর্দ্ধা, আমার ছেলে করবে আমার শালীকে বিয়ে। তুমি ভেবো না। যেখানেই যাক খাবার সময়টিতে তো আসতেই হবে। পেটে যখন টান পড়বে তখন যাবে কোথায়? উঃ আমারও তো ক্ষিদে পেয়েছে। তোমারও তো মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে। তুমি ব'স। আমি এক্ষুণি কিছু খাবার আনছি। (অন্দরের দরজার কাছে গিয়া) রাজারাম!

রাজারাম। (নেপথ্যে) হুজুর।

ধননাথ। দু চারটে চপ্ টপ্ কিছু নিয়ে আয় তো।

রাজারাম। (নেপথ্যে) আচ্ছা হুজুর।

ধননাথ। (লালিমাকে) তুমি তো ডিমের ডেভিল ভালবাস, না? আচ্ছা। রাজারাম!

রাজারাম। (নেপথ্যে) হুজুর।

ধননাথ। দশবিশটা ডিমের ডেভিল······

সরলা হাতে খুন্তি লইয়া অন্দরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সঙ্গে মুখোমুখি হইতেই ধননাথের উৎসাহ এবং গলার আওয়াজ দুই-ই নিঃশেষ হইয়া গেল। সে পিছু হটিতে লাগিল।

সরলা। (কটমট করিয়া তাকাইয়া) কি চাই তোমার?

ধননাথ। কি-কি—কিছু না।

সে আরও পিছু হটিতে লাগিল এবং লালিমাকে ইঙ্গিত করিয়া তাহার সঙ্গে বাহিরে যাইতে বলিল।

সরলা। তা হ'লে চ্যাঁচামেচি করছ কেন?

ধননাথ। না-না-না-না, কোথায় চ্যাঁচামেচি, কোথায় চ্যাঁচামেচি?

এতক্ষণে লালিমা ধননাথের কাছে আসিল। ধননাথ বাহিরে চলিয়া গেল। লালিমাও সরলার প্রতি রক্তচক্ষু করিয়া চলিয়া গেল। সরলাও তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিল।

হুরনাথ ও শাস্তার পুনঃ প্রবেশ।

সরলা। (শান্তাকে) তোমাকে আমার ভাল লেগেছে মা, কিন্তু তোমার মাটি একটি জানোয়ার বিশেষ।

সুরনাথ। (হাসিয়া) বলেছিলাম তো পিসীমা। গোবরেও পদ্মফুল ফোটে।

সরলা। সত্যি তাই।

চলিয়া যাইতে উদ্যত।

শান্তা। পিসীমা!

সরলা। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কাছে আসিয়া) আমাকে ডাক্‌লে মা?

শান্তা। এই অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি আমাকে যা ভালবেসেছেন তা আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু আমার চলে যাওয়াই উচিত।

সরলা। কেন?

শান্তা। আমি লজ্জায় মরে যাচ্চি পিসীমা। আমি আপনাদের অযোগ্য।

সুরনাথ। কক্ষণও নয়। তোমার মাও যেমনি আমার বাবাও তেমনি। সুতরাং আমরা দুজনেই সমান সমান।

সরলা। তুই চুপ কর। যা বলবার আমিই বলব।

সুরনাথ। কিন্তু পিসীমা বাবার কাণ্ডটা দেখ একবার। এই এক বছর ব'সে এক গাল দাড়ি করলেন—তা দেখতেও মন্দ হচ্চিল না, বেশ সাহিত্যিক সাহিত্যিক ভাব ছিল, আর আজ দেখ একটা বুড়ির কথায় সব কেটে ফেলে দিলেন?

সরলা। তোরাই তো এতদিন মাথা খাচ্চিলি যাতে সে চুল দাড়ি কাটে।

সুরনাথ। কিন্তু তাই বলে একটা বুড়ির কথায়......

সরলা। কিন্তু তোর বাবা জানে তার বয়স ষোলো।

সুরনাথ। বললেই হ'ল ষোলো। একটা কাণাও যে দেখতে পাবে ওর বয়স পঞ্চাশ।

সরলা। তোর বাবার ভীমরতি হয়েছে, তাই সে কাণার চেয়েও কম

দেখতে পায়। কিন্তু বুড়ি না হ'য়ে মেয়েটার বয়স যদি সত্যি সত্যি ষোলো হ'ত তাহ'লে তোরা খুশি হতিস্ ?

সুরনাথ। তা কেন ?······তা কেন ? মানে—বাবা ?

সরলা। মানে, বাবা আবার বিয়ে করলে তোদের আপত্তি আছে।

সুরনাথ। বাবা······বিয়ে করবে ! বল কি পিসীমা ?

সরলা। তোরা বেশী বাড়াবাড়ি করলে সত্যি সত্যি ক'রে ফেলবে। বিয়ে ঠেকানো তোদের কর্ম্ম নয়। যা করতে হয় আমিই করছি। তুই এবার বাইরে যাতো। চব্বিশ ঘণ্টা মেয়েদের কাছে থাকা মানায় না।

সুরনাথ। কিযে বলছ পিসীমা—আমি এই তো দুমিনিট—মানে······আচ্ছা, আমি গিয়ে মাছ ধরি।

সরলা। তার চাইতে বরং বড় দেখে একটা ফুলের মালা তৈরি ক'রে নিয়ে আয়।

সুরনাথ। (শান্তার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া) ফুলের মালা !

সরলা। (ধমক্ দিয়া) শান্তার জন্য নয়।

সুরনাথ। কক্ষণও নয়, পিসীমা। আচ্ছা আমি এক্ষুনি তৈরি করছি।

প্রস্থান

সরলা। (শান্তাকে হাসিয়া বলিল) তুমি রান্না করতে জান তো ? না তুমিও নাচ শিখেছ ?

শান্তা। আমি নাচ শিখিনি পিসীমা, রান্নাই শিখেছি।

সরলা। বেশ করেছ মা, নাচ দেখিয়ে নাচাতে পারবে, ভালবাসাতে পারবে না। চল, আমার সঙ্গে রান্না করবে। সুরনাথ আবার তোমার জন্য দু'টি পদ হুকুম করেছে।

সরলা হাসিল। তাহার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই শান্তা লজ্জায় মুখ নামাইল।

চল।

উভয়ের প্রস্থান।

অতিশয় সন্তর্পণে পা ফেলিয়া ধননাথ প্রবেশ করিল এবং চতুর্দ্দিক দেখিয়া অন্দরের দরজার কাছে কাণ পাতিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে দেওয়াল হইতে স্ত্রীর ছবি নামাইল এবং বাহিরের দরজা দিয়া পলায়নপর হইল। এমন সময় দরজার অন্তরাল হইতে জ্ঞাননাথের গলায় 'পিসীমা পিসীমা' শব্দ শুনিয়া ধননাথ ছবি বগলে লইয়া অন্দরের দিকে ছুটিল। জ্ঞাননাথের ডাক শুনিয়া সরলাও 'চ্যাঁচাচ্ছিস কেন ?' বলিয়া অন্দরের দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। ধননাথ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া অপর দরজায় পুনরায় যাইতেই জ্ঞাননাথের প্রবেশ। গত্যন্তর না দেখিয়া ধননাথ হতভম্ব হইয়া ছবি পশ্চাতে লুকাইয়া একবার এদিক্ একবার ওদিক্ চাহিতে লাগিল।

জ্ঞাননাথ। (অবাক্ হইয়া) বাবা !

ধননাথ তাকাইয়া রহিল।

সরলা। (ধমকাইয়া) দাদা !

ধননাথ চমকাইয়া উঠিল।

ধননাথ। আ-আ-আমাকে ডাকছিলি ?

সরলা। তোমার হাতে ওটা কি ?

ধননাথ। কই ? কিছু নাতো।

সরলা। (দেওয়ালে ছবি না দেখিয়া) বৌদির ছবিটা লুকিয়ে ফেল্‌ছ বুঝি ?

ধননাথ। কই ? না তো।

সরলা। গেন্থু, তোর বাবার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে ফের টানিয়ে রাখ্।

জ্ঞাননাথ ভয়ে ভয়ে ছবি লইতে আসিল কিন্তু ধননাথ চোখ রাঙাইতে লাগিল।

সরলা। তুমি দিলে ছবিটা ! গেন্থু !

জ্ঞাননাথ ছবি লইয়া দেওয়ালে টাঙাইল।

গেন্থু একটু যা তো, তোর বাবার সঙ্গে আমার গোটা কয়েক কথা আছে।

জ্ঞাননাথের প্রস্থান।

তুমি ছবিটা নিয়ে কি করছিলে ?

ধননাথ। ও-ও-ওটাকে এখানে কেন ? মানে—ছবিটাকে শোবার ঘরে, আ-আ-আমার চোখের সামনে রাখব ভেবেছিলাম।

সরলা। এখানে এতদিন ছিল, বেশ ভোগ টোগ খাচ্ছিল, আজ তাকে সরাবার কি মানে ? ঐ মেয়ে মানুষটা যাতে না দেখে তাই তো ?

ধননাথ। কি যে বলছিস্ তুই।

সরলা। আমি ঠিকই বলছি। তোমার ভীমরতি হয়েছে, নইলে একটা বুড়িকে নিয়ে এমন নাচানাচি করতে না।

ধননাথ। কি যে বলছিস্ তুই।

সরলা। আমি বলছি ওটা একটা বুড়ি। ওর নাম মাতঙ্গিনী।

ধননাথ। কক্ষণও নয়।

সরলা। বেশ। কাণমলা না খেলে তুমি সোজা হবে না। কিন্তু আমিও সে রকম বোন্। তোমাকে দেখাচ্ছি মজা।

প্রস্থান।

ধননাথ। (সরলার উদ্দেশ্যে ঘুসি দেখাইয়া) আমিও সে রকম ভাই। আমিও দেখে নেব।

রাগে গড়গড় করিতে করিতে প্রস্থান। ছটফট করিতে করিতে জ্ঞাননাথের প্রবেশ। সে দুই একবার হাতের ঘড়ি দেখিল।

জ্ঞাননাথ। পিসীমা! পিসীমা!

সরলার প্রবেশ।

সরলা। আচ্ছা জ্বালাতনে পড়েছি তো। তোরা বারবার চ্যাঁচামেচি করলে রান্না করব কি করে ?

জ্ঞাননাথ। পিসীমা, ওরা যে আসছে না এখনও।

সরলা। দিন তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

জ্ঞাননাথ। কিন্তু বারোটা যে বেজে গেছে।

সরলা। বেশ হয়েছে। খাবে তো একটায়। এখনও একঘণ্টা বাকি। কিন্তু রান্নার এখনও বাকি আছে চৌদ্দটি পদ। কম ক'রে এক এক জনে আটদশটা পদ হুকুম করেছ সে দিকে খেয়াল আছে ?

জ্ঞাননাথ। এত দেরী হয়ে গেল পিসীমা, যদি না আসে ?

সরলা। সত্যি তোদের মত এক গুষ্টি পাগল আর দেখিনি। যদি না আসে আমি ভারি খুসি হই। খালি রান্নাগুলি ফেলা যাবে এই যা দুঃখ।

জ্ঞাননাথ। কিন্তু এতক্ষনে আসা উচিত ছিল।

সরলা। ফের চ্যাঁচামেচি করবি তো তোর একটা পদও রান্না হবে না বলে দিচ্চি।

জ্ঞাননাথ। আচ্ছা পিসীমা, আমি এই বসছি, আর কথা বলব না।

পুনরায় ঘড়ি দেখিল এবং সরলা বাহিরে যাইবার আগেই।

আচ্ছা পিসীমা !

সরলা। ফের পিসীমা !

জ্ঞাননাথ। তোমাদের সেই ড্রাইভারটাকে তোমরা বদলাও নি ?

সরলা। (অবাক্ হইয়া) ড্রাইভারের কথা কেন জিজ্ঞেস্ করছিস্ ?

জ্ঞাননাথ। বলই না ছাই। সেটা কি এখনও আছে ?

সরলা। আছে, তাতে হয়েছে কি ?

জ্ঞাননাথ। এই রে, সেরেছে।

জ্ঞাননাথ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

সরলা। কি সেরেছে ?

জ্ঞাননাথ। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) য়্যাক্সিডেন্ট করেছে। কতবার বলেছি ঐ ড্রাইভারটাকে বদলাও।

সরলা। (হাসিয়া) তুই বোস্। আমি তোকে দুটো চপ্ পাঠিয়ে দিচ্চি।

জ্ঞাননাথ এক একবার কাঁদে আর ঘড়ি দেখে। রাজারাম একটা থালায় কয়েকটা খাবার আনিয়া তাঁহার কাছে রাখিল। জ্ঞাননাথ কাঁদে আর এক এক কামড় খায় এবং ঘড়ি দেখে। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকে

জ্ঞাননাথ। নিশ্চয় য়্যাক্‌সিডেণ্ট করেছে। যেমন দেশের লোকগুলি, পুলিশও হয়েছে তেমনি। ধ'রে ধ'রে যত পাগলগুলোকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়েছে। খালি মানুষ মারার ফন্দী।

নেপথ্যে মোটরের হর্ন্‌এর শব্দ। জ্ঞাননাথ কাঁদিতে কাঁদিতেই হাসিয়া ফেলিল। সে লাফাইয়া উঠিয়া অন্দরের দরজার কাছে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল "পিসীমা ওরা এসেছে, এসেছে।" পরে ছুটিয়া অপর দরজার কাছে যাইতেই হোঁচট্‌ খাইয়া পড়িয়া গেল। দেখিয়া মনে হয় যেন দরজা দিয়া যাহারা আসিতেছে তাহাদিগকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দীননাথ এবং মৈত্রেয়ীর প্রবেশ। দীননাথের বয়স পঞ্চাশের উপর—মুখটি যেন পাকা আম। তার মাথার চুল সব পাকা। মাথায় টাকও আছে কিন্তু সে ঘনকৃষ্ণবর্ণ চুলের একটা পরচুলা পরিয়াছে। বাবুটার মত সাজ। মৈত্রেয়ীর খুব স্মার্ট চেহারা। তাহা-দের পশ্চাতে বলনাথ এবং সরমা উঁকি মারিতেছে।

মৈত্রেয়ী। ও কি?

দীননাথ। আঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা কেন। ওঠো ওঠো।

জ্ঞাননাথ। (হতভম্ব হইয়া মাথা তুলিয়া) য়্যাঁ·····?

দীননাথ। উঠে পড়। হাজার হোক্ তুমি তো আমার চাইতে বয়সে বেশী ছোট নও·····

মৈত্রেয়ী। (ধমক দিয়া) বাবা!

দীননাথ। য়্যাঁ, না, না, না, না, আমি বলছিলাম কি প্রণামটা সাষ্টাঙ্গে না হ'লেও চলত। আজকাল ওসব নিয়ম তো আর নেই। (জ্ঞাননাথকে) তুমি ওঠো বাবা ওঠো।

জ্ঞাননাথ। উঠব কি ক'রে? সোলার প্লেক্সাসে এমন লেগেছে যে ভ্যাসো মোটর-নার্ভগুলি আর চলছে না।

মৈত্রেয়ী। (হাসিয়া) ওঃ পড়ে গিয়েছ বুঝি?

জ্ঞাননাথ। হ্যাঁ।

মৈত্রেয়ী। (জ্ঞাননাথকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া) লাগেনি তো?

জ্ঞাননাথ। কি জানি, একবার ব্লাড প্রেসারটা না দেখলে বুঝব কি করে?

মৈত্রেয়ী। (হাসিয়া) গায়ে ব্যথা হচ্ছে কি না, টের পাচ্ছ না?

জ্ঞাননাথ। কিন্তু ব্লাড প্রেসারটা দেখলেই ঠিক ঠিক বুঝা যেত।

দীননাথ। (হো হো করিয়া হাসিয়া) বৈজ্ঞানিক হওয়ার অনেক বিপদ হো হো-হো······

জ্ঞাননাথ ক্ষুব্ধ হইল।

মৈত্রেয়ী। বাবা!

দীননাথ সংযত হইল। বলনাথ ও সরমা দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল।

দীননাথ। বৌদি কই গো?

সরলার প্রবেশ।

সরলা। তোমরা এসেছ? বাঁচালে ভাই। (দীননাথের চুল দেখিয়া) ওমা একি?

দীননাথ যেন বুঝে নাই এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল।

মৈত্রেয়ী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

দীননাথ। (এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া) অমন হাঁ ক'রে কি দেখছ বৌদি?

সরলা। দেখছি তোমার মাথা।

দীননাথ। য়্যাঁ, আমার মাথা!······ওটা কি ঠাট্টা ক'রে বলছ না আমার সত্যিকারের মাথাটাই দেখছ?

সরলা। সত্যিকারের মাথাটা দেখব কি ক'রে? সেটাকে যে পরচুলা দিয়ে ঢেকেছ।

দীননাথ। য়্যাঁ পরচুলা! আমার মাথায় পরচুলা! কি যে তুমি বলছ বৌদি।·········ওঃ বুঝতে পেরেছি (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) তোমার ঠাট্টা করবার অভ্যাসটা এখনও যায় নি। (বলনাথ ও সরমার দিকে তাকাইয়া) তোমরা বুঝতে পেরেছ তো, বৌদি ঠাট্টা করছেন, ঠাট্টা করছেন—হো-হো-হো। আচ্ছা বৌদি, তোমার যখন বিয়ে হয়েছিল তার ক'বছর পরে আমি জন্মেছিলাম বলতো।

সরলা। (হাসিয়া) ওমা, শেষকালে কি তোমাকেও ভীমরতিতে ধরল? এইতো সেদিন ছোট বৌ মরল, তুমি এর মধ্যেই বিয়ের বর সেজেছ?

দীননাথ। কি যে বলছ বৌদি? ভীমরতি হয় বুড়ো বয়সে। (বলনাথ ও সরমার দিকে তাকাইয়া) তোমরাই বলতো ছেলেমানুষদের কথনো ভীমরতি হয়?

সরলা। ওমা, তুমি যে চন্দ্রসূর্য্য উল্টে দেবে। তুমি হ'লে ছেলেমানুষ!

দীননাথ। (ঢোক গিলিয়া) মানে আমি বলছিলাম কি—আমি তো আর তোমাদের মত বুড়ো হই নি, মানে আমি তো তোমার চাইতে অন্ততঃ দশ বছরের ছোট।

সরলা। ছোট!

দীননাথ। আঃ না হয় মেনেই নিলাম ছোট নই। সমান সমান তো বটে।

সরলা। সমান সমান! ওমা কি ঘেন্নার কথা।

দীননাথ। আঃ কেন মিছে তর্ক করছ বৌদি? মেনেই নিলাম আমি

তোমার চাইতে বড়,—তাতে আর কি হয়েছে? দু-চার মাসের বড় বৈ তো নয়।

সরলা। (হাসিয়া) তবু ভাল। বড় ব'লে যে স্বীকার করেছ এই ঢের।

দীননাথ। আঃ ঐ তো বল্লাম। দুমাস কি চার মাস। না হয় চার মাসই হ'ল। তাহ'লেই দেখ—এই-এই-এই যে কি বলে, তোমার হ'ল পঁচিশ আর আমার হ'ল গিয়ে পঁচিশ বছর চার মাস।

সরলা। হো-হো-হো ওটা যে তোমার হাঁটুর বয়স, ঠাকুরপো।

দীননাথ। কি যে বল বৌদি! তোমার বয়স পঁচিশের একটা দিনও বেশী হ'তে পারে না। তুমি বল কি বৌদি? পঁচিশের বেশী বললে যে লোকে বিশ্বাস করবে না—মানে, মানে, তোমাকে যে আর একবার বিয়ে দেওয়া যায়।

সরলা। (হাসিয়া) আমার বিয়ে দিয়ে নিজের পথ সাফ্ করছ বুঝি?

দীননাথ। কি যে বলছ বৌদি? (বলনাথ ও সরমার প্রতি) আচ্ছা তোমরাই বল তো, বৌদির বয়স হ'ল পঁচিশ। আমি আরও চার মাসের বড়। তা হ'লে আমার বয়স হ'ল কত?

বলনাথ। পঁচিশ পূর্ণ একের তিন বছর।

দীননাথ। দেখছ বৌদি? পঁচিশপূর্ণ একের তিন।

সরমা। কিন্তু এদ্দিন যে আপনার চুলগুলি শাদা ছিল।

দীননাথ। য়্যাঁ? (ইতস্ততঃ করিয়া) ওটা তোমাদের চোখের ভুল, চোখের ভুল।

বলনাথ। কিন্তু মৈত্রেয়ী দিদিতো আপনার মেয়ে। আপনার বয়স যদি পঁচিশ হয় তা'হলে মৈত্রেয়ী দিদির বয়স কত?

দীননাথ। য়্যাঁ?

সরমা। তা হ'লে মৈত্রেয়ী দিদির বয়স কত?

দীননাথ। মৈত্রেয়ীর বয়স ?

সরলা। ব'লেই ফেল না ছাই।

দীননাথ। ওর বয়স কত আর হবে, এই ধর—ধর গিয়ে (হাত গুণিয়া) আমার বয়স পঁচিশ তাহ'লে ওর বয়স এই ধর পাঁচ কি সাত।

সকলে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু জ্ঞাননাথের মুখ কালো।

জ্ঞাননাথ। (মৈত্রেয়ীকে) তোমার বয়স পাঁচ! ও পিসীমা, শেষকালে কি পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ?

সরলা। (হাসিয়া) দাঁতটা একবার দেখে নে না।

দীননাথ। তুমি ঘাবড়ে যেওনা বাবা। ওর বয়স কম হ'লেও বেশ পেকেছে।

জ্ঞাননাথ। পাঁচ বছরেই পেকেছে ?

দীননাথ। এ আর বেশী কথা কি ? আজকালকার মেয়েরা তো এঁচড়েই পাকে বাবা।

সকলে হাসিতে লাগিল। দীননাথ অপ্রস্তুত হইবার উপক্রম। এমন সময় ধননাথের প্রবেশ। দীননাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

এই যে দাদা। সত্যি কথা ব'লে কি মুস্কিলেই পড়েছি। (ভাল করিয়া তাকাইয়া) কিন্তু, কিন্তু তোমার দাড়ি ?

ধননাথ। ও কিছু নয়। গালে একটা ফোঁড়া হয়েছিল তাই দাড়ি রেখেছিলাম। আবার সেরে গেল তাই কেটে ফেলেছি। কিন্তু তোমার চুল ?

দীননাথ। (চটিয়া) আমার চুলের আবার কি হ'ল ?

ধননাথ। আঃ চট কেন ? এস, এদিকে এস, (টানিয়া একপ্রান্তে লইয়া আসিল) চুলটা কি ক'রে কালো করলে হে ?

দীননাথ। কি যে বলছ তুমি।

ধননাথ। (এদিক ওদিক চাহিয়া) ভাই তুমি আমি গুরুভাই। বলেই ফেল না ছাই।

দীননাথ হাসিয়া ধননাথের কাণে কাণে কথা বলিল।

ধননাথ। বটে? বেশ মানিয়েছে তো। (দীননাথের মাথা ভাল করিয়া দেখিয়া) এ যে বুঝবার জো নেই। কোন্ দোকানে বল্‌লে? বৌ-বাজারের মোড়ে? আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

যাইতে উদ্যত

দীননাথ। আমাকে এই শত্রুপুরীতে একলা রেখে যাচ্চ?

ধননাথ। তাহ'লে তুমিও চল। এস।

উভয়ে যাইতে উদ্যত

সরলা। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

ধননাথ। এ-এ-একটা জরুরি কাজ আছে, ভারি জরুরি।

যাইতে উদ্যত

সরলা। দাদা!

ধননাথ। আবার পিছু ডাক্‌ছিস?

সরলা। পরচুলা বিকালে কিনলেও চলবে। এখন খেতে বসবে। দশ মিনিটেই খাবার তৈরি হবে।

ধননাথ ও দীননাথ মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। অন্যান্য সকলে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। জ্ঞাননাথ চুপি চুপি মৈত্রেয়ীর হাত ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মৈত্রেয়ী চোখ রাঙাইতে লাগিল।

সরলা। (গম্ভীরভাবে) তোমরা সবাই হাত মুখ ধুয়ে এস।

সরলার প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাননাথ ও মৈত্রেয়ী বাদে অন্যান্য সকলের প্রস্থান।

মৈত্রেয়ী। তোমার কি রকম আক্কেল? আমার বয়স পাঁচ বছর ব'লে তোমার বিশ্বাস হ'লো?

জ্ঞাননাথ। তো-তো-তোমার বাবা যে বল্‌লেন।

মৈত্রেয়ী। তুমি একটী আস্ত ষাঁড়। কলেজের ছাপ মারা একটী ষাঁড়।

জ্ঞাননাথ। যাক্‌গে, ওটা হয়তো ভুল হ'য়ে গিয়েছে। তোমার বোধ হয় ক্ষিদেও পেয়েছে। তুমি ব'স। পিসীমা!

মৈত্রেয়ী। কি করছ তুমি?

জ্ঞাননাথ। ছটো ঝালবড়া টালবড়া নিয়ে আসি।

মৈত্রেয়ী। সত্যি তুমি আমাকে না চটিয়ে ছাড়বে না।

একটা জমকালো মালা হাতে লইয়া সরলার প্রবেশ।

সরলা। কি হচ্চে?

জ্ঞাননাথ। (মাথা চুলকাইয়া) কিছু না। এই ইয়ে, অর্থাৎ—

সরলা। (মৈত্রেয়ীকে) তোকে ছচারটে চপ্‌ খাওয়াচ্ছিল বুঝি?

মৈত্রেয়ী। (হাসিয়া) চপ্‌ নয় জ্যাঠাইমা, ঝালবড়া।

সরলা। (হাসিয়া জ্ঞাননাথকে) তোর মার ছবিটা নামাতো।

জ্ঞাননাথ ছবি নামাইয়া কুশানের উপর রাখিল। সরলা ছবিকে মালা পরাইল। পরে জ্ঞাননাথকে

তুই এবার যা মুখ ধুয়ে আয়।

জ্ঞাননাথের প্রস্থান।

মৈত্রেয়ী। আজকে আবার মালা কেন জ্যাঠাই মা?

সরলা। দাদার কাঁধে একটী ভূত চেপেছে। সেটিকে তাগাতে হবে। তুই আয় আমার সঙ্গে—

উভয়ের প্রস্থান।

ধননাথ ও দীননাথের প্রবেশ। ধননাথ হাত মুখ ধুইয়া একটু ফিট্‌ফাট্‌ হইয়াছে। কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ।

ধননাথ। ভাই, তুমি এই ছবিটার একটা ব্যবস্থা না করলে ভারি বিপদেই পড়তে হবে।

দেয়ালে ছবি না দেখিয়া টেবিলের দিকে চাহিল এবং ফুলের মালা ইত্যাদি দেখিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিল।

দেখেছ? দেখ দেখ, আমার বোনের কাণ্ডটা একবার দেখ, আমার মায়ের পেটের বোন্। মামণি এসব দেখলে কি ভাববে বলতো?

দীননাথ। তাই তো, তোমার তো বিপদই দেখছি।

ধননাথ। বিপদ। একি যেমন তেমন বিপদ। একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

দীননাথ। তুমি একটু স্থির হও। আমি ভাবছি।

গালে হাত দিয়া এক পা ঠক্ ঠক্ করিয়া চিন্তা করে।

ধননাথ। একটা কিছু বিহিত কর ভাই। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

দীননাথ। দাঁড়াও আমি ভাব্ছি।......হুঁ, এক কাজ কর। ছবিটাকে সরিয়ে ফেল।

ধননাথ। সেই চেষ্টা কি আর বাকি রেখেছি? ওসব হবে টবে না।

দীননাথ। তা হ'লে তো মুস্কিল করলে। ছবিও থাকবে অথচ বুঝতেও দেওয়া হবে না? হুঁ—হয়েছে, হয়েছে। দাদা, মাথায় একটা প্ল্যান্ এসে গেছে—আজকে তোমার মায়ের শ্রাদ্ধ।

ধননাথ। তার চাইতে বল না আমার শ্রাদ্ধ!

দীননাথ। আঃ শোনই না।

ধননাথ। শুনব তোমার মাথা। আমার মা মরেছে চল্লিশ বছর আগে, আর তার শ্রাদ্ধ হবে আজ?

দীননাথ। আঃ একই কথা হ'ল। আজ তার—এই যে কি বলে, মৃত্যু-বার্ষিকী, মানে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ।

ধননাথ। ওঃ বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। আচ্ছা বেশ, তারপর।

দীননাথ। হেঁ, হেঁ, দাদা, এ যা প্ল্যান করেছি তাতে বৌদির প্ল্যানটার দফাটি একদম রফা হ'য়ে গেল।

ধননাথ। বলই না ছাই।

দীননাথ। বলছি দাদা বলছি। মামণিকে তুমি বলবে যে আজ তোমার মায়ের শ্রাদ্ধ। তার প্রমাণ—তুমি আমাদের নেমন্তন্ন করেছ। এটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য কথা, কি বল?

ধননাথ। বেশ তারপর?

দীননাথ। তারপর তুমি তোমার মুখখানি ভার ক'রে ছবি দেখিয়ে বলবে—ইনি তোমার পূজনীয়া গর্ভধারিণী।

ধননাথ। (মুখ বিকৃত করিয়া) এটা যে বড্ড বাড়াবাড়ি হ'ল।

দীননাথ। কেন? মামণি তো আর তোমার মাকে কখনও দেখেনি।

ধননাথ। কিন্তু স্ত্রীকে মা বলে চালানো—একটু বাড়াবাড়ি হচ্চে যে।

দীননাথ। হুঁ, তোমার চরিত্রে এখনও দুর্ব্বলতা রয়েছে, হুঁ।

ধননাথ। তাড়াতাড়ি আর একটা কিছু ঠিক কর। সবাই এসে পড়বে যে।

দীননাথ। আচ্ছা তা হ'লে উনি তোমার মা নন্, তোমার ঠাকুরমা।

ধননাথ। (উৎসাহের সহিত) ঠাকুরমা! বলিহারি তোমার মাথা ভাই। আমার ঠাকুরমা, ঠাকুরমা, ঠাকুরমা।

লালিমার প্রবেশ।

এই যে মামণি, এস, এস, ব'স ব'স।

লালিমা ছবির দিকে সন্দেহের সহিত তাকাইল। ধননাথ ও দীননাথ মুখচাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। অন্যান্য সকলের প্রবেশ। সকলের শেষে সরলার প্রবেশ।

সরলা। তোমরা সবাই খেতে ব'স। (হাসিয়া) কিন্তু খাবার দেওয়া মাত্রই খেও না যেন। ভোগ দেওয়া হয়ে গেলে পর তোমরা সুরু করবে।

ধননাথের মুখ শুকাইয়া গেল।

লালিমা। ভোগ! কার ভোগ?

দীননাথ ধননাথকে খোঁচাইতে লাগিল।

সরলা। সে তুমি জান না বুঝি? এই যে দেখছ ছবি···সুরো?

সুরনাথ। পিসীমা?

সরলা। মালাটা একটু সোজা করে দেতো।

সুরনাথ মালা সোজা করিতে লাগিল।

লালিমা। ওটা কার ছবি?

সরলা। (হাসিয়া) দাদা বুঝি বলেনি তোমাকে?

দীননাথ ধননাথকে জোরে খোঁচাইল।

ধননাথ। এ-এ-এই আমি খাবার সময়ই বলব ভেবেছিলাম। ই-ই-ই-ইনি আমার ঠা-ঠা ঠাকুরমা, মামণি, আমার ঠাকুরমা।

সরলা অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। অন্যান্য সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল।

আজ আবার ঠা-ঠা-ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ, মানে, এই যে যাকে বলে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। কি বল, দীননাথ, তোমাকে তো এই জন্যই, মানে তাঁর স্বর্গার্থে, নেমন্তন্ন করেছি?

দীননাথ। জানি দাদা, আশা করি উনি স্বর্গে গিয়ে সুস্থ শরীরেই আছেন। আহা-হা-হা তোমাকে কি ভালই না বাসতেন।

ধননাথ। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) সেই কথা বলে কেন আর কষ্ট দিচ্চ ভাই। যাক্, এস আমরা সকলে ওকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। ঠাকুরমা, মা গো!

টেবিলের উপর মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিল। সুরনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ধননাথ। (টেবিল হইতে মাথা তুলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া) সুরো!

সুরনাথ। বাবা।

ধননাথ। বাইরে আয়। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

ধননাথের প্রস্থান। তাহার পশ্চাতে হতভম্বের মত সুরনাথের প্রস্থান। সরলা গালে হাত দিয়াই রহিল। জ্ঞাননাথ রাগে ছটফট করিতে লাগিল। শান্তা ও মৈত্রেয়ী মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। লালিমার মুখে জয়ের হাসি। দীননাথ মাথা চুলকাইতে লাগিল। সরমা কাঁদিয়া ফেলিল। বলনাথ সরমাকে জড়াইয়া ধরিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—পূর্ব্ববৎ

সময়—একঘণ্টা পরে।

সুরনাথ দুঃখে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে। সরমা তাহার কাছে আসিল এবং তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সরমা। মেজদা!

সুরনাথ। মেজদাকে আর ডাকিস্‌নি। তোদের মেজদা আর নেই।

সরমা। (হাসিয়া) কেন, এই তো রয়েছ তুমি। এইতো তোমার মাথা। তোমার বোন্ তাতে হাত বুলিয়ে দিচ্চে।

সুরনাথ। তুই ছেলেমানুষ, ওসব বুঝবি না। (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই যে এটাকে দেখছিস, এটা তোদের দাদা নয়, এটা তার কঙ্কাল, (বুক চাপড়াইয়া) প্রাণহীন দেহটা খালি পড়ে রয়েছে, কিন্তু তোদের মেজদা রয়েছে ঐ পুকুরের তলায়।

সরমা। পুকুরের তলায়?

সুরনাথ। হাঁ, সাতহাত জলের নীচে ঐ পুকুরের তলায়। আজকেই আমি জলে ডুবে মরব।

সরমা। কেন শুধু শুধু ঘাবড়াচ্ছ? পিসীমা বলেছেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুরনাথ। বল্‌লেই হ'ল? এদিকে যে বাবা স্থাথ্ স্থাথ্ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সরমা। বাবাকে বলেছ যে ঐ স্ত্রীলোকটা শান্তার মা?

সুরনাথ। সে আর বলিনি! একবার নয়, দুবার নয়, হাজার বার বলেছি। কিন্তু শোনে কে? মাতঙ্গিনী নাম মুখে আনলেই বাবা আসেন মারতে। উনি ভাবচেন ওকে ঠকাবার জন্য আমরা মিছে কথা বলছি। আমি ভাবলাম—আর ঝগড়া করে কি হবে, একটা মিট্‌মাট্‌ করে ফেলি। বল্‌লাম বাবা, তুমি না হয় মা'টিকে বিয়ে কর, আমি মেয়েটিকে বিয়ে করি। উঁ-হু-হু এমন একটা ইঁট ছুঁড়ে মারলেন যে আর একটু হ'লে আজ মরেই গিয়েছিলাম।

দীননাথ। (নেপথ্যে) সরমা কই গো। সরমা!

সরমা। (চমকাইয়া) ঐ আর একটা বুড়ো আসছে। এসে অবধি আঠার মত পিছু লেগেছে।

সুরনাথ। (লাফাইয়া উঠিয়া) তোর পেছনে লেগেছে? (আস্তিন গুটাইয়া) আসুক্ এখানে। আজ সব বুড়োর বংশ আমি নির্ব্বংশ করব।

দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। এই যে সরমা। কতক্ষণ তোমাকে দেখিনি বলতো······ (সুরনাথকে দেখিয়া ভয়ে পিছু হটিল।)

সুরনাথ। দেতো একটা কুড়ুল টুড়ুল?

দীননাথ। (ভয়ে) কুড়ুল!

সুরনাথ। হাঁ কুড়ুল। আমি পরশুরাম। আজকে সব বুড়োদের আমি নির্ব্বংশ করব।

দীননাথ। তুমি কি সত্যি বলছ না ঠাট্টা করছ?

একটা গোটা নারিকেল এবং দা হস্তে সরলার প্রবেশ।

সরলা। একটা চাকরকেও পাচ্ছি না। সুরো, এই নারকেলটা ভেঙে দেতো।

সুরনাথ। দিচ্ছি পিসীমা, দিচ্ছি। আগে এই বুড়োটার গলাটা কাটি তারপর······

ইত্যবসরে দীননাথ পলাইয়াছে। সরলার হাত হইতে দা লইয়া বুড়োদের নির্ব্বংশ করিবে বলিয়া সুরনাথ আস্ফালন করিতে লাগিল।

সব বুড়োদের আজ নির্ব্বংশ করব, নির্ব্বংশ করব।

সরলা। সুরো! কি হয়েছে?

সুরনাথ। হবে আবার কি? বুড়োগুলো আমাদের ঠকাচ্ছে, সব লুটে খাচ্ছে। আমরা আজ বিদ্রোহ করব। এই সব অত্যাচারীর দলকে কেটে কুটে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলব। যুগ যুগ ধ'রে এরা যত অত্যাচার এ-এ, অত্যাচার—অনাচার-ব্যভিচার করেছে, আজ তার প্রতিশোধ···

ধননাথ। (নেপথ্যে) সুরো! (সুরনাথ চুপ) সুরো!

সুরনাথের সমস্ত সাহস উড়িয়া গেল।

সুরনাথ। পিসীমা! পিসীমা! নারকেলটা দাও।

ধননাথ ও দীননাথের প্রবেশ। দীননাথ একটা কুলোকে ঢালের মত করিয়া ধরিয়াছে।

ধননাথ। সুরো! তুই নাকি······

ধননাথ সরলাকে দেখিয়া ভীত হইল।

সুরনাথ। পিসীমা, নারকেলটা দাও। আমি কেটে দিচ্ছি।

সরলা। (গম্ভীর ভাবে) তুই দাটা আমাকে দেতো। (দা লইল)।

দীননাথ। দাদা! চলে এস। এযে রণচণ্ডী। ভালয় ভালয় চলে এস।

ধননাথ। (হাসিবার চেষ্টা) চ-চ-চল, আমরা থি-থি-থিয়েটার দেখে আসি। কি বলিস্ সরলা? আমরা থি-থি-থিয়েটার দেখে আসি।

উভয়ের প্রস্থান।

সরলা। (হাসিয়া) সুরো, তুই শান্তাকে নিয়ে একটু বাইরে ঘুরে আয়। আমি ওকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রস্থান।

সরমা। (হাসিয়া, এক হাতে আর এক হাত দিয়া উৎসাহের সহিত কিল মারিয়া) দাদা!

সুরনাথ। ফের কি হ'ল?

সরমা। একটা মৎলব মাথায় এসেছে শোনো। এই দুই বুড়ো জোট পাকিয়েছে। ওদের ছাড়াছাড়ি না হ'লে আমাদের উপায় নেই।

সুরনাথ। কি করে ছাড়াবি?

সরমা। আচ্ছা—শোন বলছি, তোমার কি মনে হয়, বাবা ঐ বুড়োটার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি হবেন?

সুরনাথ। সব কিছুতেই রাজি হবেন। ওর নিজের বিয়ে হ'লেই হ'ল।

সরমা। আমি বলছি—না। এক বুড়ো কখনও আর এক বুড়োর বিয়ে সহ্য করতে পারে না। তার উপর, বাবা যখন দেখবেন যে উনি নিজে বিয়ে করছেন একটা ঝোড়ো কাক—আর ঐ বুড়োটা বিয়ে করছে একটা (নিজেকে দেখাইয়া) ষোড়শী তিলোত্তমা, তখন বাবা ওটাকে কামড়ে খেতে চাইবেন।

সুরনাথ। কিন্তু......

সুরমা। আর কিন্তু নয়। আমি ওকে বাঁদর নাচ নাচিয়ে তবে ছাড়ব। (শান্তার প্রবেশ) এই যে শান্তা বৌদি।

শান্তা। বৌদি?

সুরনাথ। গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল।

সুরমা। (শান্তাকে) তুমি তোমার এই মানুষটাকে সামলাও। উনি পুকুরে ডুবতে চাইছেন। আমি যাচ্ছি একটা কাজে।

প্রস্থান।

শান্তা। তুমি পুকুরে ডুবতে চাইছ ?

সুরনাথ। ডুবেই তো রয়েছি। আমি কি আছি ? আমি নেই, আমি রয়েছি সাত হাত জলের নীচে ঐ পুকুরের তলায় (বুক চাপড়াইয়া) এই যে দেখছ দেহটা এটা শুধু কঙ্কাল। প্রাণহীন দেহটা খালি পড়ে রয়েছে। তোমার সুরনাথ রয়েছে ঐ পুকুরের তলায় সাত হাত জলের নীচে।

শান্তা। ওমা। আমি যে সাঁতার জানি না, তোমাকে তুলব কি ক'রে ?

সুরনাথ। যাও, তুমি ঠাট্টা করছ।

শান্তা। (হাসিয়া) না গো না। ঠাট্টা নয়। পিসীমা বললেন তোমাকে নিয়ে লেক্‌এ বেড়াতে যেতে। বললেন গাড়ী নিয়ে যেতে। আমি বলছি মরবেই যদি—ছোট্ট একটা পুকুরে কেন ? আর একলাই বা মরবে কেন ? বরং দুজনে একসঙ্গে গাড়ীশুদ্ধ ঐ লেকটাতে ডুবে মরব।

সুরনাথ। যাও, তুমি খালি খালি ঠাট্টা করছ।

শান্তা। আচ্ছা, লেক্‌এ ডুবে মরা যখন তোমার পছন্দ হচ্চে না, তখন এস আমরা দুজনেই—দুজনেই—বিষ খাই।

সুরনাথ। (মুখ বিকৃত করিয়া) বিষ !

শান্তা। (পরোক্ষে হাসিয়া এবং প্রত্যক্ষে খুব গম্ভীর হইয়া) হাঁ বিষ।

সুরনাথ। কি বিষ ?

শান্তা। (পরোক্ষে হাসিয়া এবং প্রত্যক্ষে থিয়েটারী ভঙ্গীতে) ভীষণ বিষ, যাকে বলে তীব্র হলাহল, আগুনের মত যা জ্বলবে, এমন ক'রে সে জ্বলবে যাতে হৃদয়ের সব জ্বালাও তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। যাও সুরনাথ এমন বিষ নিয়ে এস যা দাবানলের মত দাউ দাউ ক'রে জ্বলবে। যার এক এক ফোঁটা ভেতরে যাবে আর একটী একটী করে হাড়গোড় সব ছাই হ'য়ে পুড়ে যাবে।

সুরনাথ। (কাঁদিয়া) ও হো-হো-হো······

শান্তা। (পুনরায় থিয়েটারী ভঙ্গীতে) ঘনীভূত আগুনের মত ফোঁটা ফোঁটা সেই বিষে আমাদের হৃদপিণ্ড দুটি জ্বলে যাবে।

সুরনাথ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরনাথ। (কাঁদিয়া) ওরে বাবারে আমি যে গরম সইতে পারি না। এর চাইতে জলই ছিল ভাল। ঠাণ্ডা হ'ত।

সরলার প্রবেশ। শান্তা জিভ্ কাটিল।

সরলা। তোরা এখনও বেরুস নি? একি, তুই কাঁদছিস কেন? (শান্তাকে) কি হয়েছে মা?

শান্তা। (হাসিয়া) কিছু হয়নি পিসীমা।

সুরনাথ। কিছু হয়নি। লিভার, কিড্নী, য়্যাপেন্ডিক্স্ সব জ্বালিয়ে দিয়েছে এখন বলছে কিছু হয় নি।

সরলা। (হাসিয়া) তোমরা একটু বেরোও তো, নইলে আমিও পাগল হ'য়ে যাব।

শান্তা। এক্ষুণি যাব পিসীমা, আমি আমার মার সঙ্গে দুটো কথা বলে যাব।

সরলা। (চটিয়া) তাকে পাবে কোথায়? সে আমার দাদাটিকে নাকে-দড়ি দিয়ে মাঠে মাঠে চড়াচ্ছে।

প্রস্থান

শান্তা। তুমি একবার রাজারামকে ডাকতো।

সুরনাথ। রাজারাম!

রাজারামের প্রবেশ

রাজারাম। দাদাবাবু?

শান্তা। (সুরনাথকে) তুমি একটু ঘুরে এস। আমি মাকে এখানে ডেকে আনছি।

সুরনাথ। আমি থাকলেই ভাল ছিল না?

শান্তা। তুমি থেকে কি করবে?

সুরনাথ। যদি মারধোর করে।

শান্তা। সে ভয় নেই, তুমি যাও।

সুরনাথ। আমি যাচ্ছি কিন্তু আমি দরজার ওদিকেই রইলাম। বলা যায় না তো।

প্রস্থান

শান্তা। রাজারাম, তুমি গিয়ে আমার মাকে বল যে আমার ভীষণ অসুখ করেছে। তাকে এক্ষুণি আসতে বল।

রাজারাম। (অবাক্ হইয়া) হুজুরের মা!

শান্তা। (হাসিয়া) হাঁ আমার মা। ঐ যে তোমাদের কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উনি আমার মা।

রাজারাম। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হুজুরের মা? হেঁ-হেঁ-হেঁ (নাচিবার ভঙ্গী করিয়া) এই তিনিই কি সেই তিনি?

শান্তা। (গম্ভীর হইয়া) হাঁ যাও। ওকে ডেকে নিয়ে এস।

রাজারাম। যদি না আসে হুজুর?

শান্তা। আসতেই হবে। বলবে আমার—আমার—আমার ফিট্ হয়েছে। যাও ছুটে যাও।

রাজারামের ছুটিয়া প্রস্থান এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যস্তভাবে লালিমার প্রবেশ।

লালিমা। (শান্তাকে সুস্থ দেখিয়া) উঃ। যাক্ সেরে গিয়েছে।

শান্তা। (গম্ভীরভাবে) কিছুই সারে নি মা। তুমি বাড়ি চল।

লালিমা। বাড়ি!

শান্তা। হাঁ বাড়ি। তোমাকে এক্ষুণি বাড়ি যেতে হবে।

লালিমা। বলিস্ কি?

শান্তা। (চটিয়া) আমি ঠিকই বলেছি। তোমাকে এই মুহূর্ত্তে বাড়ি

যেতে হবে। আমার মুখে যা চুণকালি মাথিয়েছ তারপর আর এক মিনিটও এখানে থাকা চলে না।

লালিমা। আমি তোর মুখে চুণকালি মাথালাম ?

শান্তা। তোমাকে কি ক'রে বুঝাব মা যে এটা তোমার থিয়েটারও নয় সিনেমাও নয়, এটা একটা ভদ্রলোকের বাড়ি। তোমার ছেলেখেলার জন্য একটা সংসার ছারখার হ'য়ে যাচ্চে। এদিকে সকলে তোমাকে দেখে হাসছে—এমন কি চাকর বাকরগুলি পর্য্যন্ত তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। তুমি এ রকম করবে জানলে আমি কক্ষনও এখানে আসতাম না।

লালিমা। তুই শুধু শুধু আমাকে বক্‌ছিস্। আমি যে সত্যি সত্যি······ (ভয়ে আর বলিতে পারিল না)।

শান্তা। (চমকাইয়া) সত্যি সত্যি তুমি······সুরনাথের বাবাকে······বিয়ে ······করবে ? হো-হো-হো-হো (ভয়ে লালিমা কথা বলিতে পারিল না)

লালিমা। (কিছুক্ষণ পরে) এতে হাসবার কি হ'ল ?

শান্তা। তুমি ক'রবে বিয়ে ? হো-হো-হো-

লালিমা। (ভয়ে ভয়ে) কেন, বিদ্যাসাগর মশাই তো ব'লে গিয়েছেন অরক্ষণীয়া বিধবাদের আবার বিয়ে দিতে।

শান্তা। হো-হো-হো তুমি হ'লে অরক্ষণীয়া। যমেরও কি চোখ নেই ?

লালিমা কাঁদিয়া ফেলিল। ধননাথের প্রবেশ

ধননাথ। (শান্তার দিকে তাকাইয়া) এই যে শুনলাম ফিট্ হয়েছিল ?

শান্তা। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখে সেরে গিয়েছে।

শান্তার প্রস্থান

ধননাথ। হঁ্যা ? (মাথা চুলকাইতে লাগিল) ও কি ? মামনি যে কাঁদছে।

(লালিমা কথা বলে না) আমার মামনি নয়ন মনি যে কাঁদছে। (লালিমা কথা বলে না) আমার পরাণমণি রতনমণি যে কাঁদছে। (লালিমা তবু কথা বলে না। ধননাথ হতাশ হইয়া বলিল) তাহ'লে মামনির ধনুমনি এবার গলায় দড়ি দিক্ (লালিমা—জোরে কাঁদিয়া উঠিল) না-না-না-না, ওটা মিছে কথা বলেছি, মিছে কথা বলেছি।

লালিমা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি আমার গাড়ী ডেকে দাও। আমি এক্ষুনি চলে যাবে।

ধননাথ। চলে যাবে? কোথায় যাবে?

লালিমা। (থিয়েটারী ভঙ্গীতে) কোথায় যাব? যে দিকে দু চোখ যায় আমি সে দিকে যাব। আমি যাব দূর হ'তে দূরান্তরে, সুদূরের আকাশ যেখানে অনন্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমার হৃদয় আজ ভেঙ্গে গিয়েছে, শত সহস্র অযুত লক্ষ নিযুত কোটি অর্ব্বুদ খণ্ডে। (পোজ দিয়া) তাদের পেছনে ফেলে প্রাণহীন আমার দেহটাকে আমি নিয়ে যাব—নিয়ে যাব—(খিল ধরিবার উপক্রম) উঃ—(হাত পা ছুড়িবার চেষ্টা করিয়া) উঃ……

ধননাথ। কি হ'ল মামনি, থামলে কেন? এমন মিষ্টি কথাগুলো…… ও—এখন পোজ্ দিচ্চ বুঝি?

লালিমা। উঃ (হাত পা ছুড়িয়া সোজা হইয়া) উঃ বাঁচা গেল।

ধননাথ। কোথায় না যাবে বলছিলে?

লালিমা। (চটিয়া) হাঁ, আমি বাড়ি যাব।

ধননাথ। বল কি? বাড়ি যাবে!

লালিমা। হাঁ, আমি বাড়ি যাব।

ধননাথ। বাড়ি যাবে! তোমার হ'ল কি? সিমলা, কাশ্মীর, উটাকামণ্ড, প্যারিস, ভিয়েনা, মস্কো থাকতে তুমি কিনা যেতে চাও বাড়ি! (কাঁদো

কাঁদো হইয়া) অন্ততঃ পক্ষে লেকটার কথাও কি তোমার মনে হ'ল না?

লালিমা। শান্তা আমাকে যমের বাড়ি যেতে বলেছে। আমাকে গাড়ী ডেকে দাও।

ধননাথ। গাড়ী চড়ে যমের বাড়ি কেন? তার চাইতে বরং চল লেক্‌এ যাই।

লালিমা। না, আমি যমের বাড়িই যাব। শান্তা বলেছে তুমি বুড়ো।

ধননাথ। য়্যাঁ! বুড়ো! আমি বুড়ো! মেয়েটা ভারি মিছে কথা বলে তো।

লালিমা। শান্তা বলেছে তোমার মাথা খারাপ।

ধননাথ। য়্যাঁ, মাথা খারাপ! আমার মাথা খারাপ! মেয়েটা ভারি মিছে কথা বলে তো।

লালিমা। তোমার ছেলে মেয়েরাও বলেছে তোমার মাথা খারাপ।

ধননাথ। (চটিয়া) য়্যাঁ, আমার ছেলে মেয়েরাও বলেছে! আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কার মাথা খারাপ। আমার মাথা খারাপ! কি আস্পর্দ্ধা। খাচ্ছিস্ আমারটা, পরছিস্ আমারটা, আবার বদনামও করছিস্ আমার! কি আস্পর্দ্ধা আমার নামে মিছে কথা! (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমি ধননাথ ক'লাখ টাকার মালিক—আমার কিনা মাথা খারাপ?

লালিমা। তারা বলেছে, তোমাকে রাঁচি পাঠাবে।

ধননাথ। রাঁচি পাঠাবে! রাঁচি পাঠাবে আমাকে? আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি। ওদের আগে রাস্তায় পাঠাচ্ছি। তুমি চল তো আমার সঙ্গে। আমি কালই আমার সম্পত্তি তোমাকে দানপত্র করে লিখে দেব। সবাই দেখুক্ কার মাথা খারাপ।

লালিমা। ও সব তোমার মিছে কথা।

ধননাথ। মিছে কথা! আচ্ছা তুমি এক্ষুনি চল উকিলের বাড়ি। আজই,

এই মুহূর্তে তাকে বলে দেব দানপত্র লিখতে। আজই আমি দেখিয়ে দেব কার মাথা খারাপ। আজই আমি সবাইকে দেখিয়ে দেব কে এ বাড়ির মালিক। (চীৎকার করিয়া আস্ফালন করিয়া) এই বাড়ির মালিক আমি—আমি—আমি (সরলার প্রবেশ। ধননাথ ঢোক গিলিল।) মানে—মানে—(লালিমাকে) তুমি কি না বলছিলে?

লালিমা। আমি কিছুই বলিনি। তুমি বলেছিলে উকিলের বাড়ি যেতে।

ধননাথ। উকিল! কোন্ উকিল? কোথাকার উকিল? আমি তো কোনও উকিলকে চিনিনা। (হাত ঝাঁকিয়া লালিমাকে বাহিরে যাইবার ইঙ্গিত করিল। পরে সরলার প্রতি) হেঁ-হেঁ-হেঁ-সরলা চায়ের সময় দুটো পকোড়ি টকোড়ি দিবি তো? (সরলা মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে গেল। ধননাথ লালিমাকে হাত ঝাঁকিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল। লালিমার প্রস্থান।) তুই অনেক দিন আমার গান শুনিস্ নি সরলা। হেঁ-হেঁ-হেঁ-আচ্ছা সেই শ্যামা সঙ্গীতটা ধরি, কি বলিস্? (সুর করিয়া)

গান

দোষ তো কারুর নয় মা শ্যামা
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি ওমা।

সঙ্গে সঙ্গে মেজাজের সহিত 'বৌদি বৌদি' ডাকিতে ডাকিতে
দীননাথের প্রবেশ। ধননাথ বাঁচিল।

ধননাথ। (গলা পরিষ্কার করিয়া) ওঃ আমার অষুধ খাওয়া হয় নি তো। ওঃ ভারি ভুল হ'য়ে গিয়েছে তো।

প্রস্থান।

দীননাথ। বৌদি!

সরলা। অত মেজাজ কেন তোমার ?

দীননাথ। মেজাজ হবে না ! আমাকে দা দিয়ে কাটতে চাইছিলো, আমার মেজাজ হবে না ! তুমি বল কি বৌদি ? আমার দস্তুর মত মেজাজ হওয়া উচিত।

সরলা। বেশ, তোমার মেজাজ হোক্। কিন্তু এত লোক থাকতে তোমাকেই কাটতে আসার মানে কি ?

দীননাথ। তুমিই বলতো বৌদি। এত লোক থাকতে আমাকেই কাটতে আসার মানে কি ? কেন, কত রাজা রাজরা রয়েছে, গণ্ডা গণ্ডা মন্ত্রী রয়েছে, কাটনা গিয়ে তাদের মাথা। তাদের একটাকে কাটলে বলতাম —হ্যাঁ, বাহাদুর ছেলে বটে। কাজের মত একটা কাজ করা হ'ত, হৈ চৈ পড়ে যেত, ছবি বেরুত, কাগজে লেখা-লিথি হ'ত, মিটিং হ'ত, মিছিল হ'ত, হাটে বাজারে ইস্কুলে কলেজে পথে ঘাটে একটা সোরগোল পড়ে যেত। কিন্তু তা নয়, উনি কাটতে এলেন আমার মাথা কি অন্যায় বল তো।

সরলা। তুমি কি করেছিলে ?

দীননাথ। (ঢোক গিলিয়া) এ-এ-এ কিছুই না, কিছুই করিনি।

সরলা। তুমি নাকি সরমাকে বিরক্ত করছিলে ?

দীননাথ। বি-বি-বিরক্ত ! বিরক্ত ! কলেজে পড়া মেয়েগুলো ভারি পাজি তো। এত হেসে হেসে কথা কইলাম তাতেও বিরক্ত !

সরলা। অত বেশী হাসা ভাল নয়।

দীননাথ। আমি, হাসলেই ভাল নয়। কিন্তু কলেজের ছোঁড়াগুলো যখন হেসে হেসে কথা কয়, তখন তো বিরক্ত হয় না।

সরলা। কিন্তু তুমি তো আর ছোঁড়া নও।

দীননাথ। (চটিয়া) সাধে কি আর গোলামখানা বলে। কলেজে

প'ড়ে এই তোমাদের শিক্ষা হয়েছে। শিক্ষা নয় তো কুশিক্ষা। আজে বাজে সব বই পড়ে পড়ে এক একজন খালি অবিদ্যার পাহাড় হয়েছে।

সরলা। সত্যি ভাই তুমি ভারি বকতে পার।

দীননাথ। বাজে বকছি?

সরলা। আগা-গোড়া বাজে।

দীননাথ। আচ্ছা, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ঠোঁট চাপিয়া তীব্র ভাবে তাকাইয়া) আশা করি লেখা পড়া শিখে তুমি একেবারে নাস্তিক হও নি।

সরলা। না, নাস্তিক হব কেন?

দীননাথ। বেশ। তুমি তা হ'লে আত্মা বলে একটা জিনিষ আছে তা মানো?

সরলা। মানি তো।

দীননাথ। বেশ। এই দেহটার ধ্বংস আছে কিন্তু আত্মার ধ্বংস নেই তা মান?

সরলা। আচ্ছা তারপর?

দীননাথ। তা হ'লেই আত্মাটা যে দেহটার চাইতে বড় একথা তোমাকে মানতে হচ্চে।

সরলা। বেশ, মানলাম।

দীননাথ। অতএব প্রমাণ হ'ল যে দেহটাকে বড় ক'রে দেখার নাম অবিদ্যা। ছেলে ছোকরার হাসিটাকে আমার হাসিটির চাইতে বড় করে ভাবার মানে তোমাদের কুশিক্ষা হয়েছে।

সরলা। হো-হো হো—তুমি বুঝি এই কথাটাই প্রমাণ করতে চাইছিলে?

দীননাথ। প্রমাণ আমি করিনি, প্রমাণ করেছে—বেদ উপনিষদ্ পুরাণ

কোরাণ বাইবেল। আমি শুধু ব্যাখ্যা করেছি। আত্মার মিলন হচ্চে সত্যিকারের মিলন। বাইরের দেহটা (মুখ বিকৃত করিয়া) ছ্যাঃ।

সরলা। তোমার আত্মাটা তাহ'লে একটা কচি মেয়ের আত্মার পেছনে লাগল কেন?

দীননাথ। তুমি ভারি উল্টো তর্ক কর। কচি দেখলে কোথায়? বলি, কচি দেখলে কোথায়? ঐ তো তোমাদের দোষ, ছাই মাটি সব পড়বে কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সকল রত্ন রেখে গিয়েছেন তা একবারও খুঁজে দেখবে না। উপনিষদটা একবার প'ড়ো। দেখবে তাতে লেখা রয়েছে যে অন্ধকারে একটা দড়িকেই সাপের মত দেখায়। তুমি অন্ধকারে রয়েছ বৌদি, তোমার জ্ঞান চক্ষু এখনও ফোটেনি, তাই আমাকে দেখছ বুড়ো আর ওকে দেখছ কচি। আসলে আমিও বুড়ো নই সরমাও কচি নয়।

সরলা। তাহ'লে তোমরা কি?

দীননাথ। কিছুই নই। সব শুধু মায়া আর মরীচিকা। আমি নেই, তুমি নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, তিন হাজারী মন্ত্রী নেই, দশ হাজারী লাট সাহেব নেই, এমন কি ইংরাজের টিকি পর্য্যন্ত নেই, বৌদি, মোছলমানের লুঙ্গি নেই আর মেম সাহেবের গামছাও নেই, সব শুধু মায়া আর মরীচিকা।

সরলা। হো-হো-হো।

দীননাথ। তোমার বিশ্বাস হ'ল না বুঝি?

সরলা। তুমি বলছ সব-ই মায়া?

দীননাথ। আলবৎ মায়া।

সরলা। ঢাকার যে হিন্দু-মুসলমানের মারামারি হ'ল এটাও মায়া?

দীননাথ। কি যে বলছ বৌদি! ঢাকাই নেইতো মারামারি হবে কোথায়? হিন্দুও নেই মুসলমানও নেই, তাহ'লে মারামারি করবে কে? আর সাহেবই যখন নেই তখন মারামারিটা দেখবে কে?

সরলা। হো-হো-হো।

দীননাথ। তুমি তবু বুঝলে না?

সরলা। বুঝলাম তো। কিন্তু তোমার যে কেন মেজাজ হ'ল তাতো বুঝলাম না এখনও।

দীননাথ। মেজাজ হবে না? তোমার ভাইপো আমাকে দা-দিয়ে কাটতে চাইবে আর আমার মেজাজ হবে না?

সরলা। দা-ই নেই তো কাটবে কি দিয়ে? তোমার গলাই নেই তো কাটবে কোন্ ছাই? তোমাকে এসব বলেই বা কি লাভ? তোমার মাথাই নেই তুমি বুঝবে কি দিয়ে?

দীননাথ। তুমি বড় উল্টো তর্ক কর।

সরলা। তর্ক এবার থাক্। সারাদিন বাড়িতে বসে আছ কেন? একটু বেড়িয়ে এস না।

দীননাথ। বেড়িয়ে আর আসছি না। যতসব পাগল এখানে জুটেছে। তুমি মৈত্রেয়ীকে ডেকে দাও, আমি ওকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যাব।

সরলা। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

দীননাথ। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। তোমাদের একগুষ্টির মাথা খারাপ হয়েছে। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) একটু হেসে হেসে কথা কয়েছি, বলে কিনা বিরক্ত করেছি। আজকালকার মেয়েদের এই কুশিক্ষা দেখে আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সরলা। মেয়েই নেই তো মরবে কাকে দেখে?

দীননাথ। (চীৎকার করিয়া) উঃ এমন উল্টো তর্ক কেউ কখনও শুনেছে?

সরলা (হাসিয়া) যাক্ আর তর্ক করব না। আমার অনেক কাজ রয়েছে। কিন্তু বলে যাচ্চি যদি বাড়াবাড়ি করতো তোমার মাথায় ঘোল ঢেলে ছাড়ব।

সরলা চলিয়া গেল। সে যখন দরজার কাছে তখন

দীননাথ। (কিল দেখাইয়া) মাথাই নেই তো ঢালবে কোথায়?

সরলা হাসিয়া চলিয়া গেল। অপর দরজা দিয়া সরমার প্রবেশ।

সরমা। বাব্বা। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গিয়েছি।

দীননাথ। (সন্দেহের সহিত) কাকে খুঁজছিলে?

সরমা। কাকে আবার খুঁজব? আপনাকেই খুঁজছিলাম।

দীননাথ। (সভয়ে) তোমার দাদাও খুঁজছে নাকি?

সরমা। (হাসিয়া) না, না, দাদা এখন শান্তাকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে।

দীননাথ। (খুসি হইয়া) তুমি বুঝি একলা রয়েছ?

সরমা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) কি আর করি? কেই বা চাইছে আমাকে?

দীননাথ। হেঁ-হেঁ হেঁ সত্যি বলছ তো?

সরমা! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমার কপালই খারাপ। নইলে যার জন্য বাড়ি খালি করলাম সেই কিনা বিশ্বাস করছে না।

দীননাথ। সত্যি বলছ তো? (দীননাথ পা অবশ হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল)

সরমা। আহা হা, পড়ে যাচ্ছেন যে।

দীননাথ। পড়ব না? আমি কি আর আছি?

সরমা। (হাত ধরিয়া) কিন্তু লাগবে যে।

দীননাথ। লাগলেই ভাল। বেঁচে আছি না মরে গেছি তা বুঝতে পারতাম।

সরমা চিন্তা করিতে করিতে ঈষৎ হাসিতে লাগিল।

তুমি কি ভাবছ?

সরমা। (দীননাথের হাত ছুঁড়িয়া ফেলিল। দীননাথ পুনরায় পড়িবার উপক্রম করিল) ভাবছি, প'ড়ে গেলে বেশ হ'ত।

দীননাথ। (ক্ষুব্ধ হইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) তার মানে?

সরমা। ওঃ কি মজাটাই হ'ত।

দীননাথ। আমি প'ড়ে গেলে তোমার মজা হ'ত?

সরমা। নিশ্চয়! আমি নার্স হ'য়ে সেবা করতে পারতাম, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতাম, তেল মালিশ করে দিতাম, পা টিপে দিতাম, ওঃ আমার নারীজন্ম সার্থক হ'ত।

দীননাথ। (একগাল হাসিয়া) আজকাল কলেজে এসবও শেখায় নাকি?

সরমা। আমাদের এক শিক্ষয়িত্রী বলেন—নারীর ধর্ম্মই হ'ল সেবা। ছেলে ছোক্‌রা বিয়ে করলে সেবা করবার সুযোগ পাবে কোথায়? উনি বলেন একটু বুড়ো সুড়ো দেখে বিয়ে করলে সেবা করবার অফুরন্ত সুযোগ পাওয়া যাবে, নারীজন্ম সার্থক হবে।

দীননাথ। ভারি ভাল পড়ান তো তোমাদের শিক্ষয়িত্রী।

সরমা। উনি বলেন ষাট বছরের আগে কোনও পুরুষ স্বামী হবার উপযুক্ত হয় না। স্ত্রীকে তার সতীধর্ম্ম পালন করবার সুযোগ যদি না দিতে পারে তবে আবার স্বামী কি?

দীননাথ। এইগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সিলেবাস্ বুঝি?

সরমা। উনি বলেন—আজ বাত, কাল পেটের অসুখ, পরশু হাঁপানী এই রকম করে দিনের পর দিন স্ত্রীকে সেবাধর্ম্ম শিখবার সুযোগ সুবিধা দিয়ে স্বামী যখন সংসারের মায়া ত্যাগ করে স্বর্গে চ'লে যান তখনও তাঁর স্ত্রীকে সারাজীবন বৈধব্যের সংযমের মধ্য দিয়ে সতীধর্ম্মের একটা আদর্শ দেখাবার সুযোগ দিয়ে যান। ইয়ার্কি করার জন্ত অনেক

ছেলে ছোকরা স্বামী পাওয়া যায় কিন্তু ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করা তাদের কর্ম্ম নয়।

দীননাথ। ভদ্র মহিলা খুব ভাল কথা শেখান তো। ওর মাইনে বাড়ান উচিত।

সরমা। (দীননাথকে আপাদমস্তক দেখিয়া) কিন্তু আপনার বয়স বড্ড কম।

দীননাথ। ছি, ছি, ছি, আমার বয়স কম! তুমি কি যে বলছ। আমি যে থুনথুনে বুড়ো—যাকে বলে স্থবির বা অথর্ব্ব।

সরমা। উ, হুঁ, বিশ্বাস হয় না। আপনার মাথার চুল এখনও কাঁচা রয়েছে। (যাইতে উদ্যত)

দীননাথ। (মাথার পরচুলা খুলিয়া) সরমা! সরমা! এটা পরচুলা সরমা। আমার একটিও কাঁচা চুল নেই। এই দেখ আমার সব চুল পাকা, মস্তবড় টাকও রয়েছে। (পা টলিতে টলিতে সরমার পিছু পিছু যাইতে লাগিল) আমার বয়স মোটেই কম নয়, এই দেখ আমার দাঁতও পড়েছে।

সরমা। না, আপনার বয়স বড্ড কম।

প্রস্থান।

দীননাথ। সরমা, সরমা, ও সরমা, ভাল ক'রে দেখে যাও, আমার একটিও নিজের দাঁত নেই। সব ক'টিই বাঁধানো।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ধননাথের বাড়ির সম্মুখে একতলার বারান্দা। বারান্দায় কয়েকখানি আরাম কেদারা। সম্মুখে বাগানের কিয়দংশ। আকাশে চাঁদ।

সময়—সন্ধ্যা।

সরমা।

—গান—

সাঁঝের আকাশে
নব চাঁদ হাসে
এখনি আসিবে যামিনী।
হৃদয় আকাশে
প্রেম চাঁদ হাসে
বিরহে কাটিবে রজনী।
রজনী গো,
দাঁড়াও ক্ষণেক দুয়ারে।
আঁধার আলোকে
এখনো দেখিনি বঁধুরে।
আকাশে চাঁদের আলো
নয়নে লেগেছে ভালো
হৃদয়ে শুনেছি তাঁরি চরণধ্বনি।
ঐ এলো, ঐ এলো, মন-হরনী।

একখানি চিঠি হাতে লইয়া সরলার প্রবেশ।

সরলা। ওরা কেউ এখনও ফেরেনি ?

সরমা। না পিসীমা।

সরলা। এদিকে যে রান্নাবান্না তৈরি।

সরমা। আসবে এক্ষুনি। যার যার সঙ্গী নিয়ে বেরিয়েছে, একটু দেরী তো হবেই।

সরলা। তোকে কেউ বলেনি সঙ্গে যেতে ?

সরমা। আমি ওদের সঙ্গে গিয়ে কি করব ?

সরলা। (হাসিয়া চিঠি দেখাইয়া) কিন্তু তোকেও সঙ্গে নেবার লোক এসে যাচ্চে। (সরমা সঙ্কুচিত হইল) বিশ্বনাথের বাবা চিঠি লিখেছে যে বিশ্বনাথ এসে আমাদের এখানেই উঠবে। আজ রাত্তিরেই পৌঁছে যাবে। কিন্তু বিশ্বনাথের মেজাজ শুনেছি ভারি কড়া। (হাসিয়া) আমার দেওর কোথায় ?

সরমা। (হাসিয়া) কি জানি, সাজগোজ করছেন বোধ হয়।

সরলা। যাই, একটু সাবধান করে দিই। একটা মারামারি আবার না হয়।

প্রস্থান।

সরমা। —গান—

বান এলো, ঐ বান এলো।

বান এলো যে নদীতে মোর

ভাসে দুকূল।

আজকে ফুটিল আমার বিয়ের ফুল।

বান এলো, ঐ বান এলো।

চরণ ধ্বনি তার জানি জানি।

হৃদয় বনপথে শুনি শুনি।

চমকি মন পথে চাহি চাহি,
মন কোকিল ওঠে গাহি গাহি।
মনের নদী আমার ছাপালো কূল।
আজকে ফুটিল আমার বিয়ের ফুল।

মন কোকিল ডাকে কুহু কুহু,
হৃদয় বলে শুধু উহু উহু।
গগনে ঝরে আজি মধু মধু,
নিঝুম রাতে দেখি বঁধু বঁধু
পুলকে কাঁপে আমার মন মুকুল।
আজকে ফুটিল আমার বিয়ের ফুল।

আসিবে আজি মোর সাথী, সাথী,
আসন রাখি তাই পাতি পাতি।
আকাশ পথে বঁধু আসে আসে।
পুলকে মন তাই হাসে হাসে।
মন ময়ূর আমার নাচে দোদুল
আজকে ফুটিল আমার বিয়ের ফুল।

দীননাথের প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া অতিশয় বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

দীননাথ। হো-হো-হো-হো তুমি যে একেবারে বিয়ের ফুল ফুটিয়ে দিলে। হো-হো-হো-

সরমা। মন যখন ঠিক করেছি তখন তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই ভাল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ক'দিনই বা আপনি বাঁচবেন।

দীননাথ। সত্যি, আজকালকার কলেজগুলো খাসা। মেয়ে নয় তো যেন

এক একটী রেলগাড়ী। হো-হো-হো। কেমন সেজেছি আমি বলতো? কারুর বাবারও সাধ্যি নেই যে বলে আমার বয়স ষাট বছরের কম।

সরমা। (হাসিয়া) এবার সত্যি বুড়ো দেখাচ্চে।

দীননাথ। তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

সরলার প্রবেশ।

সরলা। ওমা তুমি যে বহুরুপী!

দীননাথ। বৌদি, বলতো আমার বয়স কত?

সরলা। দেখে তো মনে হয় ষাট।

দীননাথ। হো-হো-হো-ষাট নয় বৌদি, বাহাত্তর, বাহাত্তর। তার উপর (হাতে গুনিয়া গুনিয়া) আমার আমবাত হয়েছে, গেঁটেবাত হয়েছে, অম্লশূল, পিত্তশূল হয়েছে; পিলে আর লিভার দুটোই পেকেছে, এমন কি হাঁপানীও হয়েছে বৌদি। (হাঁপাইয়া) যারা সেবা করতে চায় তারা আমার মতন আর একটীও পাবে না এই বাংলা দেশে। হো-হো-হো……

সরমার চোখে দুষ্ট হাসি। সরলা বুঝিল ব্যাপারটা কি।

সরলা। (হাসিয়া) এতগুলো অসুখ দেখেও যম যে কেন লোক পাঠাচ্ছে না তোমার জন্য।

দীননাথ। পাঠাবে, পাঠাবে বৌদি, ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজবে। নইলে যে সেবা করবে সে বিধবা হ'বে কি করে? হেঁ-হেঁ-হেঁ—বিধবা না হ'লে ধর্ম্মের আদর্শইবা কে দেখাবে? হেঁ-হেঁ-হেঁ-বৌদি, জগতের সামনে আমাদের এই আদর্শ যাতে সংখ্যায় দিন দিন বেড়ে যায় তারই জন্য আমাকে বিবাহ করতে হবে। হেঁ-হেঁ-হেঁ আমাদের এই আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য মরেও সুখ—বৌদি মরেও সুখ। হেঁ-হেঁ-হেঁ—

সরলা। তোমার মরণই ভাল।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

দীননাথ। সুন্দরি! তোমার পায়ের কাছে অতিথি হাজির (হাঁটু গাড়িয়া) এবার তাকে সৎকার কর।

সরমা। (এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া) কি করছেন আপনি? উঠুন, উঠুন, কেউ এসে পড়বে।

দীননাথ। আসুক্ না। ধর্ম্ম কর্ম্মে আমি পাহাড়ের মত অটল।

ধননাথ এবং লালিমার হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ।

ধননাথ থমকিয়া দাঁড়াইল।

সরমা। বাবা আসছেন।

দীননাথ। য়্যাঁ—(উঠিয়া দাঁড়াইল) এই ইয়ে মানে—

ধননাথ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) মানেটা কি?

দীননাথ। এই ই'য়ে মানে, আমি আর সরমা অর্থাৎ যেমন তুমি আর মামণি—হেঁ-হেঁ-হেঁ।

ধননাথ। রেখে দাও তোমার হেঁ-হেঁ-হেঁ। (সরমাকে) তুমি বাড়ির ভিতরে যাও। (লালিমাকে) তুমিও যাও।

লালিমা ও সরমার প্রস্থান।

দীননাথ। এই ই'য়ে মানে, আমিও বাড়ির ভিতরেই যাই। (যাইতে উদ্যত)

ধননাথ। দাঁড়াও। দীননাথ থমকিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় সুরনাথ শান্তা জ্ঞাননাথ এবং মৈত্রেয়ীর প্রবেশ।

দীননাথ। (সুরনাথকে দেখিয়া সভয়ে) এ-এ-এ-মানে এখন থাক্ না তোমার বিয়ের কথাটা।

ধননাথ। (চটিয়া) আমার বিয়ে! তুমি কি হাঁটু গেড়ে ব'সে আমার বিয়ের কথা বলছিলে?

দীননাথের ইঙ্গিতে ঘুরিয়া ধননাথ সকলকে দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া রাগে গড়গড় করিতে লাগিল। দীননাথ সুরনাথ হইতে দূরে সরিয়া ধননাথের পশ্চাতে আশ্রয় লইল।

সুরনাথ। কি হয়েছে বাবা?

দীননাথ। (ধননাথের পশ্চাৎ হইতে মাথা উঁচু করিয়া) কি-কি-কিছু হয়নি বাবা। এই ই'য়ে মানে দুটো ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা হেঁ-হেঁ-হেঁ মানে, কিছুই না আর কি। মৈত্রেয়ী, তুমি—তুমি বাড়ির ভিতরে যাও মা, এদেরও নিয়ে যাও।

সকলে যাইতে লাগিল। সুরনাথ দাঁড়াইয়া রহিল।

তুমিও যাও বাবা, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

সুরনাথ এবং অন্যান্য সকলের প্রস্থান।

বাবাঃ! সৎকার্য্যে অশেষ বিঘ্ন।

ধননাথ। (আস্তিন গুটাইয়া) তোমাকে সৎকাজ দেখাচ্ছি।

দীননাথ। আঃ চট কেন দাদা?

ধননাথ। চটব না! কুষ্মাণ্ড কোথাকার। তোমার মত একটা বুড়োর কাছে আমি মেয়ের বিয়ে দেব?

দীননাথ। কিন্তু তুমি তো আমার চেয়েও বুড়ো। তুমি যদি মামণিকে বিয়ে করতে পার তো আমি কি গাঙ্ দিয়ে ভেসে এসেছি?

ধননাথ। উল্টো তর্ক করে আমাকে চটিও না বলছি।

দীননাথ। উল্টো তর্ক হ'ল!

ধননাথ। আলবৎ উল্টো তর্ক। আমি কি তোমার মত অথর্ব্ব হ'য়ে পড়েছি? (ঘুষি বাগাইয়া) আমার মাস্‌ল্‌এ রীতিমত জোর রয়েছে। দেখ একবার টিপে।

দীননাথ। থাক্, আমি মাস্‌ল্ চাই না দাদা, আমি চাই পিত্তশূল, অম্লশূল, আমবাত, গেঁটেবাত আর হাঁপানী, তোমার মেয়ের যে তাই পছন্দ। সবাই তো আর মাস্‌ল্ চায় না; তোমার মেয়ে চায় ধর্ম্মকর্ম্ম করতে।

ধননাথ। (রাগে নিজের চুল ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়া) চুপ-রাও-বেল্লিক।

দীননাথ। চট কেন দাদা, আঃ থুরি, তুমি যে এখন শ্বশুর-মশাই।

ধননাথ। তোমার গুষ্ঠির মাথা। যত সব পাগল এসে জুটেছে আমার বাড়িতে।

সরলার প্রবেশ।

সরলা। তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছ কেন?

ধননাথ। চীৎকার করব না! এই বেল্লিকটা বলছে··

দীননাথ। (ধননাথকে বাধা দিয়া) আচ্ছা, তুমিই বলতো বৌদি। আমি বলছি—মামণির বয়স মোটেই ষোলো নয়, ওর বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু তোমার দাদা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

ধননাথ প্রথমে অবাক্ হইল, পরে নিঃশব্দে আস্ফালন করিতে লাগিল।
দীননাথ ভয়ে দূরে সরিল।

সরলা। যার যে রকম চোখ। চোখে ছানি পড়লে ওরকম হয়েই থাকে। যাক্ তোমরা বাড়ির ভেতরে এস। এক্ষুনি খেতে বসতে হবে। (যাইতে উদ্যত)

দীননাথ। (সভয়ে) বৌদি, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

সরলা। দাদা, বিশ্বনাথ আসছে আজ রাত্তিরেই। ওর বাবা চিঠি লিখেছে।

সরলা এবং তাহার পশ্চাতে দীননাথের ভয়ে ভয়ে প্রস্থান।

ধননাথ। (হাতে ঘুষি মারিয়া) বিশ্বনাথ আসছে। (দীননাথের উদ্দেশ্যে ঘুষি দেখাইয়া) তোমার যম আসছে, উল্লুক, তোমাকে বিয়ে করা দেখিয়ে দেব।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—ধননাথের খাবার এবং বসিবার ঘর। আসবাবপত্র পূর্ব্ববৎ।
ধননাথের মৃতা স্ত্রীর ছবি দেওয়ালে। দলে দলে বলনাথ
বাদে অন্যান্য সকলের প্রবেশ। সকলে
দাঁড়াইয়া কথা বলিতে লাগিল।
সময়—অল্প রাত্রি।

সরলা। তোমরা এবার খেতে বসবে?

ধননাথ। বসাই তো উচিত। সেই কখন এরা খেয়েছে—ক্ষিদে তো পেয়েইছে। কি বল মামণি?

লালিমা। না, এমন আর কি দেরী হয়েছে। তবু তুমি যখন বলছ, তাছাড়া ডাক্তাররা বলে সময় মত খেলে দেহের গড়নটা ঠিক থাকে।

দীননাথ। ভাঙ্গন যখন ধরে তখন সাবধান হওয়াই ভাল, হি-হি-হি-হি।

ধননাথ। সরলা, এই বুড়ো বাঁদরটাকে সাবধান করে দে, নইলে আমিও পাগল হ'য়ে যাব।

সরলা। তোমরা সব খেতে বস তো। ভাত পেটে গেলেই মেজাজটা ঠাণ্ডা হবে।

সরমা। কিন্তু পিসীমা, খোকন এখনও আসে নি। ওকে ফেলে আমি খাব না।

ধননাথ। কিন্তু খোকনের জন্য দেরী ক'রে ক'রে মামণির দেহের গড়নটাকে নষ্ট করে ফেলতে পারি না।

সরলা। ওর গড়ন পেকে ঝুনো হ'য়ে গিয়েছে দাদা, খারাপ হবার ভয় আর নেই।

দীননাথ। হো-হো-হো-হো।

ধননাথ। চুপ-রাও বেল্লিক।

সরলা। আঃ দাদা, কেন হল্লা করছ? ছেলে মেয়েরা রয়েছে, এদের দেখেও তো একটু সামলে কথা বলা উচিত।

ধননাথ। আমি কিছু বল্‌লেই তুই চোখ রাঙাস্‌ কিন্তু এই ছোটলোকটা যে কি কুমৎলব পাকাচ্ছে সে দিকে তোর খেয়াল আছে?

সরলা। কিন্তু বিশ্বনাথ এসে তোমাদের এই চ্যাঁচামেচি শুনলে তক্ষুনি পালাবে।

ধননাথ। য়্যাঁ-হুঁ।

মাথা চুলকাইতে লাগিল। রাজারামের প্রবেশ।

রাজারাম। বিশ্বনাথ বাবু এসেছেন—হুজুর।

ধননাথ। (চমকাইয়া) কে?

সরলা। ওকে এ ঘরেই নিয়ে আয়।

ধননাথ। দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া। মামণি ব'সে পড়। তোমরা সব্বাই ব'সে পড়।

সকলের উপবেশন। লালিমার একপার্শ্বে ধননাথ, অপর পার্শ্বে দীননাথ।

যা, এবার ডেকে নিয়ে আয়।

রাজারামের প্রস্থান।

দীননাথ। বিশ্বনাথ কে ?

ধননাথ। (দাঁত চাপিয়া) তোমার যম।

'তোমাকে ধরতে হবে না' 'আমি নিজেই পারব' ইত্যাদি বলিতে বলিতে রাজারামের সঙ্গে বিশ্বনাথের প্রবেশ। তাহার এক হাতে একটা হাতুরি, কিছু যন্ত্রপাতি, কিছু লোহালক্কর এবং অপর হাতে একটা ভাঙ্গা প্যারাম্বুলেটর এবং একটা ছেলেদের ভাঙ্গা সাইকেল। পরিধানে হাফ্‌প্যাণ্ট, হাফ্‌সার্ট, মাথায় শোলার টুপি। তাহার ইত্যাকার রূপ দেখিয়া সরমা হাসিয়া ফেলিল। দীননাথ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। রাজারাম মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিল।

দীননাথ। এ আবার কোন্ রূপ ?

বিশ্বনাথ। এইগুলোর কথা বলছেন ? ঠনঠনেতে সস্তাদরে পেলাম তাই নিয়ে এলাম। ওঃ প্রণাম করা হয়নি তো। একটু ধরুন।

দীননাথের হাতে প্যারাম্বুলেটর এবং সাইকেল চাপাইল।

আপনি এইগুলো ধরুন।

বাকী জিনিষগুলি লালিমার হাতে চাপাইল। পরে দীননাথকে বলিল

আপনিই বুঝি শ্বশুরমশাই ?

দীননাথকে প্রণাম করিতে উদ্যত।

দীননাথ। শ্বশুর !

বিশ্বনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ শ্বশুর। বাবা বললেন আপনার মেয়ে সরমার সঙ্গে আমার বিয়ে।

দীননাথ। (চীৎকার করিয়া, সাইকেল ইত্যাদি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) সরমার সঙ্গে তোমার বিয়ে ! বিয়ে নয় উল্লুক, তোমার আজকে শ্রাদ্ধ। তোমার জন্য আজ বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করব।

সরলা। ঠাকুরপো !

দীননাথ। কে তোমার ঠাকুরপো? তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। মেয়ে চায় আমাকে বিয়ে করতে, আর এদিকে তোমরা ষড়যন্ত্র করে নিয়ে এসেছ এই বাঁদরটাকে!

সরমা পলায়ন করিল।

মৈত্রেয়ী। বাবা!

দীননাথ। কে কার বাবা? আমি কারুর বাবা টাবা নই।

মৈত্রেয়ী। জ্যাঠাইমা, আমাদের গাড়ী ডেকে দাও। এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে।

দীননাথ। ডাক্তার দেখাবি তো দেখা (ধননাথকে দেখাইয়া) এই বুড়োটাকে আর (লালিমাকে দেখাইয়া) এই বুড়িটাকে।

লালিমা। আমি বুড়ি!

দীননাথ। তুমি বুড়ি, তোমার চৌদ্দপুরুষ বুড়ি।

লালিমা। ওমা, আমার বয়স যে মোটে ষোলো।

বিশ্বনাথ। হো-হো-হো-হো।

লালিমা। আপনি হাসছেন কেন?

বিশ্বনাথ। দেখুন আমরা হচ্চি ইঞ্জিনিয়ার। ঘষে মেজে দেখালেও আমরা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ী চিনি।

দীননাথ। হো-হো-হো-হো (ধননাথকে) দাদা, এইবার? তোমার সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ী এবার চড়। হো-হো-হো-হো-

ধননাথ। চুপ-রাও বেল্লিক।

সঙ্গে সঙ্গে লালিমা হাতুরি ইত্যাদি ছুঁড়িয়া ফেলিল।
একটা দীননাথের পায়ে লাগিল।

দীননাথ। উঃ আমার পাটা ভেঙ্গে ফেললে রে। ইচ্ছে করে আমার পাটা

ভেঙ্গে ফেলেছে। এর জন্য আমি পুলিশ ডেকে ছাড়ব। পুলিশ! পুলিশ!

যাইতে উদ্যত। এমন সময় বাহিরে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ।
সকলে চমকাইয়া উঠিল।

ও বাবা, বোমা নাকি?

জ্ঞাননাথ লাফাইয়া বাহিরে গেল।

ধননাথ। হো-হো-হো বোমা পড়েছে ভায়া—এবার তোমার পুলিশের টিকিটিও দেখতে পাবে না। ডাক, পুলিশকে ডাক।

উত্তেজিতভাবে জ্ঞাননাথের প্রবেশ।

জ্ঞাননাথ। বাবা!

সরলা। কি হয়েছে?

জ্ঞাননাথ। সব গেল বাবা।

ধননাথ। কার সব গেল?

জ্ঞাননাথ। আমি একটা আশ্চর্য্য জিনিস আবিষ্কার করেছিলাম বাবা। তার এমন তেজ যে শিশি বোতল সব ফেটে গিয়েছে।

দীননাথ। কি জিনিষ বাবা, যার এমন তেজ?

জ্ঞাননাথ। খুব ভাল একটা জিনিষ। ভেবেছিলাম, আপনাকে আর বাবাকে খাওয়াব।

ধননাথ। (সন্দেহের সহিত) আমাকে?

জ্ঞাননাথ। হ্যাঁ বাবা।

দীননাথ। বিষ টিষ নয় তো?

জ্ঞাননাথ। না না বিষ হবে কেন? একটা মৃতসঞ্জীবনী তেজ আবিষ্কার করেছিলাম। বাঘের তেজ, ষাঁড়ের তেজ, শূয়ারের তেজ এইরকম

কতগুলো তেজ মিলিয়ে এমন একটা বিরাট তেজ তৈরি করেছিলাম যা খেলে মরা মানুষও বিশ বছরের ছোক্‌রার মত লাফিয়ে উঠত।

ধননাথ। বলিস কি ?

জ্ঞাননাথ। হ্যাঁ বাবা, আজকেই তোমাকে খাওয়াব ভেবেছিলাম।

দীননাথ। এমন জিনিষটা নষ্ট হয়ে গেল ! (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল) হায় ! হায় ! হায় !

জ্ঞাননাথ। আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বাবা।

দীননাথ। আহা হা……এমন জিনিষটা নষ্ট হ'ল ! টেবিলেও কি এক আধ ফোঁটা পড়ে নেই বাবা ?

জ্ঞাননাথ। না বাবা।

দীননাথ। কিন্তু মাটিতে তো নিশ্চয়ই পড়েছে। (উৎসুক হইয়া দাঁড়াইল)

ধননাথ। য়্যাঁ (ধননাথ ছুটিল)

লালিমা। তুমি একলা খাবে ভাবছ ? (লাফাইয়া ধননাথের জামা টানিয়া ধরিল।)

দীননাথ। আমিও ছাড়চিনি বাবা। (দীননাথ লালিমার সাড়ি টানিয়া ধরিল) ফাঁকি দিলে চলবে না।

সরলা। দাদা !

ধননাথ। ওদের টেনে ধরতো সরলা। আমি ওষুধটা খেয়ে আসি। একটা দন একটু বোনের কাজ কর।

জ্ঞাননাথ। বাবা, মাটিতেও কিছু নেই। সব হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে।

ধননাথ, লালিমা ও দীননাথ টানাটানি ছাড়িয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল এবং পরস্পর চোখ রাঙারাঙি করিয়া চেয়ারে বসিল।

ধননাথ। (কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া) আবিষ্কারই যখন করলি তখন এমন জিনিষ করলি কেন যা হাওয়ায় উড়ে যায় ?

সুরনাথ। বাবা, ওদের বিজ্ঞানে কি বলে তা আমার জানা নেই কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে বলতে পারি যে জিনিষটা হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার মতই হবে।

সরলা। এতে আবার সাহিত্য এল কোত্থেকে?

সুরনাথ। কি যে বলছ পিসীমা। যা কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দেখছ তার মূলে রয়েছে সাহিত্য। আজকে যা বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করছে বহুদিন আগে তা সাহিত্যিকরা মনে মনে প্রত্যক্ষ করেছেন। তুমি আজকে দেখছ এরোপ্লেন কিন্তু বহুদিন আগে কবি বাল্মিকী পুষ্পক রথ কল্পনা করেছিলেন। আজকে দেখছ সাব্‌মেরিন কিন্তু একশ বছর আগে ফরাসী কবি মনে মনে জলের নীচে জাহাজ চালিয়েছিলেন। আজকে দেখছ আগুনে-বোমা কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে কবি ব্যাসদেব অর্জ্জুনের হাতে অগ্নিবাণ দেখেছিলেন। আমরা আকাশকুসুমের স্বপ্ন দেখি বলে যারা ঠাট্টাকরে একদিন তারা দেখবে যে সত্যি সত্যি আকাশে ফুল ফুটে রয়েছে।

সরলা। কিন্তু তোরা কি অসুধেরও স্বপ্ন দেখিস্?

সুরনাথ। আলবৎ দেখি। শুধু অষুধ কেন আমরা ব্যারামেরও স্বপ্ন দেখি, বরং বলতে পার যে আমরা ব্যারাম সৃষ্টি করি। আমরা এমন গল্প, কবিতা, নাটক, নভেল লিখতে পারি যা পড়লে তোমার ভীষণ ভীষণ ব্যাধি হতে পারে।

সরলা। হো-হো-হো-হো তুই সত্যি একটা পাগলা।

সুরনাথ। এই তো তোমাদের দোষ। খাঁটি কথা বললেই তোমরা হয় চট নয় তো হেসে উড়িয়ে দাও।

বিশ্বনাথ। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিক থেকে আমি বলতে পারি যে আকাশে ফুল ফোটা অসম্ভব। যার উপরে ফুল গাছটা হবে তার একটা ভিত্তি চাইতো। আকাশের হাওয়াতে তো আর ভিত্ বসানো যায় না।

সুরনাথ। ওসব সূক্ষ্ম কথা হাতুরের মাথায় ঢুকবে না।

দীননাথ। হো-হো-হো।

সরলা। ঠাকুরপো! (দীননাথ চুপ) সুরো, তর্ক করতে চাস্ ভদ্রভাবে তর্ক কর, গালাগালি করিস নি। (বিশ্বনাথকে) তুমি বাবা একটু মুখ হাত ধুয়ে নাও।

বিশ্বনাথ। আমি ভাবচি যে (আস্তিন গুটাইয়া দীননাথকে দেখাইয়া) এর সঙ্গে বুঝা পড়াটা ক'রেই তারপর হাত মুখ ধোব।

(দীননাথ চমকাইয়া উঠিল এবং হাতড়াইতে হাতড়াইতে পিছু হটিতে লাগিল। প্রথমে লালিমাকে খিমচাইল।)

লালিমা। উঃ।

দীননাথ। ওরে বাবা! মাপ চাইছি, মাপ চাইছি। দেখ্‌ছ তো, একটা গোঁয়ারের হাতে পড়েছি। (ধননাথকে ধরিল) দাদা, শুনলে তো? কোত্থেকে একটা জানোয়ার ধ'রে এনেছ।

বিশ্বনাথ। বিয়ে করার সখ থাকে তো এগিয়ে আসুন। ওঁকে শিখণ্ডী করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

দীননাথ। দেখলে দাদা, তোমাকে শিখণ্ডী বলছে।

জ্ঞাননাথ। বিশ্বনাথ বাবু একটু স্থির হ'ন। হাত মুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে নিন। আমার এমন সর্ব্বনাশটা হ'য়ে গেল। একটু সামলে নিতে দিন।

বিশ্বনাথ। আপনারা ঠাণ্ডা হ'য়ে দেখুন না। উনি যখন সরমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী তখন ওর সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা বুঝাপড়া না হ'লে আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে। আমরা ইঞ্জিনিয়ার। যন্ত্র যক্ষুনি বিগড়াবে তক্ষুনি হাতুরি ধরে মারব এক ঘা। (হাতুরি কুড়াইয়া) এই হাতুরি

আমার অস্ত্র। (দীননাথকে) আপনি আপনার অস্ত্র বেছে নিন্। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "এ জগতে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুইজনের স্থান হইবে না"। আসুন এগিয়ে আসুন।

দীননাথ। দাদা!

ধননাথ। সরলা!

লালিমা। (উচ্ছাসেব সহিত) ওঃ কি মহান্ দৃশ্য! একদিকে (বিশ্বনাথকে দেখাইয়া) জগৎসিংহ, (দীননাথকে দেখাইয়া) অপরদিকে ওসমান। কিন্তু আয়েষা? (সরমাকে খুঁজিয়া না পাইয়া ধননাথকে বলিল) তুমি যদি অনুমতি দাও, তাহ'লে আমিই আয়েষা হ'য়ে ওসমানকে বলি—ওসমান, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

বিশ্বনাথকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত।

বিশ্বনাথ। (ত্রাসের সহিত) ও পিসীমা, আমাকে বাঁচান।

সরলার পশ্চাতে আশ্রয় লইল।

সরলা। হাতুরিটা দিয়ে দাও না ওর মাথায় এক ঘা।

দীননাথ। হো-হো-হো।

মৈত্রেয়ী। বিশ্বনাথ বাবু, আপনি,বরং মুখ হাতই ধুয়ে আসুন।

বিশ্বনাথ। হাঁ তাই ভাল।

সরলা। আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি। রাজারাম!

রাজারামের প্রবেশ।

রাজারাম। পিসীমা?

সরলা। তুই এই বাবুকে স্নানের ঘর দেখিয়ে দে।

রাজারাম। চলুন বাবু।

সরলা। শোন্, (প্যারাম্বুলেটর ইত্যাদি দেখাইয়া) এইগুলো বাইরে কোথাও রেখে দে।

বিশ্বনাথ। না, না, না পিসীমা। আমি এক্ষুনি ওগুলোকে মেরামত করব।

শান্তা। (হাসিয়া) এইগুলো কেন নিয়ে এলেন বিশ্বনাথবাবু?

বিশ্বনাথ। ঐতো আপনাদের দোষ। কাজের কাজ করলেই আপনারা হাসেন। কিন্তু সাহেবরা হাসে না। আমরা ইঞ্জিনিয়ার, সাহেবদের কাছ থেকে আমরা এসব শিখেছি।

মৈত্রেয়ী। সাহেবরা কি ঠন্‌ঠনেতে যায় না কি?

বিশ্বনাথ। এখানে না হয় নাই গেল। কিন্তু ওদের দেশেওতো ঠন্‌ঠনে আছে। আমার বক্তব্য এই যে আমি যখন নিজেই ইঞ্জিনিয়ার তখন বেশী পয়সা দিয়ে নতুন প্যারাম্বুলেটর কিনব কেন? চার আনা দিয়ে ওটাকে কিনেছি। আর সামান্য খরচা করলেই নিজের হাতে ওটাকে নতুন করে ফেলব।

শান্তা। আপনি খুব হিসেবী তো।

বিশ্বনাথ। ঐতো আপনাদের দোষ। কাজের কাজ করলেই আপনারা ঠাট্টা করেন। ঐটে না করে যদি পাগলের মতন কবিতা লিখতাম তো আপনাদের পছন্দ হ'ত।

সুরনাথ। পাগলের মতন না লিখে ভালভাবেও কবিতা লেখা যায়।

বিশ্বনাথ। (সুরনাথের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া) তা যায়, কিন্তু মাথা ঠিক না থাকলে আবোল তাবোল হয়।

সুরনাথ। পিসীমা!

সরলা। চুপ কর।

মৈত্রেয়ী। (হাসিয়া) কিন্তু বিশ্বনাথ বাবু, আপনি প্যারাম্বুলেটর দিয়ে কি করবেন?

বিশ্বনাথ। (গম্ভীরভাবে) দেখুন, আমরা ইঞ্জিনিয়ার, মানে, আমরা কাজের লোক। (সুরনাথকে দেখাইয়া) এদের মতন হেঁয়ালি নিয়ে আমাদের কারবার নয়। হেঁয়ালি দিয়ে কবিতা লেখা চলে, কিন্তু রাস্তাও তৈরি হয় হয় না, বাড়িও তৈরি হয় না। আমরা যা কিছু করি ভালভাবেই করি এবং ভেবে চিন্তে করি। এসেছি বিয়ে করতে। বিয়েই যখন করব ছেলে তো হবেই।

দীননাথ ব্যতীত সকলের উচ্চ হাস্য

এতে হাসবার কি হ'ল ?

দীননাথ। ওঃ! এ অসহ্য। এ যে দাইও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ওঃ কি বর্ব্বরের পাল্লাতেই পড়েছি।

ধননাথ। আঃ, চট কেন ভায়া ?

দীননাথ। (চীৎকার করিয়া) চটব না! আমি আলবৎ চটব। হাজার-বার চটব। তুমি একটা জোচ্চোর। তুমি যখন বিপদে পড়েছিলে তখন আমি তোমাকে সাহায্য করেছি, কিন্তু আমার যখন বিপদ তখন তুমি বলছ "চট কেন" ? আমি এক্ষুনি চলে যাব এবং আমার মেয়েকেও নিয়ে যাব। তোমার মত জোচ্চোরের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে আমি দেব না।

জ্ঞাননাথ। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) ও পিসীমা, আমি এবার গলায় দড়ি দেব।

দীননাথ। (ভ্যাংচাইয়া) গলায় দড়ি দেবে! কেন একটা বিষ-টিষ আবিষ্কার করতে পার না ? চল্ মৈত্রেয়ী আর এক মিনিটও এখানে থাকব না। কিন্তু (ধননাথের প্রতি) আমি ফের বলছি তুমি একটা জোচ্চোর।

লালিমা। ওঃ কি ভীষণ অপমান। আমাকেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর নিন্দা শুনতে হ'ল! আমি এক্ষুনি সতীর মত দেহত্যাগ করব।

দীননাথ। (ভ্যাংচাইয়া) দেহত্যাগ করবে। এদিকে তোমার মহাদেব যে তার পেত্নীর দিকে চেয়ে আছেন?

লালিমা। পেত্নী!

দীননাথ। মরলে পরে ভূত কি পেত্নীই তো হয়।

লালিমা। ভূত!

দীননাথ। হ্যাঁ গো, তোমার ভূতনাথ যে তার পেত্নীর শোকে এক হাত দাড়ি রেখেছিলেন।

ধননাথ। মিছে কথা।

দীননাথ। মিছে কথা? বৌকে যে ঠাকুরমা বলে চালালে সেটাও বুঝি মিছে কথা?

লালিমা। (ছবি দেখাইয়া) ওটা ওর সেই পেত্নী? (জ্ঞাননাথ এবং সুরনাথ ছটফট করিতে লাগিল।)

দীননাথ। হ্যাঁ গো, তাই। তোমার মহাদেব দুপুরবেলা তার পেত্নীর সামনে ভোগ দিচ্ছিলেন।

লালিমা। উঃ, কি ভীষণ প্রতারণা। (ধননাথকে) আমাকে সরলা অবলা পেয়ে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছিলে। উঃ কি ভীষণ ছলনা, কিন্তু আমিও প্রতিশোধ নিতে জানি। (থিয়েটারী পোজ লইয়া) যুগ যুগ ধরে তোমার মতন শয়তান পুরুষ মানুষ আমার মতন যত সব অবলা কুমারীকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়েছে তাদের সকলের হ'য়ে আজ আমি চাই প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

বিশ্বনাথ। উঃ কি ভীষণ মেয়েমানুষ।

লালিমা। এখনও কিছুই দেখনি তোমরা। আমি আজ রণচণ্ডী হ'য়ে তাণ্ডব

নাচ নাচব। উঃ আমার হৃদয় শ্মশান হ'য়ে গিয়েছে। আমি আজ শ্মশানকালী হয়ে মরণ নাচ নাচব।

সরলা। দোহাই মাতঙ্গিনী, কাপড় পরেই নাচিস্ কিন্তু।

দীননাথ। হো-হো-হো।

ধননাথ। চুপ-রাও বেল্লিক। নইলে তোমাকে খুন করব আমি।

দীননাথ। বৌ-দি এর পর আর এক মিনিটও থাকা চলে না। চল্ মৈত্রেয়ী।

তাহার হাত ধরিয়া টানিল। জ্ঞাননাথও অপর হাত ধরিল। দীননাথ বলে—"চল্", আর জ্ঞাননাথ বলে—"যাবে না"। মৈত্রেয়ী একবার বলে—"বাবা" আর একবার বলে "জ্ঞাননাথ"। লালিমা, শান্তা ও সুরনাথও তদ্রূপ। মহা হৈ চৈ। এমন সময় ফিউজ হইয়া ঘরের বাতি নিভিয়া গেল। সকলের চীৎকার।

বিশ্বনাথ। ফিউজ হয়ে গিয়েছে, আপনারা স্থির হয়ে দাঁড়ান আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

অন্ধকারেই দুইজন দুইজন করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—পূর্ব্ববৎ। মৈত্রেয়ীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে জ্ঞাননাথের প্রবেশ।

সময়—কয়েক মিনিট পর।

জ্ঞাননাথ। তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

মৈত্রেয়ী। কিন্তু এখন যেতেই হবে। বাবা যা চটেছেন তা দেখে আর এক মিনিটও থাকা উচিত নয়। জ্যাঠাইমা পরে সব ঠিক করবেন। তোমাকে আমাকে একসঙ্গে দেখলে বাবা একটা কিছু অনর্থ ঘটাবেন।

জ্ঞাননাথ। কিন্তু আজকেই সব কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করার কথা ছিল যে।

মৈত্রেয়ী। তা তো ছিল। কিন্তু হ'ল না বলে এখন ঘাবড়াচ্চ কেন? আমি তো আর মরে যাচ্চি না আজই। ৩দিন পরই না হয় বিয়ে হ'ল।

জ্ঞাননাথ। কিন্তু তোমার বাবার ভারি অন্যায়।

মৈত্রেয়ী। তোমার বাবাও কম অন্যায় করেন নি।

জ্ঞাননাথ। তোমার বাবা বুড়ো মানুষ হ'য়ে সরমাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করলেন দেখ তো।

মৈত্রেয়ী। তোমার বাবাও যে মামণিকে নিয়ে লাফালাফি করলেন সেটা বুঝি খুব ভাল হয়েছে?

জ্ঞাননাথ। কিন্তু আমার বাবার যে একটু মাথা খারাপ আছে সেটা সকলেই জানে। কালই আবার অন্য রকম হয়ে যাবেন।

মৈত্রেয়ী। আমার বাবারও মাথা খারাপ হয়েছে। আমার বাবাও কাল অন্য রকম হ'য়ে যেতে পারেন।

জ্ঞাননাথ। কিন্তু তোমার বাবা একটু বেশী খারাপ।

মৈত্রেয়ী। (হাসিয়া) সত্যি তুমি নাছোরবান্দা। (নেপথ্যে কলরব। উভয়েই কাণ পাতিল) এ ঘরেই আসছে যে। বোধ হয় বাবা আমাকে খুঁজছেন। (জ্ঞাননাথের হাত টানিয়া) এস লুকোই (পর্দ্দার পশ্চাতে লুকাইল)

শান্তার হাত ধরিয়া সুরনাথের প্রবেশ।

শান্তা। হাত ছেড়ে দাও। হাতে ব্যথা হ'য়ে গেল। একবার এঘর একবার ওঘর কাঁহাতক্ ছুটি বলতো ?

সুরনাথ। বিপদে পড়লে ওরকম করতেই হয় শান্তা। তোমার কি বিশ্বাস হয় যে আমি ইচ্ছে ক'রে তোমার ঐ ফুলের পাঁপড়ির মত কোমল হাত দুখানিতে ব্যথা দিতে পারি ?

শান্তা। (হাসিয়া) এখন বলছ ফুলের পাঁপড়ি। দুদিন বাদে বলবে কালো।

সুরনাথ। কি যে বলছ তুমি। দুদিন বাদে কালো বলব কেন ? যদিই বা বলি তাতেই বা দোষ কি ? কালো ফুলও তো রয়েছে।

শান্তা। আচ্ছা আজ থাক্। মা আবার চ্যাঁচামেচি করবে। আমি এখন যাই।

সুরনাথ। (পথ আগলাইয়া) সে কক্ষনও হ'তে পারে না। তুমি আজ চলে গেলে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। আজকেই পিসীমার মত নিতে হবে।

শান্তা। কিন্তু আমার মা তোমার সঙ্গে আমাকে দেখলে আমার আজ রক্ষে থাকবে না।

সুরনাথ। ভয় কি ? আমি তোমাকে রক্ষা করব। দুনিয়ার সব মা এলেও আমি তাদের সঙ্গে আজ লড়াই করব।

শান্তা। ও মা, তুমি মেয়েমানুষের সঙ্গে হাতাহাতি করবে না কি ?

সুরনাথ। আলবৎ করব। দুনিয়ার যত শাশুড়ী আছে তাদের সঙ্গে আমি

আজ হাতাহাতি করব। (নেপথ্যে লালিমার কণ্ঠে "শান্তা"।) এইরে! সত্যি সত্যি এল যে!

শান্তা। এস আমরা পালাই।

সুরনাথ। চল, ঐ পর্দাটার পিছনে লুকোই। (পর্দার পশ্চাতে লুকানো)।

উত্তেজিতভাবে লালিমার প্রবেশ।

লালিমা। কোথায় গেল মেয়েটা? খুঁজেও তো পাচ্ছি না।

দীননাথের প্রবেশ।

দীননাথ। এই যে, আমার মেয়েকে দেখেছ?

লালিমা। কে জানে আপনার মেয়ে কোথায়? আমি খুঁজছি আমার মেয়ে।

দীননাথ। (অবাক্ হইবার ভাণ করিয়া) তোমার মেয়ে! বল কি! তোমার কি বিয়ে হয়েছে?

লালিমা। বিয়ে হয় নি তো কি অমনি মেয়ে হয়েছে?

দীননাথ। আঃ চট কেন? অমনিও তো হয়।

লালিমা। ওঃ আপনি তো লোক সুবিধের নয়।

দীননাথ। (অপ্রস্তুত হইয়া) এ-এ-এ তুমি কি বলছ?

লালিমা। আমি যা বলছি আপনি তা বেশ বুঝতে পারছেন। তিন কাল গিয়ে এক কাল বাকি, কিন্তু বদখেয়ালটিতো বেশ আছে।

দীননাথ। ছি-ছি-ছি তুমি কি বলছ? আমাকে তুমি সে রকম লোক ভাবলে? মন্ত্র না প'ড়ে আমি কোনো কাজ করি না। ছি-ছি আমি হিঁদুর ছেলে। রীতিমত পুরুত ডেকে, মন্ত্র পড়ে, বিবাহ ক'রে......

লালিমা। রক্ষে করুন। আর শুনতে চাই না। যমেরও কি চোখ নেই।

দীননাথ। আমি চাইছি তোমার উপকার করতে আর তুমি আমাকে যম দেখাচ্ছ? বেশ! তাহ'লে আমি আর বলব না। কিন্তু তোমাকে

বলে যাচ্ছি যে তোমার যা চেহারা তাতে মনে হয় যে যমরাজ তোমাকেই আগে ডাকবেন।

লালিমা। ভালই হবে। সেখানকার মেয়েগুলোকে সাবধান করে দিতে পারব যে আপনি আসছেন।

দীননাথ। সত্যি, অনেক ঝগড়াটে মেয়েমানুষ দেখেছি কিন্তু তোমার মত আর একটি দেখি নি। যমের বাড়ি গিয়েও তোমার হাত থেকে রেহাই নেই। উঃ থাক্ আমার মেয়ে, এদের কাছ থেকে স'রে পড়াই ভাল। (যাইতে উদ্যত।)

লালিমা। শুনুন।

দীননাথ। (ফিরিয়া দাঁড়াইল) তোমার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। (যাইতে উদ্যত।)

লালিমা। (হঠাৎ কিছু উপুর হইয়া পেটে হাত দিয়া চ্যাঁচাইয়া উঠিল যেন অসম্ভব বেদনা হইয়াছে) উঃ।

দীননাথ। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লালিমার অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল) কি হ'ল?

লালিমা। উঃ, আমি ম'লাম। (হাত বাড়াইয়া) ধরুন।

দীননাথ। (কাছে আসিয়া ধরিল) কি হয়েছে? তোমার য়্যাপেণ্ডিসাইটিস আছে নাকি?

লালিমা। (দীননাথকে ধরিয়া) হ্যাঁ, আমি মূর্চ্ছা যাব।

দীননাথ। রক্ষে কর মামণি। কেউ দেখে ফেল্লে কি ভাববে?

লালিমা। তাহ'লে বলুন আমার যা উপকার করতে এসেছিলেন তা করবেন?

দীননাথ। ওঃ সেই কথা। আচ্ছা বলছি। তুমি একটু স্থির হও।

লালিমা সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

বাবাঃ! তোমার কি রকম আক্কেল? একে তুমি মেয়েমানুষ তার উপর

এত সেণ্ট আর পাউডারের গন্ধ ; হঠাৎ এ রকম আক্রমণ করলে কতক্ষণ মন ঠিক থাকে বলতো ?

লালিমা। (ইসারা করিয়া) ঠিক নাই বা থাকলো।

দীননাথ। য়্যাঁ ? হো-হো-হো। তুমি ভারি রসিক তো।

লালিমা। আপনি খালি বাজে কথাই বলছেন।

দীননাথ। আঃ দাঁড়াও না, বলছি। তুমি বলেছিলে ধননাথের উপর প্রতিশোধ নেবে ?

লালিমা। (থিয়েটারী ঢংয়ে) নিশ্চয় নেব। এমন প্রতিশোধ নেব……

দীননাথ। এই রে, তাহ'লে আর বলা হ'ল না।

লালিমা। আচ্ছা বলুন, আমি শুনছি।

দীননাথ। তুমি ফুটবল খেলা দেখ ?

লালিমা। (সন্দেহের সহিত) তাতে আপনার দরকার কি ?

দীননাথ। জবাব দাও না ছাই। দরকার বলেই বলছি।

লালিমা। হুঁ। আচ্ছা, সময় সময় দেখি, তারপর ?

দীননাথ। মোহন বাগানের খেলা তোমার ভাল লাগে ?

লালিমা। তা একটু একটু লাগে।

দীননাথ। তাহ'লেই আর হ'ল না।

লালিমা। মোহন বাগানের খেলার সঙ্গে কি সম্পর্ক ?

দীননাথ। আছে বলেই বলছি। ধননাথ মোহন বাগানের নাম করতে অজ্ঞান। তুমি যদি মোহন বাগানের নিন্দা করতে উঠে প'ড়ে লেগে যাও তো ধননাথ একেবারে জ্ব'লে পুড়ে মরবে।

লালিমা। বটে ! আচ্ছা, যাওয়ার আগে একবার মোহন বাগানের শ্রাদ্ধ করে যাই।

প্রস্থান।

দীননাথ। (হাত কচলাইয়া) দাদা, এবার যা চাল চেলেছি তাতে তোমার মাথার চুল ছিঁড়তে হবে। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়?

সরমার প্রবেশ।

সরমা। ওঃ আপনি?

দীননাথ। ওঃ তুমি। তুমি এখনও আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারছ?

সরমা। কেন, আপনার মুখে কি হয়েছে?

দীননাথ। আমার মুখে আবার কি হবে? আমার সঙ্গে যে জোচ্চুরিটা করেছ তারপরও কি তোমার চোখ দুটো লজ্জায় বুজে আসছে না?

সরমা। জোচ্চুরি!

দীননাথ। জোচ্চুরি নয় তো কি? ঐ একটা বাঁদরের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক, এদিকে তুমি আমাকে মিছে কথা বলে ঠকালে?

সরমা। আমি তো মিছে কথা বলিনি।

দীননাথ। য়্যাঁ? তাহ'লে তুমি আমাকেই—মানে তুমি আমাকেই—

সরমা। যান, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলব না।

দীননাথ। এ-এ-এ তুমি সত্যি বলছ তো?

(নেপথ্যে ধননাথ ও লালিমার গলার আওয়াজ)

সরমা। বাবা যে।

দীননাথ। তাইতো, এখন উপায়?

সরমা। আসুন এই পর্দ্দাটার আড়ালে।

উভয়ের পর্দ্দার পশ্চাতে লুকানো। ধননাথ ও লালিমার প্রবেশ।

ধননাথ। উঃ এ অসহ্য, অসহ্য। তুমি বলছ মোহন বাগান খেলতে জানে না! তুমি ফুটবল খেলার কি বোঝো?

লালিমা। যথেষ্ট বুঝি। অন্ততঃ এইটুকু বুঝি যে তোমার মোহন বাগান ত্বনিয়া শুদ্ধ সবারই কাছে খালি ঠেঙানি খেতেই অভ্যস্ত।

ধননাথ। ঠেঙানি খেতে অভ্যস্ত! মোহন বাগান ঠেঙানি খেতেই অভ্যস্ত! উঃ তুমি মেয়েমানুষ তাই, নইলে আমি আজ তোমার চুল দাড়ি ছিঁড়ে রক্ত বের করতাম।

লালিমা। তাতো করবেই। এখন খালি মেয়েদের কাছে ঠেঙানি খেতেই বাকি আছে।

ধননাথ। (নিজের চুল ছিঁড়িয়া) উঃ কে কোথায় আছ ছুটে এস, আমি আজ স্ত্রী হত্যা করব।

লালিমা। খালি খালি চীৎকার করছ কেন? কর না খুন। তারপরে যখন তোমাকে পুলিশে হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে ......(ধননাথ ভীত হইল) তারপর যখন তোমাকে সত্যি সত্যি ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবে এবং দমবন্ধ হ'য়ে তোমার জিভটা বেরিয়ে পড়বে—

ধননাথের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

তখন তোমার পা ত্নটো কাটা ছাগলের পায়ের মতন লাফাতে থাকবে।

ধননাথ। (ঢোক গিলিয়া কাঁদো কাঁদো হইয়া) ওরে বাবারে, কি ভীষণ মেয়েমানুষের হাতেই পড়েছি।

লালিমা। (ঈষৎ হাসিয়া) তোমার পা নাচানো দেখে সব্বাই বলবে তুমি ফুটবল খেলতে খেলতে স্বর্গে যাচ্ছ।

ধননাথ। উঃ আমি জীবনে আর মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াব না।

লালিমা। হো-হো-হো কিন্তু আজকাল যে মেয়েমানুষরাও মোহনবাগানের মেম্বার হচ্ছে।

ধননাথ। তারা তোমার মত নয়।

লালিমা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু আমিও যে মোহন বাগানের মেম্বার।

ধননাথ। য়্যাঁ! তুমি মোহন বাগানের মেম্বার! হো-হো-হো এতক্ষণ তুমি ঠাট্টা করছিলে বুঝি? হো-হো-হো মামণি, তা হ'লে তো তোমাতে আমাতে একদম মিল হ'য়ে গিয়েছে। (নিম্নস্বরে) মামণি, এস আমরা তুজনে পালিয়ে যাই।

দোতালা হইতে সরলার কণ্ঠে "দাদা।" ধননাথ চমকাইল

পালাও। ঐ পর্দ্দাটার পেছনে লুকিয়ে পড়।

লালিমা পর্দ্দার পশ্চাতে লুকাইল। সরলার প্রবেশ। তাহার পশ্চাতে হাতুরি হাতে বিশ্বনাথের প্রবেশ। উভয়েই উত্তেজিত।

সরলা। দাদা!

ধননাথ। আ-আ-আবার কি হ'ল?

সরলা। এবার খুনোখুনি হ'ল আর কি। তুমি একটা বুড়োধাড়ি, কোথায় একটু ভগবানের নাম করবে, কিন্তু সেদিকে মন না দিয়ে তুমি ছুটলে একটা লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষের পেছনে।

ধননাথ। কি-কি-কি যে বলছিস্ তুই বাবাজির সামনে।

সরলা। বাবাজি আর থাকচে না তোমার বাড়ি।

ধননাথ। কে-কে-কেন?

বিশ্বনাথ। কিন্তু যাবার আগে সেই বুড়োটার মাথায় এই হাতুরি দিয়ে

এক ঘা বসাব তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। আমরা ইঞ্জিনিয়ার, যেখানেই যন্ত্র বিগড়াবে সেইখানেই মারব এক ঘা।

ধননাথ। (ভয়ে) মাথা ফেটে মরে যাবে যে।

বিশ্বনাথ। মরুক, আমরা ইঞ্জিনিয়ার, হাতুরি আমরা চালাবই চালাব।

ধননাথ। (কাতর স্বরে) সরলা।

সরলা। এখন আমাকে কেন? আগে থাকতেই তোমাকে সাবধান করেছিলাম।

ধননাথ। কিন্তু আমি কি করলাম?

সরলা। তোমার জন্যই তো সব হয়েছে। তুমি এরকম পাগলামি না করলে সরমাও ওরকম করত না। তোমাকে জব্দ করার জন্যই সরমা ওরকম করেছে। আমার দেওরও আর এক পাগল, তাই এই বিভ্রাট। তুমি এখন সামলাও। আমি বরং পুলিশ ডাকি। (যাইতে উদ্যত।)

ধননাথ। (কাতরভাবে) সরলা, এবারটা বাঁচিয়ে দে।

সরলা। খুব যে বড়াই করছিলে। এবার নিজেই সামলাও।

ধননাথ। সরলা!

পর্দার ভিতর হইতে চ্যাঁচামেচি।

সরলা। ওকি?

বিশ্বনাথ। পিসীমা, নিশ্চয় সেই বুড়োটা এখানে লুকিয়েছে। উঃ আমি খুঁজে খুঁজে হায়রাণ। (হাতুরি বাগাইয়া) এবার ওকে পেয়েছি।

সরলা। দাদা!

ধননাথ। বা-বা-বাবাজি, ওখানে কেউ নেই বা-বা-বাবাজি।

বিশ্বনাথ। নিশ্চয় আছে, দেখছেন না নড়ছে।

ধননাথ। ও-ও-ওটা একটা বেড়াল, একটা বেড়াল বাবাজি।

বিশ্বনাথ। কক্ষণও নয়, বেড়াল কখনও অত নড়ে না।

ধননাথ। ও-ও-ওটা একটা মস্ত বেড়াল বাবা। আ-আ-আমার পোষা বেড়াল বাবা। তু-তু-তুমি বোসো বাবা। আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি। (হাততালি দিয়া) সস্-সস্-সস্।

বিশ্বনাথ। আপনাকে তাড়াতে হবে না, আমিই তাড়াচ্ছি। (হাতুরি বাগাইয়া বিশ্বনাথ পর্দ্দার একপ্রান্তে দাঁড়াইল) বেরিয়ে আসুন বলছি, নইলে পর্দ্দার উপরেই মারব এক ঘা।

ধননাথ। (হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া) সরলা, স্ত্রীহত্যা হ'ল।

বিশ্বনাথ। বেরিয়ে আসুন বলছি।

বিশ্বনাথ হাতুরি বাগাইল। সঙ্গে সঙ্গে সরমা বাহির হইয়া আসিল। বিশ্বনাথ হতভম্ব। সরমা নাক উঁচু করিয়া বিশ্বনাথের কাছ হইতে সরিয়া গেল।

সরলা। (অবাক্ হইয়া) সরমা!

ধননাথ। (মুখ তুলিয়া) সরমা! তুই পর্দ্দার আড়ালে কি করছিলি?

সরমা নিরুত্তর

ওঃ বুঝতে পেরেছি! (সরলাকে) তাহ'লে সেই পাজিটা সত্যি সত্যি পর্দ্দার আড়ালে আছে। রাজারাম!

ছুটিয়া আলনা হইতে একটী লাঠি লইল। রাজারামের প্রবেশ।

রাজারাম। হুজুর?

ধননাথ। (লাঠি বাগাইয়া) পর্দ্দাটা সরাতো।

রাজারাম পর্দ্দা সরাইল। ধননাথ এবং বিশ্বনাথ মারিতে উদ্যত, কিন্তু দেখিল—
জ্ঞাননাথ, মৈত্রেয়ী, সুরনাথ, শান্তা, লালিমা ও দীননাথ দেওয়ালের
দিকে মুখ করিয়া দেওয়ালে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া
দাঁড়াইয়া আছে। ধননাথ এবং বিশ্বনাথ মুখ
চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।

সরলা। হো-হো-হো-হো।

সকলে মুখ কাচুমাচু করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। দীননাথ ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিশ্বনাথের দিকে তাকাইয়া রহিল। লালিমা শান্তা এবং সুরনাথের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাইল।

লালিমা। শান্তা, তুমি পর্দার আড়ালে ঐ ছেলেটার সঙ্গে কি করছিলে?

শান্তা। (কাঁদো কাঁদো হইয়া) কিছুই করিনি মা।

ধননাথ। (অবাক্ হইয়া সন্দেহের সহিত) মা? এ-এ-এ মামণি তোমার মা?

শান্তা। (মাথা নীচু করিয়া) হ্যাঁ।

ধননাথ। (লালিমার প্রতি) তুমি ওর মা?

সরলা। হি-হি-হি-হি। তোমার এখনও সন্দেহ আছে নাকি?

ধননাথ। তু-তু-তুমি সত্যি সত্যি মাতঙ্গিনী?

সরলা। হো-হো-হো-হো। একবার দাঁতগুলো ভাল ক'রে দেখ।

ধননাথ। (ভাল করিয়া দেখিয়া) তাই তো।

লালিমা। উঃ কি অপমান! কিন্তু এই অপমান আমি সহ্য করব না (থিয়েটারী সুরে) যে যেখানে আছ তেত্রিশ কোটি দেবতা, তোমরা আজ সাক্ষী থাকো, আমি আজ এই পাপিষ্ঠকে অভিসম্পাত করছি (দেহ বাঁকাইয়া) যেন মোহনবাগান······যেন মোহনবাগান······(খিল ধরিয়াছে) উঃ উঃ···শান্তা···ম'লাম

ধননাথ। (লালিমার সর্ব্বাঙ্গে তাকাইয়া) ওঁ-গেঁটেবাত। ওঁ-বয়স পঞ্চাশের কম নয়।

লালিমা। শান্তা!

শান্তা। আমি তোমাকে ধরব না।

ছুটিয়া বলনাথের প্রবেশ।

বলনাথ। বাবা! থ্রি চিয়ার্স ফর মোহনবাগান। হিপ্ হিপ্ হুররে!

ধননাথ। হুররে। ক'টি গোল দিয়েছে বাবা?

বলনাথ। চারটি গোল বাবা।

ধননাথ। (লালিমার মুখের কাছে ঘুষি বাগাইয়া) আঃ! চার-চারটে গোল। আরও আসবে কলকাতায় খেলতে মাতঙ্গিনী বেয়ান্? এবার ঠেলা সামলাও। হো-হো-হো-হো।

লালিমা। উঃ সরলা, আমাকে ধর ভাই।

সরলা। আগে কথা দাও যে শান্তাকে সুরনাথের হাতে দেবে?

দীননাথ। বৌদি! (সরলা তাকাইল) আমি কথা দিচ্ছি—মৈত্রেয়ীকে গেনুর হাতে দেব। বাঁচাও আমাকে।

সরলা। সরমাকে কি করবে?

দীননাথ। সরমার কপালে হাতুরিই আছে দেখছি। আমি ওর মধ্যে নেই। আমাকে বাঁচাও।

লালিমা। সরলা, আমি ম'লাম। উঃ, উঃ।

সরলা। (বিশ্বনাথকে) দাও তো বাবা হাতুরিটা। ওকে সোজা করি।

লালিমা। দোহাই তোমার। আমি কথা দিচ্ছি শান্তাকে সুরনাথের হাতেই দেব।

সরলা। দেখো, যেন ভুলে যেও না।

লালিমাকে ধরিল। দুই একবার বাঁকা হইয়া লালিমা সোজা হইল।

লালিমা। বাব্বা!

দীননাথ। বৌদি!

সরলা। ওঃ তুমি এখনও রয়েছ?

দীননাথ। ছেড়ে দিলেই যাই বৌদি।

সরলা। (সরমাকে) খাবার দাবার সব আবার গরম করতে দের দেরী। তুই ততক্ষণ বিশ্বনাথকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বল্‌তো।

বিশ্বনাথ। না-না-না-না, আ-আ-আমি বেশ আছি।

দীননাথ। যাও না বাবা। ভয় কি? হাতুরি তো রয়েইছে।

বলনাথ। চলুন জামাইবাবু, আমি থাকতে দিদি আপনার গায়ও হাত দিতে পারবে না।

সরমার প্রস্থান। বিশ্বনাথের হাত ধরিয়া বলনাথের প্রস্থান।

দীননাথ। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। বাব্বা খুব সেরেছি।

জ্ঞাননাথ ও মৈত্রেয়ী এবং সুরনাথ ও শান্তা চুপি চুপি প্রস্থান করিল।

সরলা। রাজারাম, চল্ খাবার ঠিক করবি। (ধননাথের খুব কাছে আসিয়া হাসিয়া) দাদা, আবার যদি কিছু হয় তো তোমাকে সত্যি রাঁচি পাঠাব।

সরলা এবং রাজারামের প্রস্থান।

ধননাথ। (দীননাথকে) ভায়া, খুব সারা গিয়েছে কিন্তু। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

দীননাথ। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

লালিমা। কিন্তু এখনও সব শেষ হয় নি।

ধননাথ। শেষ হয় নি? বাকি আবার রইল কি?

লালিমা। (গম্ভীর ভাবে) তুমি ভেবেছ, মোহনবাগান জিতেছে?

ধননাথ। আলবৎ জিতেছে। একটী নয়, দুটী নয়, চার চারটে গোল দিয়ে জিতেছে।

লালিমা। সব জোচ্চুরি।

ধননাথ। (চীৎকার করিয়া) জোচ্চুরি! চার চারটে গোল জোচ্চুরি?

লালিমা। সব জোচ্চুরি। তিনটে অফ্‌সাইড আর একটা ফাউল।

ধননাথ। উঃ এ অসহ্য, অসহ্য।

লালিমা। হি-হি হি-হি।

ধননাথ। (চীৎকার করিয়া) চুপ-রাও।

দীননাথ ভয়ে ভয়ে দরজার কাছে গেল।

লালিমা। কালকে সকালেই কাগজে দেখবে ইষ্ট-বেঙ্গল নালিশ করেছে। হি-হি হি-হি।

ধননাথ। (নিজের চুল ছিঁড়িয়া) চুপ-রাও।

লালিমা। হি-হি-হি-হি বেয়াই মশাই, এবার কেমন লাগছে? মোহন-বাগান হেরে গিয়েছে—হি-হি-হি-হি। (দীননাথকে) কি বলেন নতুন বেয়াই, মোহন-বাগান এবার গেল। হি-হি-হি-হি।

দীননাথ। দাদা, এবার সত্যি হেরে গেলে।

ধননাথ। ও, তোমরা ঠাট্টা করছ বুঝি? হো-হো-হো-হো। বেয়ান ঠাকরুন্, বেশী হেসো না, কোমরে আবার খিল ধরে যাবে—হো-হো-হো-হো।

উচ্চ হাস্য করিতে করিতে ধননাথ, দীননাথ এবং লালিমার প্রস্থান।
এক হাতে থালাতে কিছু খাবার এবং অপর হাতে
একটি ভেঁপো বাঁশী লইয়া রাজা-
রামের বেগে প্রবেশ।

রাজারাম। জয় শ্রীহরি, মধুসূদন!
বড্ড গেছি বেঁচে।
রাঁচির পালা সাঙ্গ হ'ল,
(দর্শকের প্রতি) আপনারা তো দেখলেন—
এই সংসারটাই মিছে।
দাড়ি রাখাও মিছে, না রাখাও মিছে
বলেন কত পণ্ডিত।

হাসিও মিছে কান্নাও মিছে

(দর্শকের প্রতি) সুতরাং যদি হাসতে পারেন—

তাহ'লে হেসে যাওয়াই ঠিক।

উচ্চহাস্য

ভালও মিছে, মন্দও মিছে,

মিছে বামুন বৈষ্ণি।

খাওয়াও মিছে, না খাওয়াও মিছে

(দর্শকের প্রতি) সুতরাং যদি খাবার পান—

তাহ'লে খেয়ে যাওয়াই বুদ্ধি।

রাজারাম একটি খাবার মুখে দিল। মুখের পাশে হাত রাখিয়া আস্তে ডাকায় ইঙ্গিত করিয়া

ও ঠাকুর, ঠাকুর গো!

নেপথ্যে। কি গো?

রাজারাম। দুটো মিষ্টি টিষ্টি রেখেছ তো লুকিয়ে?

নেপথ্যে। বারো আনাই রাখা আছে কয়লা চাপা দিয়ে।

রাজারাম। ক'আনা বল্লে? চার আনা?

নেপথ্যে। না গো না, বারো আনা।

রাজারাম। হো-হো-হো বারো আনা!

জয় শ্রীহরি, মধুসূদন!

মিথ্যা কান্নাকাটি।

এই সংসারে সবাই পাগল,

শুধু আমার মাথাই খাঁটি।

রাজারাম ঘন ঘন ভেঁপো বাজাইতে লাগিল।

যবনিকা

এই গ্রন্থকার বিরচিত নাটক ঃ—

খুনে—রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস।

হোটেল—কিন্তু—নিরালা

প্রথম পর্ব্ব—হোটেল

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস।

দ্বিতীয় পর্ব্ব—কিন্তু

জেনারেল পাব্‌লিশার্স লিমিটেড।

তৃতীয় পর্ব্ব—নিরালা

জেনারেল পাব্‌লিশার্স লিমিটেড।

রাঁচি—জেনারেল পাব্‌লিশার্স লিমিটেড।

পুরোহিত (যন্ত্রস্থ) জেনারেল পাব্‌লিশার্স লিমিটেড।

সেতার (যন্ত্রস্থ) জেনারেল পাব্‌লিশার্স লিমিটেড।